BANGLA POST Year: 22 ♦ Issue: 1063 ♦ Friday 25 July - Thursday 31 July 2025 FREE

বাংলা পোস্ট

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED FREE BANGLA NEWSPAPER

ডায়ানার পদাঙ্ক অনুসরণ করলেন প্রিন্স হ্যারি

পোস্ট ডেস্ক : আর্তমানবতার ডাকে সাড়া দিয়ে আফ্রিকার দেশ অ্যাঙ্গোলায় ছুটে গিয়েছিলেন ব্রিটিশ রাজবধূ প্রিন্সেস ডায়ানা। যুদ্ধের ভয়াবহতা নিয়ে মানুষকে সচেতন করতে --১৬ পৃষ্ঠায়

ঢাকায় স্কুলে যুদ্ধ বিমান বিধ্বস্ত

● নিহত ৩২, আহত দেড় শতাধিক ● লাশের খোঁজে স্বজনদের আহাজারি ● সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ● রহস্য উদঘাটনে চলছে তদন্ত

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : ঢাকার উত্তরায় মাইলস্টোন স্কুলে যুদ্ধ বিমান বিধ্বস্ত হয়ে এ পর্যন্ত ৩২ শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন দেড় শতাধিক শিক্ষার্থী, শিক্ষকসহ সাধারণ মানুষ। সোমবার এই ভবনটিতেই ঘটে যুদ্ধবিমান বিধ্বস্তের ভয়াবহ ঘটনা আর এতে করে আগুনের লেলিহানে পুড়ে অঙ্গার হয়েছে কোমলমতি কোনো কোনো শিক্ষার্থী, আবার ঝলসে গেছে কারও কারও শরীর। সবুজে ঘেরা এ ক্যাম্পাসও এখন পুড়ে বিবর্ণ। প্রাণোচ্ছল ক্যাম্পাস যেন মৃত্যুপুরী। ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে শিশুদের বই, খাতা, ব্যাগ, টিফিন বক্স। থমকে গেছে শত প্রজাতির পুষ্পে পুষ্পময়-কোমলমতি শিক্ষার্থীদের পদচারণা। ক্যাম্পাসের আকাশে-বাতাসে ভেসে বেরাচ্ছে স্বজনদের কান্নার আওয়াজ। এ পর্যন্ত ৩২ জন নিহতের তথ্য জানিয়েছে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর)। এছাড়া আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ১৬৪ জন। তবে মৃত্যুর এ সংখ্যা নিয়ে ঘোর আপত্তি জানিয়েছে বিক্ষোভে উত্তাল মাইলস্টোনের শিক্ষার্থীরা। তাদের অভিযোগ-মৃত্যুর প্রকৃত সংখ্যা আরও অনেক বেশি। সোমবারের ভয়াবহ এ ঘটনায় এখনো পর্যন্ত কোনো মামলা হয়নি। পুলিশ তদন্ত শুরু করেনি। আলামত সংগ্রহের পাশাপাশি তারা চালাচ্ছেন ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কার্যক্রম। এ ঘটনার পর থেকে দেশ ব্যাপী এ নিয়ে চলছে নানা আলোচনা সমালোচনা। বিমানবাহিনীর এই যুদ্ধ বিমান চলাচলের উপযোগি ছিল কিনা এ নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে। আবার অনেকে বলছেন, ঢাকায় এতো এতো উচু বিল্ডিং থাকার --১৬ পৃষ্ঠায়

পরাজিত শক্তির নানা ষড়যন্ত্রের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে : ড. মুহাম্মদ ইউনূস

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : দেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে ১৩টি রাজনৈতিক দল ও জোটের নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, 'জুলাই অভ্যুত্থানের এক বছরে আমাদের আয়োজন ছিল সব রাজনৈতিক দলকে একসঙ্গে নিয়ে অতীতকে স্মরণ করা, সে জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলাম। এতে করে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে নিজেদের মধ্যে ঐক্যটা দৃশ্যমান হতো। কিন্তু এক বছর যেতে না যেতেই পরাজিত শক্তির নানা ষড়যন্ত্রের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।'

বুধবার বিকালে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় তিনি ১৩ রাজনৈতিক দল ও জোটের নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে এসব কথা বলেন।

বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টা রাজনৈতিক নেতাদের উদ্দেশে আরও বলেন, 'মতপার্থক্য, --১৬ পৃষ্ঠায়

সচিবালয়ে ভাঙচুর-হত্যাচেষ্টার অভিযোগে ১২০০ জনের বিরুদ্ধে মামলা

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : গভীর রাতে এইচএসসি পরীক্ষা বন্ধের ঘোষণায় শিক্ষা উপদেষ্টা ও সচিবের অপসারণ চেয়ে --১৬ পৃষ্ঠায়

বিচারপতি মানিকের ৯০০ কোটি টাকার সম্পদ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : সাবেক বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিকের ৯০০ কোটি টাকার সম্পদের খোঁজে রাজউকে তথ্য চেয়ে চিঠি দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। বুধবার সংস্থাটির উপপরিচালক সিফাত উদ্দিনের নেতৃত্বে গঠিত --১৬ পৃষ্ঠায়

আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকে ওয়েলস ডিভিশনের লিডারশীপ কনফারেন্স অনুষ্ঠিত

কামরুল ইসলাম বাবু, কার্ডিফ: শামসুল উলামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ রহ. নিজ হাতে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ আনজুমানে আল ইসলাহ' শুধুমাত্র দেশে -বিদেশে ইসলামের খেদমত নয় মানবতার কল্যাণে ও ইসলামের সঠিক আকিদা বিশ্বময় তুলে ধরা লক্ষ্যে ১৯৭৯ সাল থেকে আজবধি নিষ্টা ও নিরলসভাবে, কাজ করে চলছে।

আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকে ওয়েলস ডিভিশনের লিডারশীপ কনফারেন্স ও বার্ষিক সাধারণ সভা এবং মধ্যাহ্ন ভোজ গত রোববার ২০ শে জুলাই দূপুর ১২ ঘটিকায় ওয়েলসের রাজধানী কার্ডিফের বাংলাদেশ সেন্টারে ওয়েলসের কার্ডিফ সোয়ানসী, নিউপোট সহ বিভিন্ন শহর থেকে আগত ডেলিগেট ও সদস্যদের উপস্থিতিতে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকে ওয়েলস ডিভিশনের প্রেসিডেন্ট হাফিজ মাওলানা ফারুক আহমদ এর সভাপতিত্বে এবং জেনারেল সেক্রেটারি আনসার মিয়া ও জয়েন্ট জেনারেল সেক্রেটারি , ইউকে বিডি টিভির চেয়ারম্যান সাংবাদিক মোহাম্মদ মকিস মনসুর এর যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠিত কনফারেন্সে প্রধান অতিথি ছিলেন আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকে'র কেন্দ্রীয় প্রেসিডেন্ট হযরত মাওলানা নজরুল ইসলাম, বিশেষ অতিথি হিসেবে আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকে'র কেন্দ্রীয় জয়েন্ট সেক্রেটারি মাওলানা ফরিদ উদ্দিন চৌধুরী, কেন্দ্রীয় জয়েন্ট সেক্রেটারি মোহাম্মদ বদরুল ইসলাম, শাহজালাল মসজিদের খতীব মাওলানা কাজি ফয়জুর রহমান, জালালিয়া মসজিদের খতীব মাওলানা মাওলানা আব্দুল মুক্তাদির, ও কেন্দ্রীয় সদস্য কাউন্সিলার দিলওয়ার আলী বক্তব্য রাখেন।

সভার শুরুতেই পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন হাফিজ তৌয়াহিদুল হক,ও নাতে রাসুল পরিবেশন করেন হাফিজ জালাল উদ্দীন, বার্ষিক সভায় আর্থিক রিপোর্ট পেশ করেন ট্রেজারার শাহ মোহাম্মদ তসলিম আলী, ও বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করেন সেক্রেটারি আনসার মিয়া, সভায় উপস্থিত নেতৃবৃন্দ ও বিশিষ্টজনরা বার্ষিক ও আর্থিক রিপোর্ট এর ওপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করা সহ সংগঠনের আগামী দিনের অগ্রযাত্রায় উনাদের সুপরামর্শ ও সুচিন্তিত মতামত ব্যাক্ত করেছেন।

এর পর দ্বিতীয় পর্বে সেন্ট্রাল কমিটির নেতৃবৃন্দ এর তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত নিবাচনে ডিলিগেটসদের প্রস্তাব ও সমথর্ন এর ভিত্তিতে আগামী তিন বছরের জন্য নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে।

আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকে ওয়েলস ডিভিশনের প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন হাফিজ মাওলানা ফারুক আহমদ ভাইস প্রেসিডেন্ট আব্দুল হান্নান শহীদুল্লাহ ও ভাইস প্রেসিডেন্ট শেখ আনোয়ার, ভাইস প্রেসিডেন্ট মাওলানা আব্দুল মুক্তাদির, জেনারেল সেক্রেটারি আনসার মিয়া,জয়েন্ট জেনারেল সেক্রেটারি মোহাম্মদ মকিস মনসুর, প্রেস এন্ড পাবলিক সিটি সেক্রেটারি মোহাম্মদ আসকর আলী, অর্গানাইজিং সেক্রেটারি সৈয়দ শামসুল হক রানু, এড্যুকেশন এন্ড কালচারাল সেক্রেটারি মাওলানা আসাদুল হক,ট্রেনিং এন্ড এম্প্লোয়মেন্ট সেক্রেটারি শেখ আব্দুল আজিজ আতিকুজ্জামান, ওয়েলফেয়ার সেক্রেটারি মোহাম্মদ জহির আলী, মেম্বারশিপ সেক্রেটারি ক্বারী এম মোজাম্মেল আলী, কমিটির সদস্যরা হচ্ছেন কাউন্সিলার দিলওয়ার আলী, ক্বারী মিনহাজ উদ্দিন জুবের, শাহ গোলাম কিবরিয়া ও আলহাজ্ব তৈমছ আলী, দোয়া পরিচালনা করেন আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকে'র কেন্দ্রীয় প্রেসিডেন্ট হযরত মাওলানা নজরুল ইসলাম, পরিশেষে মধ্যাহ্ন ভোজনে মজাদাদার খাবার পরিবেশন সহ কনফারেন্স সফল করতে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ডিভিশনাল প্রেসিডেন্ট হাফিজ মাওলানা ফারুক আহমদ সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ব্রিটেনে এবছর ৬৩টি কেন্দ্রে শুরু হচ্ছে দারুল কেরাত

এম এ ফাত্তাহ চৌধুরী ফয়সল : ব্রিটেনে এবছর ৬৩ কেন্দ্রে শুরু হচ্ছে দারুর কেরাত কোর্স। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও সামার হলিডেতে দারুল কেরাত অনুষ্ঠিত হবে। জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে শুরু হয়ে পুরো আগস্ট মাস ব্যাপী চলবে দারুল কেরাত তথা ইনটেন্সিভ তাজবিদ কোর্স। হাজারো ব্রিটিশ মুসলিম শিক্ষার্থী দারুল কেরাতের মাধ্যমে কোরআন শিক্ষার সুযোগ পাবেন।

আল্লাহ্ তায়াআলা পবিত্র কোরআনের সূরা মুজাম্মিলে এরশাদ করেছেন," তোমরা তারতিলের সাথে কোরআন পড়।" পবিত্র কোরআনের এই বাণীকে উপলব্ধি করেই শুদ্ধ উচ্চারণের মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের তেলাওয়াত শিক্ষা দেওয়ার লক্ষ্যে "দারুল কেরাত মজিদিয়া ফুলতলি ট্রাস্ট" প্রতিষ্ঠা করেছিলেন প্রখ্যাত আলেমেদ্বীন আল্লামা সাহেব কেবলা ফুলতলী রাহিমাহুল্লাহ। বাংলাদেশের সীমানা পেরিয়ে দারুল কেরাতের শাখা আজ ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে। বাংলাদেশে সাধারণত পবিত্র রামাদানে লাখো শিক্ষার্থী দারুল কেরাতের মাধ্যমে শুদ্ধ করে কোরআন শিক্ষার সুযোগ পান। তবে ব্রিটেনে রামাদানে স্কুল হলিডে না থাকায় প্রতিবছর সামার হলিডেতে দারুল কেরাত অনুষ্ঠিত হয়। এবছর ব্রিটেনে ৬৩টি কেন্দ্রের মাধ্যমে দারুল কেরাত কোর্স পরিচালিত হবে এমনটি জানান লতিফিয়া কারী সোসাইটি ইউকের সাধারণ সম্পাদক মুফতি মাওলানা আশরাফুর রহমান।

দারুল কেরাতের প্রধান কেন্দ্র দারুল হাদিস লতিফিয়া লন্ডন ছাড়াও গ্রেটার লন্ডনে রয়েছে প্রায় ১৫ টি শাখা। তাছাড়া লন্ডনের বাহিরে লুটন, বেডফোর্ড, নর্থাম্পটন, কভেন্ট্রি, বার্মিংহাম, ম্যানচেস্টার, ওল্ডহাম, হাইড, রটেনস্টল, রচডেল, ব্র্যাডফোর্ড, কিগলি, কার্ডিফ, পুল, স্ক্যানথর্প, নিউ কাসল, কেন্ট, অক্সফোর্ড, সেইন্ট আলবান, ব্লেচলি সহ ব্রিটেনের প্রায় সব শহরেই রয়েছে দারুল কেরাতের শাখা।

দারুল কেরাত কোর্স সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে এ বছর সবধরনের প্রস্তুতি ইতোমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে বলে জানান মাওলানা আশরাফুর রহমান। তিনি আরও বলেন, "প্রতিটি মুসলমানের জন্য জন্য শুদ্ধ করে কোরআন শিক্ষা অপরিহার্য কর্তব্য। যেহেতু দারুল কেরাত ব্রিটিশ মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য সুযোগ নিয়ে এসেছে শুদ্ধ করে কোরআন শিক্ষা দেওয়ার, তাই অভিভাবকদের উচিত নিজ সন্তানদেরকে দারুল কেরাতের নিকটস্থ কেন্দ্রে পাঠিয়ে এই সুযোগকে কাজে লাগানো। "

একজন শিক্ষার্থী ৬ টি ক্লাসের মাধ্যমে ছয় বছরে এই কোর্স সম্পন্ন করতে পারেন। ক্লাস আওয়াল থেকে নিয়ে সাদিস ক্লাস সম্পন্ন করার পর শিক্ষার্থী সনদ লাভের মাধ্যমে ক্বারি এবং ক্বারিয়া উপাধিতে ভূষিত হন।

জাতীয় স্বার্থ ও ইসলামি মূল্যবোধ রক্ষায় জাতিসংঘের মানবাধিকার কার্যালয় ও চুক্তি বাতিল করতে হবে- জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকে

জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ বলেছেন: “বাংলাদেশ একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র। এই দেশের সমাজ, সংস্কৃতি, পরিবার এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামো ইসলামি আদর্শে গঠিত ও পরিচালিত। আমাদের নৈতিকতা, সামাজিক রীতিনীতি ও পারিবারিক ব্যবস্থা কুরআনিক মূল্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এগুলো রক্ষা করা প্রতিটি মুসলিমের ঈমানি দায়িত্ব এবং নাগরিক কর্তব্য।”

সম্প্রতি জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশনের নামে বাংলাদেশে একটি কার্যালয় চালুর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং সরকারের সহযোগিতায় তা বাস্তবায়নের পথে এগোচ্ছে। জমিয়তের নেতৃবৃন্দ গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন:

“এটি নিছক একটি কার্যালয় স্থাপনের বিষয় নয়-বরং এটি একটি সুপরিকল্পিত বৈশ্বিক এজেন্ডার অংশ, যার মাধ্যমে বাংলাদেশে ইসলামি শরিয়াহ, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও পারিবারিক আইনকে নস্যাৎ করার পাঁয়তারা চালানো হচ্ছে। অতীতে বহুবার দেখা গেছে, তথাকথিত মানবাধিকার সংস্থাগুলো ইসলামি বিধানকে প্রশ্নবিদ্ধ করে, মুসলিম সমাজে বিভ্রান্তি ছড়ায় এবং পশ্চিমা অপসংস্কৃতিকে চাপিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা করে।”

১৮ জুলাই গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ আরও বলেন:

“ইসলাম নারী ও পুরুষকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়েছে, এবং বৈধ সম্পর্ক কেবল তাদের মাঝেই অনুমোদিত। সমকামিতা, বিকৃত লিঙ্গ-পরিচয় ও পশ্চিমা ঘরানার যৌন নীতি ইসলাম এবং মানব প্রকৃতি উভয়ের বিরুদ্ধে। জাতিসংঘের হস্তক্ষেপের মাধ্যমে এসব ধারণা আমাদের সমাজে ঢুকিয়ে দেওয়া হলে তা মুসলিম সমাজের জন্য ভয়াবহ বিপর্যয় বয়ে আনবে।”

জমিয়তের পক্ষ থেকে কঠোরভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়:
“বাংলাদেশের ইসলামপ্রিয় জনতা কখনোই তাদের বিশ্বাস, সংস্কৃতি এবং সামাজিক মূলনীতির বিরুদ্ধে বিদেশি আধিপত্য মেনে নেবে না। মানবাধিকার চর্চা করতে হলে তা দেশের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। বাইরের কোনো সংস্থা বা দূতাবাস যেন মানবাধিকারের নামে ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হতে না পারে-তা নিশ্চিত করাই রাষ্ট্রের দায়িত্ব।”

অতএব, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি জোরালো আহ্বান জানানো হচ্ছে:
জাতীয় স্বার্থ, সাংস্কৃতিক নিরাপত্তা ও ইসলামী মূল্যবোধ রক্ষার স্বার্থে জাতিসংঘের মানবাধিকার কার্যালয় স্থাপন এবং এর পেছনে থাকা আন্তর্জাতিক চুক্তি ও পরিকল্পনা অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। দেশের মাটি কোনোভাবেই এমন কোনো প্রতিষ্ঠানের আশ্রয়স্থল হতে পারে না, যারা ইসলাম, ঈমান ও রাষ্ট্রীয় স্বকীয়তার বিরুদ্ধে কাজ করে।

বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা শায়খ আসগর হুসাইন, সভাপতি ড. মাওলানা শুয়াইব আহমদ, সিনিয়র সহ-সভাপতি মুফতি আব্দুল মুনতাকিম, সহ-সভাপতি হাফিজ মাওলানা সৈয়দ তাছাদ্দুক আহমদ, হাফিজ সৈয়দ তামীম আহমদ, হাফিজ হোসাইন আহমদ বিশ্বনাথী, মাওলানা আশফাকুর রহমান, সেক্রেটারি মাওলানা সৈয়দ নাঈম আহমদ, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা শামছুল আলম কিয়ামপুরী, জয়েন্ট সেক্রেটারি হাফীজ মাওলানা ইলিয়াছ, মুফতি শাহ হিফজুল করীম মাশুক, মাওলানা আখতারুজ্জামান, সহ-সেক্রেটারি মুফতি সৈয়দ রিয়াজ আহমদ, হাফিজ জিয়া উদ্দিন, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা নাজমুল হাসান, হাফীজ মাওলানা মাছুম আহমদ,ট্রেজারার হাফিজ রশীদ আহমদ, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা ওলীউর রহমান, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মাওলানা খালেদ আহমদ, প্রচার সম্পাদক মাওলানা শামছুল ইসলাম এবং সহ-প্রচার সম্পাদক হাফিজ মাওলানা আব্দুল হাই,মিডিয়া সেক্রেটারি আরিফুল ইসলামসহ অন্যান্য কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ।

ঢাকাদক্ষিণ উন্নয়ন সংস্থা ইউকে'র বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

২০ জুলাই ২০২৫ রবিবার পুর্ব লন্ডনের মাইক্রো বিজনেস পার্কে ঢাকাদক্ষিণ উন্নয়ন সংস্থা ইউকে'র বার্ষিক সাধারন সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিপুল সংখ্যক সদস্যের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি আব্দুল লতিফ নিজাম, সভা পরিচালনা করেন সংগঠনের সেক্রেটারি জেনারেল আব্দুল বাছির।

বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের শুরুতে কোরআন তেলাওয়াত করেন আজিজুর রহমান, কোরআন তেলাওয়াতের পরে অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সংস্থার প্রেসিডেন্ট আব্দুল লতিফ নিজাম।

সংগঠনের জেনারেল সেক্রেটারি আব্দুল বাছির সাধারণ সভায় গত এক বছরের কার্য্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করেন এবং বার্ষিক রিপোর্ট উপস্থাপন করেন।

সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট উপস্থাপন শেষে সংগঠনের ট্রেজারার জাকির হোসেন ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের আয় ব্যায়ের হিসাব উপস্থাপন করেন।

সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের রিপোর্টের ওপর আলোচনা শেষে উপস্থিত সম্মানিত সকল সদস্যেবৃন্দের সম্মতিতে উপস্থাপন করা রিপোর্ট সর্বসম্মত ভাবে গৃহীত হয়।

বার্ষিক সাধারণ সভায় কার্য্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক উথ্থাপিত এমেন্ডমেন্টস অফ দি কনস্টিটিউশন গুলো সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত থেকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সংগঠনের উপদেষ্টা আতাউর রহমান আঙ্গুর মিয়া, নুরউদ্দিন শানুর, মাস্টার তছউর আলী, শামীম আহমদ, এমরান আহমদ চৌধুরী, দেলওয়ার হোসেন লেবু, রুহুল আমিন সেলিম, মস্তফা আহমদ, সালেহ আহমদ।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ভাইস প্রেসিডেন্ট ইয়ামীম দিদার, ভাইস প্রেসিডেন্ট দেলওয়ার আহমদ শাহান, ভাইস প্রেসিডেন্ট মোঃ সেলিম আহমদ, ট্রেজারার জাকির হোসেন, সহ সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ শামীম আহমদ, সহকারী ট্রেজারার সাদেক আহমদ, সাংগঠনিক সম্পাদক সোহেল আহমদ চৌধুরী, মেম্বারশীপ সেক্রেটারি কামরুল ইসলাম, স্পোর্টস সেক্রেটারি নুরুল ইসলাম, অ্যাডুকেশন সেক্রেটারি রায়হান উদ্দিন, ফান্ড রাইজিং সেক্রেটারি সোহেল আহমদ, কার্য্যনির্বাহী কমিটির সদস্য মামুনুর খান, খালেদ আজিম উদ্দিন জামাল, ইকবাল চৌধুরী, আমিন উদ্দিন, দেলওয়ার হোসেন, কামরুজ্জামান কামরান, আজিজুর রহমান, মামুন আহমদ, জাবেদ আহমদ, মোহাম্মদ রাজীব।

অনারারি সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত থেকে সভায় আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সাবেক স্পিকার আহবাব হোসেন, গোলাপগঞ্জ উপজেলা এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকের প্রতিষ্ঠাকালীন যুগ্ম আহবায়ক মাইজউদ্দিন আহমদ, গোলাপগঞ্জ হেল্পিং হ্যান্ডস ইউকের সাবেক সভাপতি তমিজুর রহমান রন্জু, হাবিবুর রহমান চৌধুরী টিপু।

সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন শামীম আহমদ চৌধুরী, আব্দুল খালিক, সাবেক নির্বাচন কমিশনার খায়রুল আলম, রেজওয়ান হোসেন শিবলু, খালেদ উদ্দিন, সুরমান আহমদ, শাহ শরীফ উদ্দিন, মোহাম্মদ জগলু, আব্দুল হালিম, খায়রুল উদ্দিন, আকরাম হোসেন দ্বারা, ফারহাত বাছির, আব্দুল মুনিম, মাহবুব আহমদ, সিদ্দিকুর রহমান, দেলওয়ার হোসেন, জাহিদ হোসেন, সাব্বির আহমদ, সাহেদ আহমদ, সোহেল আহমদ, জাহেদ আহমদ, নুর মোহাম্মদ সুমন, ফখরুল ইসলাম।

অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে উপস্থিত সকলেই আগামীর পথচলায় ঢাকাদক্ষিণ উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক গৃহিত মানবতার কল্যানে সকল পদক্ষেপে ঢাকাদক্ষিণবাসী ও সংগঠনের সকলের সর্বাত্মক সহযোগিতা অতীতের মতোই অব্যাহত থাকবে এই আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

ঢাকাদক্ষিণ উন্নয়ন সংস্থা ইউকে'র জন্মলগ্ন থেকে যারা মানবতার কল্যাণে কাজ করেছেন তাদের অনেকেই আমাদের মাঝে নেই তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে এবং যারা বিভিন্নভাবে অসুস্থতা নিয়ে আমাদের পাশে থেকে সহযোগিতা করে আসছেন তাদের সুস্থতার জন্য এবং ঢাকাদক্ষিণবাসী সহ মুসলিম উম্মাহর মঙ্গল কামনায় অনুষ্টানের শেষে বিশেষ মোনাজাত করা হয়, মোনাজাত পরিচালনা করেন মাওলানা জাকারিয়া।

অত্যন্ত আন্তরিকতা ও আনন্দময় পরিবেশে অনুষ্ঠানের আয়োজন সম্পন্ন করতে সকলের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতির সমাপনী বক্তব্যর মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

ড্যাফোডিল ইসলামিক স্কুলের বার্ষিক সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

খালেদ মাসুদ রনি: লন্ডনে ড্যাফোডিল ইসলামিক স্কুলের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়েছে বিদ্যালয়ের বার্ষিক বর্ণাঢ্য সমাপনী অনুষ্ঠান। গত শুক্রবার দুপুর ২টায় হোয়াইটচ্যাপেলের কমার্শিয়াল রোডে অবস্থিত স্কুল হলরুমে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থী, অভিভাবক, সম্মানিত অতিথিসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।বিদ্যালয়ের পরিচালক আনিসুজ্জামানের সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত ইসলামিক চিন্তাবিদ ও ইস্ট লন্ডন মসজিদের খতিব শাইখ আব্দুল কাইয়ুম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইমাম আশরাফুল ইসলাম এবং কাউন্সিলর ফারুক আহমেদ। অতিথিদের উপস্থিতি অনুষ্ঠানে বিশেষ গৌরব ও মূল্য যোগ করে। প্রধান অতিথি শাইখ আব্দুল কাইয়ুম তাঁর বক্তব্যে ড্যাফোডিল ইসলামিক স্কুলের কার্যক্রমের ভূয়সী শিক্ষার্থীদের কুরআন তেলাওয়াত, ইসলামী সংগীত, কবিতা আবৃত্তি ও নাসিদ পরিবেশনার মাধ্যমে পুরো অনুষ্ঠানটি হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত ও অর্থবহ। বিদ্যালয়ের শিক্ষক, অভিভাবকসহ বিপুলসংখ্যক মানুষ এ আয়োজনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের শেষাংশে শিক্ষার্থীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় এবং আগামী শিক্ষাবর্ষে আরও উন্নত ও কার্যকর

আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মনোমুগ্ধকর পরিবেশনা দর্শক-শ্রোতাদের অভিভূত করে তোলে। অতিথিরা তাদের বক্তব্যে বলেন, এ ধরনের অনুষ্ঠান শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি, সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ এবং সামাজিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে প্রশংসা করে বলেন, "এই স্কুল শুধুমাত্র একাডেমিক শিক্ষায় নয়, বরং ইসলামী আদর্শে শিশুদের নৈতিক চরিত্র গঠনে অত্যন্ত প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করছে।" তিনি আরও বলেন, বর্তমান প্রজন্মকে সঠিক দিকনির্দেশনা দিতে হলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষাদান চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়।

উল্লেখ্য, ড্যাফোডিল ইসলামিক স্কুল ইসলামী মূল্যবোধভিত্তিক মানসম্মত শিক্ষার মাধ্যমে শিশুদের নৈতিক ও একাডেমিক উৎকর্ষে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বর্তমানে স্কুলে ভর্তি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

লন্ডনে প্রফেসর ডাঃ আমিনুর রহমান লস্কর ও ডাঃ আলতাফুর রহমান সংবর্ধিত

গত সোমবার ২১ জুলাই সন্ধ্যা ৭টায় ইষ্ট লন্ডনের সোনারগাঁও রেষ্টুরেন্টে ফ্রেন্ডস অবনাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হসপিটাল সিলেট ইউকে কমিটির আয়োজনে নাশনাল হার্টফাউন্ডেশন সিলেটের জেনারেল সেক্রেটারি প্রখ্যাত চিকিৎসক প্রফেসর ডাঃ আমিনুররহমান লস্কর ও ভাইস প্রেসিডেন্ট ডাঃ আলতাফুর রহমানকে সংবর্ধনা প্রদান করাহয়েছে।

ফ্রেন্ডস অব নাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন সিলেট ইউকে ও চানেল এস চেয়ারম্যান আহমেদউস সামাদ চৌধুরী জেপির সভাপতিত্বে ও জেনারেল সেক্রেটারি মনসুর আহমদ খানেরসন্‌চালনায়, শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন ইউকে কমিটির পার্মানেন্টডোনার মেম্বার আশরাফ চৌধুরী জাহান মিয়া।

তারপর স্বাগত বক্তব্য ও অনুষ্ঠানে আগত সকল ডোনার মেম্বার ও অতিথিদের পরিচিতিতুলে ধরেন হার্ট ফাউন্ডেশন সিলেটের সেন্ট্রাল কমিটির এক্সিকিউটিভ মেম্বার ও ইউকেকমিটির ফাউন্ডার সেক্রেটারি মিছবাহ জামাল।

মন্‌চে অতিথিদেরকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সেন্ট্রাল কমিটির ইন্টারনাশনালরিলেশন সেক্রেটারি এস আই আজাদ আলি, ইউকে কমিটির প্রধান উপদেষ্টা এমশামসুদ্দিন, সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান বজলুর রশিদ এমবিই, সিনিয়র ভাইসচেয়ারম্যান ডাঃ আলাউদ্দিন আহমেদ, ভাইস চেয়ারম্যান মানিক মিয়া, ভাইসচেয়ারম্যান আশিক চৌধুরী, আবদাল মিয়া, রফিক মিয়া, জয়েন্ট সেক্রেটারি সিনিয়রসাংবাদিক এল বি ২৪ এর ম্যানেজিং এডিটর মো: আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারল, প্রেসপাবলিসিটি সেক্রেটারি অনুপম নিউজ২৪ এডিটর মুহিব উদ্দিন চৌধুরী, ওমেন্সসেক্রেটারি নতুনদিন টিভির এক্সিকিউটিভ পলি রহমান, মেম্বারশিপ সেক্রেটারি ডাঃসৈয়দ মাসুক আহমদ, রিলিজিয়াস সেক্রেটারি শেখ ফারুক আহমেদ, ইসি মেম্বার ওবৃটেনের পার্লামেন্টে সম্ভাব্য লিবডেম দলীয় এমপি প্রার্থী মোহাম্মদ অহিদ উদ্দিন, তিনি তার বক্তব্যে কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ মতামত তুলে ধরে বলেন, বৃটেনের নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা যাতে তাদের পূর্ব পুরুষদের চিনতে পারে বুঝতেপারে তাই পার্মানেন্ট ডোনার বোর্ডে আগামিতে ডোনার মেম্বারদের ইউকের পাশাপাশিতাদের পিতার নাম ও দেশের গ্রাম ও উপজেলার নাম বোর্ডে অন্তর্ভুক্ত করলে তাদেরকেহাসপাতালের সাথে একটি যুগসুএ স্থাপন করা যেতে পারে।

অন্যদের মধ্যে থেকে মতামত রাখেন ইসি মেম্বার ইব্রাহিম আলি খন্দকার, ইসি মেম্বারগোলাম রসুল মুহি আহাদ, মোঃ দিলওয়ার হোসেন, মতিউর রহমান খোকন, পার্মানেন্টডোনার মেম্বার ও দর্পন সম্পাদক রহমত আলি, বারিষ্টার মাসুদ চৌধুরী, মোহাম্মদওয়ারিছ আলী।

অনুষ্ঠানে কয়েকজন নতুন ডোনার মেম্বার তাদের অনুদান প্রদানের ঘোষণা দেন, তাদেরমধ্যে আংগুর আলি, গ্রাম বাংলা রেষ্টুরেন্টের ডাইরেক্টর গুলজার খান, বিবিসিসিআইলন্ডন রিজিওয়নের প্রেসিডেন্ট জেএমজির মনির আহমদ, সোনারগাঁও রেষ্টুরেন্টেরডাইরেক্টর তোফাজ্জল আলম, কামাল আহমেদ, বিশিষ্ট বাবসায়ী সিরাজ উদ্দিন, প্রভাষক আব্দুল হাই, বর্নবাদ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম নেতা আব্দুল মুকিত ৫০হাজার টাকা, আরো উপস্থিত ছিলেন চানেল এস সিনিয়র রিপোর্টার লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি রেজাউল করিম মৃধা, সময় টিভির ইউকে প্রধানসাংবাদিক সুয়েব কবির, সাংবাদিক আলাউর রাহমান খান শাহিন, নতুনদিন টিভিরকামেরাপার্সন নাদির মজুমদার, এছাড়াও অনুষ্ঠানে পুরনো ডোনার মেম্বারদের মধ্যে ইব্রাহিম আলি খন্দকার ১০০০পাউন্ড, পলি রহমান ১ লাখ টাকা, গোলাম রসুল মুহি আহাদ ১ লাখ টাকা, প্রদানকরবেন বলে জানান।

চেয়ারমান আহমদ উস সামাদ চৌধুরী তার বক্তবে বর্তমানে ইউকে কমিটির সকলডোনার মেম্বারদের আহবান জানান ও আশা প্রকাশ করেছেন প্রায় ৮০ লাখ টাকামুলের যে ইকুইপমেন্ট তা অতি জরুরি ভিতিওে ইউকে থেকে ফান্ড রেইজিং করা যাবে। ও আগামিতে ফান্ড হস্তান্তর করা যাবে।

সংবর্ধিত অতিথি প্রফেসর ডাঃ আমিনুর রহমান লস্কর হাসপাতালের শুরু থেকে ২০০৬সাল থেকে ইউকে কমিটির মরহুম হাফিজ মজির উদ্দিন, মরহুম মোহাম্মদ ইয়াকুব, মরহুম মাহমাদুর রশীদ, মরহুম এম এ আহাদ, মরহুম তারা মিয়া, বিআর চৌধুরী সহসকলের অবদানের কথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন ও ২০০5 সালে তথকালীনবাংলাদেশ সরকারের নামমাএ দাম প্রায় ৪ লাখ টাকা শাহি ঈদগাহের ১০০ ডেসিমেলজায়গা প্রদান করা থেকে শুরু প্রবাসীদের হাসপাতাল ভবন নির্মাণ ও গত ২০২২ সালে৭তম তলা নির্মাণের জন্য ধন্যবাদ জানান।

ও সরকার এ পর্যন্ত প্রায় ৪৫ কোটি টাকা ও দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি বান্‌কসহ দাতব্য প্রতিষ্ঠানের অনুদানের ফলে হার্ট ফাউন্ডেশন এই অলাভজনক প্রতিষ্ঠানটির৯ম তলা পর্যন্ত নির্মাণ শেষ হয়েছে তাও উল্লেখ করে হাসপাতালের বর্তমান চিকিৎসাসেবার সম্পূর্ণ দিক তুলে ধরেন।

ও প্রবাসীদের অনুদান ভবিষ্যতে অব্যাহত রাখারও আহবান জানিয়েছেন।

পরিশেষে ধন্যবাদ জানিয়ে জেনারেল সেক্রেটারি মনসুর আহমদ খান সবারপারস্পরিক সহযোগীতায় এই সপ্নের প্রতিষ্টান একটি উন্নতমানেরসেবামূলক, আর্তসামাজিক প্রতিষ্টান হিসাবে বলিষ্ঠ ভুমিকা রাখবে এই প্রত্যাশা ব্যক্তকরেন।

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস যুক্তরাজ্য শাখার শোক প্রকাশ

উত্তরায় প্রশিক্ষণ বিমান বিধ্বস্তে শিক্ষার্থীসহ হতাহতের ঘটনায় বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস যুক্তরাজ্য শাখার পক্ষ থেকে গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করছেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক ও যুক্তরাজ্য শাখার সভাপতি শায়খুল হাদীস প্রিন্সিপাল মাওলানা রেজাউল হক ও সাধারণ সম্পাদক মুফতী ছালেহ আহমদ।

শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করে শোক বার্তায় নেতৃদ্বয় বলেন, আমরা নিহতদের আত্মার মাগফিরাত কামনা এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য লাভের জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে দোয়া করছি। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে এ ধরনের দুর্ঘটনা থেকে হেফাজত করুন এবং জাতিকে শান্তি ও নিরাপত্তার ছায়ায় রাখুন। আমিন।

ইস্ট লন্ডন মসজিদের ব্যতিক্রমী আয়োজন

যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন মসজিদের ইমামদের অংশগ্রহণে উৎসবমুখর ফুটবল টুর্নামেন্ট

যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন মসজিদের ইমামদের অংশগ্রহণের পূর্ব লন্ডনে অনুষ্ঠিত হলো এক ব্যতিক্রমী ফুটবল টুর্নামেন্ট। ইস্ট লন্ডন মসজিদের উদ্যোগে আয়োজিত এই টুর্নামেন্টে দুই টিমে ৩০ জন ইমাম অংশগ্রহণ করেন। 'মিনারেট কাপ'-শীরোনামে আয়োজিত টুর্নামেন্টের মূল উদ্দেশ্য ছিলো গাজার নিপীড়িত মানুষের জন্য ফান্ডরেইজ করা। জানা গেছে, ফুটবল টুর্নামেন্টের মাধ্যমে ১৬ হাজার পাউণ্ডের বেশি ফান্ডরেইজ করা হয়েছে। ডেগেনহ্যামের ক্যাসেল গ্রীন ফুটবল মাঠে সকাল ১১টায় টুর্নামেন্ট শুরু হয়। গাজা ইউনাইটেড ও অলিভ ব্রাঞ্চ নামে দুটো দলের মধ্যে ৯০ মিনিটের খেলা অনুষ্ঠিত হয়। খেলায় ৫-২ গোলে গাজা ইউনাইটেড চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। খেলা শেষে বিজয়ী টিমের হতে পুরস্কার তুলে দেন ইস্ট লন্ডন মসজিদের সিইও জুনায়েদ আহমদসহ সিনিয়র কর্মকর্তাবৃন্দ।

দ্বিতীয়বারের মতো অনুষ্ঠিত এই টুর্নামেন্টের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন ইস্ট লন্ডন মসজিদের সিনিয়র ইমাম সৈয়দ আনিসুল হক। তিনি তাঁর প্রতিক্রিয়ায় বলেন, মসজিদের ইমামগণ

শুধু নামাজ পড়ান কিংবা খুতবা দেন-তাইনা। বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে মানুষকে ভালো কাজে উদ্ধুদ্ধ করতে পারেন। আজকের টুর্নামেন্ট এটাই প্রমাণ করে। একজন ইমাম যখন ৯০ মিনিটের ফুটবল টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করে শেষ পর্যন্ত মাঠে টিকে থাকতে পারেন, তখন বুঝে নিতে হয় তিনি শারীরিকভাবে কতটুকু ফিট। ইমামগণের এই চর্চা নিশ্চয় অন্যদের শরীরচর্চায় উদ্ধুদ্ধ করবে।

মসজিদের সিইও জুনায়েদ আহমদ বলেন, এটি ইস্ট লন্ডন মসজিদের একটি ইউনিক আয়োজন। এই টুর্নামেন্ট গোটা যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন মসজিদের ইমামদেরকে একটি প্লাটফর্মে মিলিত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। ইমামদের মধ্যে ঐক্যের একটি দৃষ্টান্ত। তাঁরা যখন ফুটবল খেলেন তখন তা স্বাস্থ্যকর জীবন যাপনের প্রতি মানুষকে উদ্ধুদ্ধ করে। এই টুর্নামেন্ট আরো গুরুত্বপুর্ণ কারণ এটি একটি চ্যারিটি ইভেন্ট। গাজার নিপীড়িত মানুষের জন্য ফান্ডরেইজিং করার সুযোগ। তিনি টুর্নামেন্টে আয়োজনে সম্পৃক্ত সকলের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

মুসলিম এইড-এর কমিউনিটি ফান্ডরেইজিং ম্যানেজার ফারহাল আহমদ বলেন, আমাদের ইমামগণ খেলাধূলার মাধ্যমে মানুষকে শরীরচর্চায় উদ্ধুদ্ধ করছেন। এটি সত্যিকার অর্থেই একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। পাশাপাশি গাজার নির্য্যাতিত মানুষের জন্য অর্থ সাহায্য সংগ্রহ করছেন। ইস্ট লন্ডন মসজিদের সাথে এই টুর্নামেন্টে পার্টনার হতে পেরে আমরা গর্ববোধ করছি।

কাউন্সিল অফ মস্ক এর উদ্যোগে ইমামদের জন্য মধ্যাহ্নভোজ এবং সেমিনার অনুস্টিত

টাওয়ার হেমলেটস কাউন্সিলের মসজিদ পরিচালনার শীর্ষ সেবা মূলক সংগঠন কাউন্সিল অব মস্ক টাওয়ার হ্যামলেটেস এর উদ্যোগে এবং টাওয়ার হ্যামলেটকাউন্সিলের

সহযোগিতা ইমামদের জন্য বিশেষ মধ্যাহ্নভোজ এবং সেমিনার আয়োজনকরছে। শনিবার (১৯ জুলাই) দিনব্যাপী এই সেমিনার পূর্ব লন্ডনের লন্ডন মুসলিম সেন্টারের মেইল হলে অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের চেয়ারম্যান মাওলানা শামসুল হক এর সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারি সিরাজুল ইসলাম হীরা'র সঞ্চালনায় শুরুতেই পবিত্র কালামে পাক থেকে তেলাওয়াত করেন ফর্ডস্কোয়ার মসজেদের ইমাম মাওলানা রেজাউল ইসলাম।

টাওয়ার হ্যামলেটেস চিল্ড্রেনস এন্ড সোস্যাল কেয়ার ডিপার্টমেন্ট এর পক্ষ থেকে বক্তব্য ও ডুকুমেন্টারী উপস্থাপন করেন আইছোবেল উইকাম ও এফ এফ টি থেরাফিস্ট। নামাজের সময়সূচি ও রমজানের সেহরির সময় সূচি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়, প্রতিবছরই আমাদের কমিউনিটিতে এবিষয়ে দিধা দন্ধ হচ্ছে। বিষয়টি পরিষ্কার হওয়াদরকার। মুসলিম কমিউনিটিতে বিভ্রান্তি না হয়ে সেহরী ও ইফতারের সময় এক সাথে নির্ধারণ করা দরকার। সেমিনারে ইস্ট লন্ডন মসজিদের ঈমাম শেখ আব্দুল কাইয়ুম, দারুলউম্মার ইমাম আবুল হাছানাত চৌধুরী, স্টেপনি শাহজালাল মসজিদের ইমাম তাজুল ইসলাম সহ বিবিন্ন মসজিদের ইমাম বক্তব্য রাখেন।

এছাড়াও আরো উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিল অব মস্ক টাওয়ার হ্যামলেটেস এর সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ফারুক আহমেদ, প্রেসিডেন্ট শামসুল হক, ট্রেজারার সাংবাদিক মো: আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারল, জয়েন্ট সেক্রেটারি মাহফুজ রব, সাবেক কাউন্সিলর আনসার মুস্তাকিম প্রমুখ।

অনুস্টিত সেমিনারে টাওয়ার হ্যামলেটসের বিবিন্ন মসজিদে ইমাম, মুয়াজ্জিন ও নির্বাহী কমিটির সদস্য উপস্থিত ছিলেন। ইমামদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, যা তাদেরধর্মীয় দায়িত্ব পালনে সহায়তা করবে। এই সেমিনারটি ইমামদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিতেসহায়ক হবে এবং তাদের সমাজ ও সম্প্রদায়ের জন্য আরও কার্য্যকরভাবে কাজ করতেউৎসাহিত করবে। সেমিনাররে উপস্থিত ইমামদের পক্ষ থেকে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দেওয়াহয়।

এবারের সামার হলিডেতে টাওয়ার হ্যামলেটসে হচ্ছে ১ হাজারের বেশি এক্টিভিটিস

এবারের সামার হলিডে বা গ্রীষ্মকালীন ছুটি শুরু হতে আর বেশিদিন বাকি নেই। সামার হলিডেকে সামনে রেখে শিশু-কিশোরসহ পরিবারের সবার আনন্দ-বিনোদনের জন্য টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের পক্ষ থেকে পুরো বারাজুড়ে এক হাজারের বেশি ইভেন্টস বা এক্টিভিটিস এর আয়োজন করা হচ্ছে। সামার অব ফান ২০২৫ প্রোগ্রামের অংশ হিসেবে বারার বিভিন্ন পার্ক, খোলা জায়গা ও হলে খেলাধুলা থেকে শুরু করে কারুশিল্প, প্রদর্শনী, কর্মশালা সহ নানা আয়োজন থাকবে। এসব অনুষ্ঠান সবার জন্যে উন্মুক্ত এবং ফ্রি।

সামার ফান ডে প্রোগ্রামে বারার সব বয়সী বাসিন্দা অংশ নিয়ে বারার বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা উপভোগের পাশাপাশি টাওয়ার হ্যামলেটসে তাদের ভালোবাসার বা ভালোলাগার সেরা বিষয়টি সম্পর্কে জানার বা জানানোর সুযোগ পাবেন।

টাওয়ার হ্যামলেটসের ডেপুটি মেয়র এবং এডুকেশন, ইয়ূথ এন্ড লাইফলং লার্নিং বিষয়ক লিড মেম্বার কাউন্সিলর মাইয়ূম তালুকদার বলেছেন, “এবারের সামার হলিডে বা গ্রীষ্মকালীন ছুটি চলাকালীন সময়ে শিশু-কিশোরসহ পরিবারের সবাই মিলে বারায় ব্যাপক আকারের আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠামালায় অংশ নিয়ে সামাজিকতা সহ নতুন কিছু করার বা শেখার এবং শারীরিক এক্টিভিটি করাসহ আরো নানা সুযোগ পাবেন।”

তিনি আরো বলেন, “শত শত এক্টিভিটিস এর মধ্যে নিজের সুবিধা ও পছন্দ অনুযায়ী যে কোনোটিতে অংশ নেওয়ার জন্যে আমি সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছি।”

সামার ফান ২০২৫ অনুষ্ঠানসূচীর উল্লেখযোগ্য কয়েকটিঃ

সামার ফান রিডিং চ্যালেঞ্জঃ পুরো বারাজুড়ে চলা রিডিং চ্যালেঞ্জ বা বই পড়ার প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে বিভিন্ন ধরনের বই পড়ে স্ট্যাম্প সংগ্রহের মাধ্যমে পুরস্কার প্রাপ্তির তালিকায় নাম অন্তর্ভূক্ত করতে পারবেন।

টাওয়ার হ্যামলেটসে ৯ শ’ বছরের পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ইতিহাসঃ টাওয়ার হ্যামলেটস লোকাল হিস্ট্রি লাইব্রেরী এন্ড আর্কাইভসে টাওয়ার হ্যামলেটসে ৯শ’ বছরের পুরনো পাবলিক ট্রান্সপোর্টের ইতিহাস প্রদর্শিত হবে। এখানে অংশ নিয়ে লাল বাস এবং ট্রেনের ইতিহাস সম্পর্কে জানা যাবে। এর বাইরেও ট্রান্সপোর্ট বিষয়ক বিনোদনমূলক নানা অনুষ্ঠান হবে। সেখানেও যোগ দিতে পারেন।

খেলাধুলা এবং স্বাস্থ্য সম্মত জীবন-যাপনঃ খেলাধুলা এবং স্বাস্থ্যসম্মত জীবন বা স্পোর্টস এন্ড হেলদি লিভিং ডে হবে ভিক্টোরিয়া পার্কে। তাতে বারার বাসিন্দারা অংশ নিতে পারেন।

ইয়ং টাওয়ার হ্যামলেটসঃ টাওয়ার হ্যামলেটস ইয়ূথ সার্ভিসের পক্ষ থেকে বারার পার্ক এবং অন্যান্য খোলা জায়গায় অন্তত ৮টি ইভেন্ট হবে। যেখানে শিশু-কিশোরসহ পরিবারের সবার জন্য ইনফ্ল্যাটেবল এক্টিভিটিস, বাঞ্জি রান বা বাউন্সি ক্যাসল সহ নানা আয়োজন থাকবে।

এছাড়াও ইয়াং টাওয়ার হ্যামলেটস-এর পক্ষ থেকে কিশোর-কিশোরীদের জন্যে বারার বিভিন্ন ইয়ূথ সেন্টারে কর্মশালা, ভ্রমণ এবং খেলাধুলাসহ শতশত ফ্রি এক্টিভিটিস থাকবে। এগুলোতে অংশ নিতে হলে কিশোর কিশোরীদের যে কোনো ইয়ূথ সেন্টারের সাথে যুক্ত হতে হবে।

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের ওয়েব সাইটে সামার অব ফান ২০২৫ পাতায় গেলে আপনি দেখতে পাবেন এই সামার হলিডেতে অন্তত ১ হাজারের বেশি অনুষ্ঠান হচ্ছে বারাজুড়ে।

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM
UK Charity No. 1126168
NGO Affairs Bureau Bangladesh Registration No- 3052
MADRASHA &ORPHANAGE
UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

Please Help supporting the poor & needy with your:
Lillah Sadaqah Zakat Fitra
Fidya Kaffara Qurbani

PROJECTS
Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750 .00
Shops (permanent income for Orphanage) Per Shop £2500.00
Class/Living Room for Orphanage Per Room £3000.00
Support Needed FISHERY Project to Generate Permanent Income for Madrasha & Orphanage
33 Decimal Land £1000, One Cow £400 Minnow (Fishery), Tree plant £100
Ashab-e-Badr Fund
one off payment £700.00 x 313 Donor

CAN DONATE VIA :
Paypal: shahbagjamia@yahoo.com
Online: www.shahbagjamia.com
Telephone: 0798 335 7324
UK Bank Details:
Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608

For further information please contact:
Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com

কারি কিং খ্যাত সেলিব্রেটি শেফ শামীমের সাফল্য

স্টাফ রিপোর্টার: কারি কিং খ্যাত সেলিব্রেটি শেফ এহসানুল ইসলাম চৌধুরী শামীমের রান্নার সুখ্যাতি এবার ছড়িয়ে পড়লো ব্রিটেনজুড়ে!

ভোজন বিলাসীদের প্রিয় রেস্টুরেন্ট ব্রিটেনের নর্থাম্পটনের আরামিনতাজ এর হেড শেফ এহসানুল ইসলাম চৌধুরী শামীম একের পর এক সাফল্য অর্জন করেই চলছেন।একাধিক এওয়ার্ড বিজয়ী সেলিব্রেটি শেফ এহসানুল ইসলাম চৌধুরী শামীম যে রেস্টুরেন্টের হেড শেফ সেই আরামিনতাজ রেস্টুরেন্টেটি এবার জয় করলো ইউকে টপ ১০০ রেস্টুরেন্ট এওয়ার্ড ২ড়২৫।

বৃহস্পতিবার ১৭ জুলাই লন্ডনের ওয়েস্ট মিনিস্টারের হাউস অফ লর্ডসে এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে নর্থাম্পটনের আরামিনতাজ রেস্টুরেন্টের শহিদ ইসলাম ও সেলিব্রেটি শেফ এহসানুল ইসলাম চৌধুরী শামীম এর হাতে এ এওয়ার্ড তুলে দেন বিবিসির জনপ্রিয় নিউজ প্রেজেন্টার সামান্তা সিমন্ডস।

এহসানুল ইসলাম চৌধুরী শামীম বর্তমানে আরামিনতাজের হেড শেফ হিসাবে কর্মরত আছেন। তবে তিনি গত দেড় দশক ধরে নর্দাম্পটন ও আশেপাশের বিভিন্ন রেস্টুরেন্ট ও টেইকওয়েতে হেড শেফ হিসাবে কর্মরত ছিলেন।

এহসানুল চৌধুরী শামীম সেরা এশিয়ান রেস্টুরেন্ট আারামিনতাজ বিজয়ী হওয়ার পর বলেন, এই পুরস্কার আলাদা গুরুত্ব বহন করে। শেফ হিসাবে এই প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি তার কাজের প্রতি দায়িত্ববোধ বাড়িয়ে দিলো।

শামীম আরো বলেন, তিনি চেষ্টা করেন যখন যে রেস্টুরেন্টে কাজ করেন সেই এলাকার মানুষের খাবারের চাহিদা সম্পর্কে জেনে নেয়ার।

বর্তমানে রেস্টুরেন্ট ইন্ডাস্ট্রি কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। নানা চ্যালেঞ্জ, পরিবর্তন আর প্রতিযোগিতার মধ্যে টিকে থাকা সত্যিই সহজ নয়। এই কঠিন সময়ে আমাদের কাজকে স্বীকৃতি দিয়ে এই এওয়ার্ডটি পেয়ে আমি অত্যন্ত গর্বিত ও আবেগাপ্লুত। এই স্বীকৃতি শুধু আমার একার না - এটি পুরো টিমের পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও ভালোবাসার ফল। এই এওয়ার্ড আমাদের অনুপ্রাণিত করবে আরও ভালো করতে ।

যুক্তরাজ্যের শীর্ষস্থানীয় রেস্টুরেন্ট ও এশীয় রন্ধনপ্রণালী প্রতিভাদের সম্মানিত করা হয়। এশিয়ান ক্যাটারিং ফেডারেশন (এসিএফ) এর লর্ড কামালের আয়োজনে এবং বিবিসির জনপ্রিয় সংবাদ উপস্থাপক সামান্থা সিমন্ডসের উপস্থাপনায় এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়। এসিএফ আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে দেশজুড়ে সেরা বাংলাদশী ও এশীয় খাবারের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়।

১৭ জুলাই অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানের একটি প্রধান আকর্ষণ ছিল সেরা এশীয় ও প্রাচ্য শেফ পুরষ্কার নির্ধারণের জন্য প্রাণবন্ত লাইভ রান্নার অনুষ্ঠান। সেরা স্থানীয় খাবারের প্রতি সমর্থন প্রদর্শনের অংশ হিসেবে, যুক্তরাজ্যের শীর্ষ ১০০ এশীয় রেস্তোরাঁও স্বীকৃতি লাভ করে

এসিএফ চেয়ারম্যান ইয়াওয়ার খান বলেছেন, "এই পুরষ্কারগুলি তরুণ প্রতিভাদের এই খাতে আকৃষ্ট করতে সাহায্য করে, মালিকদের আরও উচ্চতর মান অর্জনে অনুপ্রাণিত করে এবং বিজয়ীদের ব্যবসায় ব্যাপক উৎসাহ প্রদান করে।

আরামিনতাজের নিয়মিত কাস্টোমার নর্দাম্পটন থেকে নির্বাচিত এমপি, মন্ত্রী, মেয়রসহ গন্যমান্য ব্যাক্তি।

উল্লেখ্য ,সেলিব্রেটি শেফ এহসানুল ইসলাম চৌধুরী শামীম এর বাড়ি সিলেট নগরীর শিবগঞ্জ সাদার পাড়ায়।

ছবি: জুবায়ের খান সেলিম

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে নিয়ে কটূক্তির প্রতিবাদে লন্ডন মহানগর বিএনপির সভা

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমান কে নিয়ে কটূক্তির ও বিরুদ্ধে ক্রমাগত ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যাচার এবং দেশবিরোধী উগ্রবাদী গোষ্ঠীর দ্বারা বাংলাদেশের জনগণের বহুল প্রত্যাশিত জাতীয় নির্বাচন বানচাল করতে পরিকল্পিতভাবে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটানো এবং রহস্যজনক কারণে সরকারের নির্লিপ্ততার প্রতিবাদে লন্ডন মহানগর বিএনপির উদোগে গতকাল ১৬ জুলাই বধুবার হোয়াইটচ্যাপেল রোডে লন্ডন মহানগর বিএনপির সাবেক সভাপতি ও যুক্তরাজ্য বিএনপির সহসভাপতি মোঃ তাজুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে. যুক্তরাজ্য বিএনপির সহ সভাপতি ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবেদ রাজা ও সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদ চৌধুরীর পরিচালনায় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন লন্ডন মহানগর বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহসভাপতি আ: কদ্দুস. সহসভাপতি আব্দুস সালাম আজাদ. সহসভাপতি কদর উদ্দিন. সহসভাপতি আব্দুর রব. সহসভাপতি তপু শেখ. সহ সাধারণ সম্পাদক তুহিন মোল্লা. কোষাধ্যক্ষ জিয়াউর রহমান. আইন বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার মোহাম্মদ শাহনেওয়াজ জুয়েল. স্বনির্ভর বিষয়ক সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন. ক্রীড়া সম্পাদক সৈয়দ আতাউর রহমান, বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক শামসুল ইসলাম. সাংস্কৃতিক সম্পাদক আশিক বকস. বিএনপি নেতা আমির হোসেন. শেরওয়ান আলী. তোতা মিয়া. আলী আহমদ লিটন মোড়ল. আল মামুন. হালিমুল ইসলাম হালিম. মোহাম্মদ মিনহাজুল আবেদীন রাজা. ইফতেখার হোসেন চৌধুরী সাকী. কবির আহমেদ সৈয়দ খবির. নিজাম উদ্দিন. রাজ ফরহাদ. ফজল আহমেদ. মোঃ গালিব আল শোয়ইব. শাহ মোহাম্মদ রুমন মিয়া. মোঃ কামরুল হাসান ভূঁইয়া. রিদওয়ান আহমেদ. আলম সেলিম. জাকির খান. আল আমিন. শাহেদ আহমেদ, নাসির উদ্দিন জুয়েল. জয় ইসলাম. ফজল আহমদ. আঃ মুহিত. প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, দীর্ঘ ১৭ বছরের ফ্যাসিস্ট ও স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে লাখো মানুষের ত্যাগ ও রক্তের বিনিময়ে যে ফ্যাসিবাদমুক্ত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা আজ আবারও হুমকির মুখে।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) দীর্ঘদিন ধরে জনগণের ভোটাধিকার ও গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠায় নিরলসভাবে সংগ্রাম করে এসেছে। এই পথচলায় হাজারো নেতাকর্মী জীবন দিয়েছেন, গুম ও মিথ্যা মামলার শিকার হয়েছেন। এমনকি দেশের একটি প্রধান রাজনৈতিক দলকে নিশ্চিহ্ন করার পরিকল্পনা যেমন নজিরবিহীন, তেমনি তা গভীর ষড়যন্ত্রের প্রমাণ বহন করে।

বক্তারা আরও বলেন এ সময়েই দেশি-বিদেশি অপশক্তির মদদপুষ্ট একটি কুচক্রী মহল বিভ্রান্তিকর তথ্য ও অপপ্রচার ছড়িয়ে বিএনপির গণভিত্তিকে দুর্বল করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। পুরান ঢাকার মিডফোর্ডের বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে অস্থিরতা তৈরি এবং জাতীয় নির্বাচন বিলম্বিত করার অপচেষ্টা, যা সিলেক্টিভ প্রতিবাদ হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। তারা বলেন আমাদের আন্দোলন এখন ও শেষ হয়নি যতদিন পর্যন্ত অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা না হবে ততদিন পর্যন্ত আমাদের সজাগ থাকতে হবে। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশনা অনুযায়ী দেশ ও জাতির জন্য কাজ করে যেতে হবে।

যুক্তরাজ্য যুবদলের আয়োজনে বিক্ষোভ সমাবেশ ও সদস্য ফরম বিতরণ

খালেদ মাসুদ রনিঃ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদল যুক্তরাজ্য শাখার উদ্যোগে বর্তমান সরকারের নির্লিপ্ততায় সারাদেশে আইন শৃঙ্খলা অবনতিতে বিক্ষোভ সমাবেশ ও জুলাই-আগস্ট গণ অভ্যুত্থানে শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় মোনাজাত এবং যুক্তরাজ্য যুবদলের জোনাল কমিটি গঠনের লক্ষ্যে সদস্য ফরম বিতরণ করা হয়েছে। ইস্ট লন্ডনের একটি হলে গত ১৪ জুলাই সোমবার বিকালে সভায় সভাপতিত্ব করেন যুক্তরাজ্য যুবদলের সভাপতি আফজাল হোসেন। সাধারণ সম্পাদক বাবর চৌধুরীর পরিচালনায় সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে রাখেন বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও যুক্তরাজ্য বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কয়সর এম আহমদ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ও বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য বিএনপির প্রধান উপদেষ্টা শাইস্থা চৌধুরী কুদ্দুস, সিনিয়র সহ-সভাপতি আবুল কালাম আজাদ, সহ সভাপতি মুজিবুর রহমান মুজিব,তাজুল ইসলাম, গোলাম রব্বানী সুহেল, যুক্তরাজ্য যুবদলের সাবেক সভাপতি নাছিম আহমদ চৌধুরী, রহিম উদ্দিন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দুল বাসিত বাদশা,সোয়ালিহীন করিম চৌধুরী,যুক্তরাজ্য বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক শহিদুল ইসলাম মামুন,যুগ্ম সম্পাদক ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, খসরুজ্জামান খসরু, মিসবাহুজ্জামান সুহেল, গুলজার খান, সুজাতুর রেজা চৌধুরী।

সভায় উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্য বিএনপি ও এর সকল অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মী এবং যুক্তরাজ্য যুবদলের সাবেক ও সকল জোনালের পাঁচ শতাধিক নেতাকর্মী। শেষে বিভিন্ন জোন কমিটি গঠনের লক্ষ্যে উপস্থিত নেতা-কর্মীদের মধ্যে ২ হাজারের অধিক সদস্য ফরম বিতরণ করা হয়।

সভায় উপস্থিত ছিলেন ও বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য যুবদলের সিনিয়র সহসভাপতি দেওয়ান আব্দুল বাসিত, সহ সভাপতি আকতার আহমদ শাহীন, সুরমান খান, জিতু মিয়া জায়গীরদার, ওয়াসিম উদ্দিন মানিক, শাহজাহান আলম, শানুর মিয়া, আব্দুল খয়ের, মিলাদ আহমদ, নাসিম আহমদ, কবির মিয়া, আমিরুল ইসলাম সামাদ, শামীম তালুকদার, জাকারিয়া আহমদ জাক্কু, সুলতান আহমদ ইমন, সাইফ উদ্দিন, মোঃ নুনু মিয়া, মাহমুদুর রহমান রিয়াদ, আবু তাহের, আব্দুল ওয়াহিদ আলমগীর, সুপান আহমদ,সহ সভাপতি (রিজিওনাল জোন-১) লোকমান হোসেন, সহ সভাপতি(রিজিওনাল জোন-২)রকিব আলী, সহ সভাপতি(রিজিওনাল জোন-৩) আনিছুর রহমান, সহ সভাপতি (রিজিওনাল জোন-৪) মুদাচ্ছির খান, সিনিয়র যুগ্ম সাধারন সম্পাদক সৈয়দ লায়েক মোস্তফা, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল হক চৌধুরী এমাদ, নুরুল আলী রিপন, সাহেদ আহমদ, সুহেদুল হাসান, ড.শেখ মনসুর রহমান, আব্দুল হামিদ খান সুমেদ, মোজাহিদ আলী সুমন, শাকিল আহমদ, রাশেদ আহমদ, জাহাঙ্গীর আলম জনি, মিয়া মোহাম্মদ জামিল, শেখ জাহাঙ্গীর আলম, মিলাদ হোসেন রুবেল, কাজী তাজ উদ্দিন আহমদ আকমল, রাহেল আহমদ, আব্দুল কাইয়ুম, এস এম আতিকুর রহমান, জাহেদ মানিক চৌধুরী, সহ সাধারণ সম্পাদক আতিক রহমান মিয়া, জামিল হোসেন খান, তারেক আল জুবায়ের, শাহীন মিয়া, আমিনুল ইসলাম, কাওছার আহমদ,এমরান আহমদ,সহ সাধারণ সম্পাদক (রিজিওনাল জোন-১) মিলাদ আহমদ, সহ সাধারণ সম্পাদক(রিজিওনাল জোন-২) গোলাম কিবরিয়া, সহ সাধারণ সম্পাদক (রিজিওনাল জোন-৩) মনির আহমদ, সহ সাধারণ সম্পাদক(রিজিওনাল জোন-৪) মোঃ হাবিব মুসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম মামুন, সাংগঠনিক সম্পাদক(রিজিওনাল জোন-১)হাসান আহমদ, সাংগঠনিক সম্পাদক(রিজিওনাল জোন-২) নিয়ামুল হক মেক্সিম, সাংগঠনিক সম্পাদক (রিজিওনাল জোন-৩) মোহাম্মদ শাহজাহান, সাংগঠনিক সম্পাদক (রিজিওনাল জোন-৪) সৈয়দ মামুন আহমদ, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক আলিফ মিয়া, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক(রিজিওনাল জোন-১) মোঃ শামসুল ইসলাম, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক (রিজিওনাল জোন-২) মোঃ মাছরুল হোসেন, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক(রিজিওনাল জোন-৩) নুরুল হক, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক (রিজিওনাল জোন-৪) আব্দুর রহমান বুলবুল, প্রচার সম্পাদক শিপন আহমদ, সহ প্রচার সম্পাদক জাকির হোসেন, দফতর সম্পাদক (যুগ্ম সম্পাদক পদ মর্যাদা) মোঃ মোশাররফ হোসেন, সহ দফতর সম্পাদক (সহ সাধারণ সম্পাদক পদমর্যাদা) দিলদার হোসেন সুমন, সহ সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক ওয়াহিদুর রহমান আকাশ, কোষাধ্যক্ষ বেলাল আহমদ, সহ কোষাধ্যক্ষ আজমির বক্স মজুমদার জনি, আইন বিষয়ক সম্পাদক(যুগ্ম সম্পাদক পদ মর্যাদা) ব্যারিস্টার ফয়সল আহমদ, সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ফখরুল ইসলাম, সহ সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মাহমুদুর রহমান, সমাজ কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক মিফতাহুর রহমান জাহান, সহ সমাজ কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল হাকিম জিলু, ক্রীড়া সম্পাদক সাইফুর রহমান, সহ ক্রীড়া সম্পাদক রবিন হাওলাদার, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক সম্পাদক আলী আহমদ, সহ ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক মোঃ নুরুল হক, তথ্য যোগাযোগ ও প্রযুক্তি বিজ্ঞান বিষয়ক সম্পাদক ইউসুফ আলী জাবেদ, সহ তথ্য যোগাযোগ ও প্রযুক্তি বিজ্ঞান বিষয়ক সম্পাদক আদনান চৌধুরী আহাদ, সদস্য কাজী মেরাজ, ইশতিয়াক আহমদ ও সাদেক আহমদ দীপক প্রমুখ।

অন্যান্যের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্য বিএনপি ও এর সকল অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মী এবং যুক্তরাজ্য যুবদলের সাবেক ও সকল জোনালের পাঁচ শতাধিক নেতাকর্মীবৃন্দ।

এবং অনুষ্ঠানের সর্ব শেষে বিভিন্ন জোন কমিটি গঠনের লক্ষ্যে উপস্থিত নেতা-কর্মীদের মধ্যে ২ হাজারের অধিক সদস্য ফরম বিতরণ করা হয়।

হোয়াইটচ্যাপেল মার্কেটের প্রবেশদ্বার সাজানোর জন্য নতুন ডিজাইন প্রতিযোগিতার আয়োজন

পূর্ব লন্ডনের বাঙালী অধ্যুষিত টাওয়ার হ্যামলেটস বারার প্রাণকেন্দ্র হোয়াইটচ্যাপেল মার্কেটটি সম্প্রতি বেস্ট লার্জ আউটডোর মার্কেট ক্যাটাগরিতে গ্রেট ব্রিটিশ মার্কেট এওয়ার্ড লাভ করেছে।

লন্ডনের অন্যতম ব্যস্ত ও এওয়ার্ড প্রাপ্ত মার্কেট এবং হোয়াইটচ্যাপেল রোড এলাকার খোলা জায়গাগুলোকে আরো আকর্ষনীয় করতে নতুন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

স্থানীয় কমিউনিটির বৈচিত্র্য তুলে ধরে হোয়াইটচ্যাপেল রোডের গেটে বা প্রবেশমুখে ওয়েলকাম বা স্বাগতম লিখে লন্ডনের অন্যতম ব্যস্ত এবং এওয়ার্ড প্রাপ্ত হোয়াইটচ্যাপেল মার্কেটে স্থানীয় বাসিন্দা এবং পর্যটকদের স্বাগত জানাতে ২০শে জুন থেকে একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল, এনএলএ এবং নাইনটি ফোর গ্রুপ। প্রতিযোগিতাটি স্থপতি, ল্যান্ডস্কেপ স্থপতি, ডিজাইনার এবং শিল্পীদের জন্য উন্মুক্ত।

টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র লুতফুর রহমান বলেছেন, "হোয়াইটচ্যাপেল রোড সবার জন্য সব সময়েই একটি আকর্ষণীয় গন্তব্য। অ্যাওয়ার্ড বিজয়ী মার্কেটটি সব আগন্তুকের কেন্দ্রবিন্দু। আমরা এই এলাকা, এই মার্কেট এবং আমাদের স্থানীয় কমিউনিটিকে নতুনভাবে সাজিয়ে কেনাকাটা, খাওয়া-দাওয়া এবং পরিদর্শনের জন্য আরো এবং আকর্ষনীয় এবং উৎসাহিত করতে চাই।"

মেয়র বলেন, "এটি সৃজনশীল পেশাদার ডিজাইনারদের জন্য একটি রোমাঞ্চকর প্রতিযোগিতা। তারা তাদের ডিজাইনের মাধ্যমে হোয়াইটচ্যাপেলের প্রকৃত রূপ তুলে ধরতে পারবেন, এবং আমি তা দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছি। এই প্রতিযোগিতায় আমি বিশেষভাবে স্থানীয় আর্কিটেক্ট এবং ডিজাইনারদের নকশা দেখতে চাই। এই সুযোগটি গ্রহণ করতে আমি তাদের আহ্বান জানাচ্ছি।"

বৈচিত্র, পরিচয় এবং জনজীবনের জন্য নকশাঃ

মার্কেটের পশ্চিম, পূর্ব, এবং স্টেশনের প্রবেশমুখে এমন একটি দৃষ্টিনন্দন চিত্র বা ভিজ্যুয়াল পয়েন্ট তৈরির জন্য প্রতিযোগীদের আহ্বান জানানো হয়েছে যা আগন্তুকদের ভিতরে শক্তিশালী একটি অনুভুতি এবং তাদের মধ্যে এই জায়গা সম্পর্কে একটা অহংকারবোধ তৈরী করতে সমর্থ হবে। নকশায় সংক্ষিপ্তভাবে এবং স্থায়ীরূপে হোয়াইটচ্যাপেলর সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহাসিক ঐতিহ্যকে অন্তর্ভুক্ত করার আহ্বান জানানো হয়েছে। ২০২৫ সালের জুলাইয়ে ছয়টি টিমকে নির্বাচন করা হবে এবং তাদের নকশাগুলি আরও উন্নয়নের লক্ষ্যে জন প্রতি ভিএটিসহ ২ হাজার পাউন্ড সম্মাননা প্রদান করা হবে। নির্বাচিত প্রস্তাবিত নকশা গুলো ২০২৫ সালের শীতকালে জনসম্মুখে প্রদর্শন করে জনমত গ্রহণ করা হবে। আর সেপ্টেম্বর মাসে ঘোষণা করা হবে বিজয়ী টিমের নাম। লন্ডন আর্কিটেকচার ফেস্টিভালের সাথে মিলিয়ে ২০২৬ সালের গ্রীষ্মে চূড়ান্ত নকশাটি স্থাপনের জন্য উন্মুক্ত করা হবে।

স্থানীয় পরিচয় এবং অ্যাকসেলেন্ট ডিজাইন উদযাপনঃ

হোয়াইটচ্যাপেল রোডের উন্নয়ন প্রকল্পের অংশ হিসেবে হোয়াইটচ্যাপেল মার্কেটে ব্যাপক পরিবর্তন মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এর ফলে এই এলাকার নতুন অবকাঠামো গঠনের জন্য এই প্রতিযোগিতাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সময়োপযোগী সুযোগ এনে দিয়েছে। নতুন প্রস্তাবিত নকশার মধ্যে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের উন্নতির আশা, পথ নির্দেশনা এবং জনসাধারণের আকাঙ্খা এবং তৃণমূল কমিউনিটির সাথে সৃজনশীল অভিব্যক্তি প্রকাশের একটা সুযোগ তৈরি হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এনএলএ'র প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, জনগণের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করে দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীল পরিবেশ রেখে উচ্চমান সম্পন্ন একটি নকশা প্রণয়নের এই কমিশন গঠন করা হয়েছে।

এনএলএ-এর হেড অব কোলাবরেটর রোজা রেজিনা বলেছেন, "হোয়াইটচ্যাপেল লন্ডনের সবচেয়ে বেশি বৈচিত্রে ভরা গতিশীল এলাকার অন্যতম একটি স্থান। যেখানে ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের চিন্তাভাবনা বেশ বিস্তৃত। এ কারণে নকশা প্রণয়ন কারীর কাছে আমরা এই এলাকার বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিস্তৃতভাবে চিন্তাভাবনা করার আহ্বান জানাচ্ছি। এর মাধ্যমে আমরা শক্তিশালী এবং দৃষ্টিনন্দন একটি চিত্র আকঁতে পারি যেখানে শুধুমাত্র হোয়াইটচ্যাপেলে আসার অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরবে না, বরং এর মধ্যে স্থানীয় মানুষের গল্প এবং ভবিষ্যতের নিদর্শন থাকবে।"

বাসার জাগা বিক্রি

সিলেট সিটি কর্পোরেশন আম্বর খানা মৌজার জালালাবাদ আবাসিক এলাকায় বাউন্ডারী দেয়াল করা টিনশেড ঘর সহ ৭.৫০ (সাড়ে সাত) শতক জমি বিক্রি হবে।

- প্লটের দুই দিকে পৃথক দুটি রাস্তা আছে।
- দুই প্লট করে পৃথক দুটি বাড়ি নির্মাণ করা যাবে।
- আপটুডেট রেকর্ড ও হালনাগাদ খাজনা আদায় করা
- নির্ভেজাল মনোরম পরিবেশ

এখনই ঘর নির্মাণে আগ্রহী হলে যোগাযোগ করতে পারেন
মৌলানা এম আবদুল মালিক চৌধুরী,
07904278050

যেভাবে চাইবেন, সেভাবেই কাউন্সিলের সেবা গ্রহণ করুন

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের বাউন্ডারি এস্টেটের কালভার্ট এভিনিউতে একটি নতুন রেসিডেন্ট হ্যাব চালু হয়েছে। এই হ্যাবে স্থানীয় বাসিন্দারা হাউজিং বেনিফিট, কাউন্সিল ট্যাক্স পরিশোধ, ব্লু ব্যাজ ফর্ম পূরণসহ কাউন্সিলের সকল ধরনের সেবা সম্পর্কে সরাসরি পরামর্শ ও সহায়তা পাবেন। বারায় এ পর্যন্ত স্থাপিত ৫টি রেসিডেন্ট হাব থেকে ৬৫ হাজার মানুষ সেবা গ্রহণ করেছেন।

গত ৯ জুলাই, বুধবার দুপুরে আনুষ্ঠানিকভাবে এই হাব উদ্বোধন করেন কাউন্সিলের ইকুয়ালিটি অ্যান্ড সোশ্যাল ইনক্লুশন এন্ড কাস্টমার সার্ভিস বিষয়ক লিড মেম্বার কাউন্সিলর বদরুল চৌধুরী। এ সময় স্থানীয় কাউন্সিলর এবং হাউজবিল্ডিং বিষয়ক কেবিনেট মেম্বার কবির আহমদ সহ কাউন্সিল কর্মকর্তাবৃন্দ ও সেবাগ্রহীতারা উপস্থিত ছিলেন।

বারার বিভিন্ন জায়গায় বর্তমানে মোট ৫টি রেসিডেন্ট হাব রয়েছে, যেখানে বাসিন্দারা সহজেই আবাসন, চাকরি ও অন্যান্য সুবিধা সংক্রান্ত পরামর্শ নিতে পারেন।

২০২৩ সালে প্রথম রেসিডেন্ট হাব চালুর পর থেকে এ পর্যন্ত সেবা গ্রহণকারী ৬৫ হাজার বাসিন্দার প্রায় ১.৬ মিলিয়ন পাউন্ডের আর্থিক সুবিধা নিশ্চিত হয়েছে। বারার বাসিন্দারা যে কোন উপায়ে বা মাধ্যমে কাউন্সিলের সাথে যোগাযোগ করুন না কেন, তাদের সঠিক ও উপযুক্ত সেবা নিশ্চিত করতে কাউন্সিল ২০২৩ সালে প্রথমবারের মতো কাস্টমার এক্সপেরিয়েন্স স্ট্র্যাটেজি গ্রহণ করে।

কালভার্ট স্ট্রিটের হাব উদ্বোধনকালে অনুষ্ঠানে মেবল নামের স্থানীয় একজন বাসিন্দা উপস্থিত ছিলেন। যিনি গত ৩৫ বছর ধরে বেথনাল গ্রিনে বসবাস করছেন। তিনি বলেন, "আমি খুব খুশি যে, আমাদের এখানে একটি রেসিডেন্ট হাব খোলা হয়েছে। আমি যে কোন প্রয়োজনে এডভাইজারদের সাথে সরাসরি সাক্ষাৎ করে কথা বলতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি। ইতিমধ্যেই একজন এডভাইজারের সাথে কথা বলেছি। যিনি আমাকে আন্তরিকভাবে সাহায্য করেছেন।"

নাজনীন নামের একজন বাসিন্দা আবাসন সমস্যা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে সমস্যায় ছিলেন। গত বছর একটি রেসিডেন্ট হাবে গিয়ে এডভাইজার এর সাথে সরাসরি দেখা করে এর সমাধান পেয়েছেন। নাজনীন বলেন, "এডভাইজার হোমায়রার কাছে আমরা সত্যিই কৃতজ্ঞ। গত বছর আমরা হাউজিং নিয়ে অনেক সমস্যায় ছিলাম। তিনি সার্বক্ষণিক আমাদের সাহায্য করার চেষ্টা করেছেন।"

নাজনীন আরও বলেন, 'হাব এর ম্যানেজার রাহমা দারুন এক মিষ্টি মেয়ে, আমাদের প্রয়োজনীয় সবকিছু ঠিকঠাক করে দেওয়ার জন্য তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।"

কমিউনিটি হাব প্রসঙ্গে টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন, "আমাদের লক্ষ্য হলো এমন একটি কাউন্সিল গড়া, যেটা সবার কথা শোনে। অনেকেই এখন অনলাইনে সেবা নিলেও, পূর্ব লন্ডনের বহু বাসিন্দা - বিশেষ করে প্রবীণ বা ডিজিটাল সেবায় অভ্যস্ত নন- এমন বাসিন্দাদের জন্য ফেস-টু-ফেস সেবা নিশ্চিত করাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। টাউন হলে চালু করা রেসিডেন্টস হাবের চাহিদা দেখেই আমরা বাউন্ডারি এস্টেটে আরেকটি হাব খুলেছি।"

কাউন্সিল সার্ভিসে সকলের সেবা নিশ্চিত করতে, কানে শোনেন না এমন মানুষদের জন্য প্রত্যেক রেসিডেন্ট হাবে সাইন লাইভ সার্ভিস চালু করা হয়েছে।

সাইন লাইভ হচ্ছে, ভিডিও ইন্টারপ্রেটার সার্ভিস। দক্ষ বৃটিশ সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্টারপ্রেটার দ্বারা এই রিমোট সেবা প্রদান করা হয়।

কানে শুনেননা এমন সেবা গ্রহিতাদের ভিডিও কলে বিএসএল ইন্টারপ্রেটারদের যুক্ত করে তাদের পরামর্শ এবং সেবা প্রদান করা হয়।

অন্য এক বাসিন্দা মিসেস কিয়ার্ন হাউজিং বেনিফিটের আবেদন প্রক্রিয়ায় সাহায্য পেয়ে কাস্টমার সার্ভিস টিমকে ৫ স্টার রেটিং দিয়েছেন। এমনকি, তিনি কৃতজ্ঞতা জানাতে স্টাফদের জন্য এক ব্যাগ আমও নিয়ে এসেছিলেন!

ইকুয়ালিটি অ্যান্ড সোশ্যাল ইনক্লুশন এন্ড কাস্টমার সার্ভিস বিষয়ক লিড মেম্বার কাউন্সিলর বদরুল চৌধুরী বলেন, "টাওয়ার হ্যামলেটসে ৩ লাখেরও বেশি বাসিন্দা বসবাস করেন, যারা ১০০টিরও বেশি ভাষায় কথা বলেন। বাসিন্দাদের চাহিদা পূরণে আমরা সহজ ও কার্যকরী সেবা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। শুধুমাত্র অনলাইন সেবার উপর নির্ভর না করে সরাসরি ও টেলিফোনের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান আমাদের অগ্রাধিকার।"

নতুন এই হ্যাব চালু হওয়ায় বেথনাল গ্রিন রোডের প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট সেন্টারটি বন্ধ করে দেবে কাউন্সিল।

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM

MADRASHA &ORPHANAGE

UK Charity No. 1126168

NGO Affairs Bureau Bangladesh Registration No- 3052

UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

Please Help supporting the poor & needy with your:

Lillah Sadaqah Zakat Fitra
Fidya Kaffara Qurbani

CAN DONATE VIA :
Paypal: shahbagjamia@yahoo.com
Online: www.shahbagjamia.com
Telephone: 0798 335 7324
UK Bank Details:
Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608

PROJECTS
Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750 .00
Shops (permanent income for Orphanage) Per Shop £2500.00
Class/Living Room for Orphanage Per Room £3000.00
Support Needed FISHERY Project to Generate Permanent Income for Madrasha & Orphanage
33 Decimal Land £1000, One Cow £400 Minnow (Fishery), Tree plant £100
Ashab-e-Badr Fund one off payment £700.00 x 313 Donor

For further information please contact:
Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com

লন্ডনে অনুষ্ঠিত খতমে নবুওত সম্মেলনে নেতৃবৃন্দের বক্তব্য

মিথ্যা নবুওতের দাবিদার ভন্ডদের ঈমান বিধ্বংসী ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা উম্মাহর সম্মিলিত দায়িত্ব

গত ১৩ জুলাই রবিবার লন্ডনের সর্বদলীয় সংগঠন মজলিসে তাহাফফুজে খতমে নবুওত এর উদ্যোগে বিরাট খতমে নবুওত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব লন্ডনের ফোর্ড স্কয়ার মসজিদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এ মহান সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন ভারত থেকে আগত মেহমান, হযরত হুসাইন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দৌহিত্র, আওলাদে রাসূল আল্লামা সৈয়দ আশহাদ রশিদী। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন মজলিসে তাহাফফুজে খতমে নবুওত লন্ডন এর সভাপতি মাওলানা গোলাম কিবরিয়া। সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করেন সংগঠনের জেনারেল সেক্রেটারি মাওলানা মুফতি আবদুল মুনতাকিম। সভায় লন্ডনের সর্বদলীয় উলামায়ে কেরাম ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ গুরুত্ব সহকারে উপস্থিত হন এবং মজলিসে তাহাফফুজে খতমে নবুওতের ইতিবাচক কার্যক্রম ও মিথ্যা নবুওতের দাবিদার ভন্ডদের ঈমান বিধ্বংসী ষড়যন্ত্রের মোকাবেলায় বিভিন্ন প্রতিবাদ- আন্দোলন কর্মসূচি আরো গতিশীল করার জন্য তাওহিদী জনতার প্রতি জোর আহ্বান জানান। সভায় খতমে নবুওত এর সর্ববাদী সম্মত আকিদা বিশ্বাসের অপরিসীম গুরুত্ব ও কাদিয়ানীদের ঈমান বিধ্বংসী ষড়যন্ত্রের মুখোশ উন্মোচন করে সারগর্ভ আলোচনা পেশ করেন কাউন্সিল অফ মস্ক টাওয়ার হামল্যাটস এর চেয়ারম্যান মাওলানা হাফিজ শামছুল হক, হেফাজতে ইসলাম ইউকের সভাপতি শায়খুল হাদীস মুফতি আবদুর রহমান মনোহরপূরী, খতমে নবুওত লন্ডন এর সহ-সভাপতি মাওলানা ডক্টর শুয়াইব আহমদ, সহ সভাপতি শায়খ মাওলানা ইমদাদুর রাহমান আলমাদানী, বিশিষ্ট আলেম মাওলানা ফয়েজ আহমদ প্রমুখ। সভায় কমিউনিটি নেতা, জনাব কে এম আবু তাহের চৌধুরী, মাওলানা সৈয়দ আশরাফ আলী, মাওলানা শাহনূর মিয়া, আলহাজ্ব মাওলানা আতাউর রহমান, মাওলানা সৈয়দ তামীম আহমদ, টিভি ব্যক্তিত্ব মুফতি সালেহ আহমদ, হাফিজ হুসাইন আহমদ বিশ্বনাথীও মাওলানা সৈয়দ নাঈম আহমদ সহ প্রচুর সংখ্যক নেতৃস্থানীয় উলামায়ে কেরাম ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভায় বক্তারা বলেন, কাদিয়ানী সম্প্রদায় খতমে নবুওতের অকাট্য ও সুস্পষ্ট আকীদাকে শুধু অস্বীকারই করে না, গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে 'নবী' বলেও বিশ্বাস করে। (নাউযুবিল্লাহ) একারণে তারা নিজেদের পরিচয়ও দেয় 'আহমদিয়া' বলে। বলাবাহুল্য, এই এক কুফরই এদের কাফির হওয়ার জন্য যথেষ্ট। এছাড়াও অন্যান্য কুফরীর কথা ও তাদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। একারণে মুসলিম উম্মাহর সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, কাদিয়ানী মতবাদ সম্পূর্ণ কুফরী মতবাদ এবং এই মতবাদে বিশ্বাসীরা নিঃসন্দেহে অমুসলিম, কাফির।

বক্তাগন আরো বলেন, খতমে নবুওতের মতো অকাট্য আকীদা অস্বীকার করার পর, নবুওতে মুহাম্মাদীর সমান্তরালে নতুন 'নবুওতে' বিশ্বাসের পরও যারা এদের অমুসলিম পরিচয়ে সংশয় পোষণ করেন তারা হয় যিন্দীক-বেদীন কিংবা জাহিল-মূর্খ। এদেরও কর্তব্য নতুন করে আল্লাহর শেষ রাসূলের উপর ঈমানকে নবায়ন করা। বক্তাগন বিশ্ব মুসলিমের মৌলিক মানবাধিকার ও ঈমানী সার্বভৌমত্ব রক্ষার অপরিহার্য দাবি উত্থাপন করে তাঁদের সুচিন্তিত আলোচনায় উদাহরণ দিয়ে বলেন যদি কোনো বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী বাংলাদেশের অখন্ডতাকে অস্বীকার করে এবং বাংলাদেশের সীমানার ভিতরে আরেক 'বাংলাদেশে'র গোড়াপত্তন করে আর ঐ কল্পিত রাষ্ট্রের জন্য বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা ব্যবহার করে, আলাদা নির্বাহী, প্রশাসন ও বিচারবিভাগ ঘোষণা করে তাহলে এই বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিষয়ে দেশপ্রেমিক জনগণ, সেনাবাহিনী ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অবস্থান কী হবে বা হওয়া উচিৎ? এরপর যদি ঐ বিদ্রোহী গোষ্ঠীর উপর এদেশের কোনো জাতীয় দৈনিকে ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হয় এবং তাদের 'সংস্কৃতি' ও 'রাজনৈতিক পরিচিতি' রক্ষার আবদার জানিয়ে মায়াকান্না করা হয় তাহলে এদের সম্পর্কে দেশপ্রেমিক জনগণের প্রতিক্রিয়া কী হবে? এরা কি চিরদিনের জন্য গাদ্দার ও মুনাফিক বলে চিহ্নিত হবে না?

একই কথা কাদিয়ানী সম্প্রদায় এবং তাদের পৃষ্ঠপোষকদের সম্পর্কেও প্রযোজ্য। এ সম্প্রদায় শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওতের সমান্তরালে আলাদা নবুওতের মিথ্যা দাবি করেও এবং সে দাবির সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেও নিজেদেরকে মুসলিম উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত বলে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। সম্পূর্ণ আলাদা ও বিচ্ছিন্ন ধর্মমতে বিশ্বাসী হয়েও ইসলামের পরিচয় ও পরিভাষা ব্যবহার করে চলেছে। আর মুসলিমসমাজে ঘাপটি মেরে থাকা মুনাফিক শ্রেণী বিভিন্ন ভাবে এদেরকে প্রচারের আলোয় নিয়ে আসছে এবং এদের পক্ষে জনমত সৃষ্টির অপতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। ইসলামের সর্বজনীনতা ও সর্বকালীনতাকে অস্বীকারকারী এই বিচ্ছিন্নতাবাদী সম্প্রদায় সম্পর্কে এরপরও কি কোনো মুসলিম দ্বিধাগ্রস্ত থাকতে পারে? আর যেসব মুলহিদ-মুনাফিক এই বিচ্ছিন্নতাবাদের সাথে সংহতি প্রকাশ করে থাকে, তাদের গোত্র-পরিচয় সম্পর্কেও কি কোনো মুমিনের সংশয় থাকতে পারে? বক্তাগন দায়িত্বশীল সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন

এখন সময়ের দাবি, মসজিদে মসজিদে কাদিয়ানী মতবাদের উপর ব্যাপক আলোচনা শুরু হওয়া। কুরআন-সুন্নাহর আলোকে খতমে নবুওতের অকাট্য আকীদা এবং নবী-যুগ থেকে এ পর্যন্ত নবুওতের মিথ্যা দাবিদারদের ইতিহাস ও পরিণাম সম্পর্কে প্রমাণিক আলোচনা আরম্ভ করা। আমাদের মাসিক ও পাক্ষিক সাময়িকীগুলোতে এবং দৈনিক পত্রিকাগুলোর ইসলামী পাতাগুলোতেও এ বিষয়ে নিয়মিত আয়োজন থাকা উচিত। মনে রাখতে হবে, মিথ্যাচারের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে জঘন্যতম কাদিয়ানী ফেতনার অপতৎপরতা যে চলতে থাকবে তা বলাই বাহুল্য। গোটা দেশের আলিম-উলামা, ইমাম-খতীব এবং ইসলাম প্রিয় লেখক-সাংবাদিকের এ বিষয়ে একযোগে আলোচনা ও প্রতিরোধ শুরু করা এখন সময়ের দাবি।

সভায় সভাপতির বক্তব্যে মাওলানা গোলাম কিবরিয়া উপস্থিত সকলের প্রতি শুকরিয়া আদায় করেন এবং আগামী কর্মসূচি গুলোতে সকলের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি কামনা করেন। সভা শেষে মুসলিম উম্মাহর শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করেন প্রধান অতিথি হযরত মাওলানা সৈয়দ আশহাদ রশিদী।

লিভারপুল স্ট্রিটে প্রস্তাবিত ১৯ তলা ভবন নিয়ে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের উদ্বেগ

আব্দুল হান্নানঃ লিভারপুল স্ট্রিটে প্রস্তাবিত ১৯ তলা ভবন নির্মাণ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল। সুউচ্চ ভবনটি নির্মিত হলে অত্র এলাকাকে বিভিন্নভাবে হুমকির মুখে ফেলবে মনে করছে কাউন্সিল কর্তৃপক্ষ।

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল সম্প্রতি জানিয়েছে যে, লিভারপুল স্ট্রিট স্টেশনের উপরে প্রস্তাবিত একটি ১৯ তলা অফিস ভবন আমাদের এলাকার ঐতিহাসিক পরিবেশের জন্য বড় হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে। কাউন্সিলের মতে, এই ভবনটি নির্মিত হলে এলাকার ঐতিহ্যিক হেরিটেজ সমৃদ্ধ স্পিটালফিল্ডস এলাকার ঐতিহাসিক ক্রাইস্ট চার্চ, ব্রিক লেন, ফোর্নিয়ার স্ট্রিট এবং আর্টিলারি প্যাসেজ-এর পরিবেশ ও সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়ে যাবে।এছাড়া পরিকল্পনা কর্মকর্তারা বলেছেন, ভবনটির আধুনিক কাঁচের নকশা পুরনো ইট-পাথরের স্থাপনার সঙ্গে মানানসই নয়। এটি আশপাশের ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিক এবং এলাকার ঐতিহাসিক চরিত্রকে দুর্বল করবে।

আরও উদ্বেগের বিষয় হলো-ভবনটি কতটা বড় এবং চোখে পড়ার মতো হবে, তা ঠিকমতো ছবিতে বোঝানো হয়নি। আবেদনে শুধুমাত্র ডটেড লাইন দিয়ে ভবনের রূপরেখা দেখানো হয়েছে, যেটি প্রকৃত চিত্র ফুটিয়ে তোলে না।

প্রথমে এই ভবনের উচ্চতা ছিল ২১ তলা, যার বিরুদ্ধে ২ সহস্রাধিক মানুষ অভিযোগ জানিয়েছিলেন। এরপর নেটওয়ার্ক রেল এপ্রিল মাসে নকশা পরিবর্তন করে ১৯ তলায় নামিয়ে আনে। তবে নতুন নকশা অনুযায়ীও ভবনটি ব্রিক লেন থেকে ফ্যাশন স্ট্রিটসহ ছয়টি জায়গা থেকে দেখা যাবে। এই উন্নয়ন প্রকল্প শুধু একটি ভবন নয়-এটি আমাদের এলাকার ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং পরিবেশের উপর স্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করছেন, কাউন্সিল কতৃপক্ষ।

৩০ জুলাই বুধবার কে এম আবুতাহের চৌধুরী লিখিত 'রঙের দুনিয়া ' কাব্য গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসব

আগামী ৩০ জুলাই বুধবার বিকাল ৬ টায় বিশিষ্ট সাংবাদিক, কবি ও কমিউনিটি নেতা কে এম আবুতাহের চৌধুরী লিখিত ' রঙের দুনিয়া ' কাব্য গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসব পূর্ব লণ্ডনের কমার্শিয়াল রোডস্থ লণ্ডন এন্টার প্রাইজ একাডেমীতে অনুষ্ঠিত হবে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন টাওয়ার হ্যামলেটল কাউন্সিলের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসাবে বিভিন্ন কাউন্সিলার, সাংবাদিক ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ উপস্থিত থাকবেন। বইয়ের উপর আলোচনা পেশ করবেন কবি ও সাংবাদিক আবু সুফিয়ান চৌধুরী। উক্ত প্রকাশনা অনুষ্ঠানে সবাইকে উপস্থিত থাকার জন্য প্রকাশনা উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা এম এ মান্নান, সদস্য সচিব সলিসিটর মোহাম্মদ ইয়াওর উদ্দিন ও অর্থ সচিব বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ মোস্তফা অনুরোধ জানিয়েছেন। সংবাদ পরিবেশক মোহাম্মদ ইয়াওর উদ্দিন সদস্য সচিব প্রকাশনা উদযাপন কমিটি।

স্কুল ইউনিফর্ম এর জন্য আবেদন করতে টাওয়ার হ্যামলেটসের বাসিন্দাদের প্রতি আহবান

টাওয়ার হ্যামলেটসে আগামী সেপ্টেম্বর থেকে যেসব শিশু-কিশোর প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি স্কুল শুরু করবে, তাদের স্কুল ইউনিফর্ম কেনার জন্যে আর্থিক অনুদানের আবেদন গ্রহণ করছে কাউন্সিল। স্কুলের ইউনিফর্ম ক্রয় বাবদ প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য ৫০ পাউন্ড এবং সেকেন্ডারী স্কুলের শিক্ষার্থীর জন্য ১৫০ পাউন্ড অনুদান প্রদান করবে কাউন্সিল। এই প্রকল্পের অধীনে বারার অন্তত ৭ হাজার পরিবার প্রতি বছর আর্থিকভাবে উপকৃত হন।

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের বাসিন্দা এবং যেসব পরিবারের সর্বোচ্চ ৫০ হাজার ৩শ ৫০ পাউন্ড আয় রয়েছে তারা তাদের সন্তানদের জন্য স্কুল ইউনিফর্ম গ্রান্টের আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের শেষ তারিখ ৩০ শে সেপ্টেম্বর ২০২৫। আবেদনের সময় প্রম্নফ অব ইনকাম বা আয়ের উৎস বা প্রমাণ দাখিল করতে হবে। কারা আবেদন করতে পারবেন, আবেদনপত্র, আবেদনের পুরো প্রক্রিয়া ও বিস্তারিত তথ্য কাউন্সিলের ওয়েবসাইট থেকে (www.towerhamlets.gov.uk/lgnl/advice_and_benefits/benefits/School-clothing-grants.aspx) খুব সহজেই জেনে নিতে পারবেন।

টাওয়ার হ্যামলেটসে চালু হলো স্বাস্থ্য পরীক্ষার নতুন কিয়স্ক

টাওয়ার হ্যামলেটসের চারটি স্থানে নতুন স্বাস্থ্য কিয়স্ক নেটওয়ার্ক চালু করা হয়েছে, যা বাসিন্দাদের বিনামূল্যে স্ব-পরিচালিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং স্বাস্থ্য পর্য্যবেক্ষণের সুবিধা দেবে।

এসআইএসইউ (ঝরঝট) হেলথকে এই স্বাস্থ্য কিয়স্ক সরবরাহের দায়িত্ব দিয়েছে টাওয়ার হ্যামলেটস পাবলিক হেলথ টিম। চলতি সপ্তাহে কিয়স্ক গুলো স্থাপন করা হয়েছে বো, ক্রিস্প স্ট্রিট, ওয়াটনি মার্কেট এলাকায় অবস্থিত আইডিয়া স্টোর এবং মাইল এন্ড লেজার সেন্টারে।

হেলথ, ওয়েলবিং ও সোশ্যাল কেয়ার বিষয়ক কেবিনেট মেম্বার, কাউন্সিলর সাবিনা আখতার এবং কালচার ও রিক্রিয়েশন বিষয়ক কেবিনেট মেম্বার কাউন্সিলর কামরুল হোসেন পপলারের আইডিয়া স্টোর ক্রিস্প স্ট্রিটে গিয়ে এই উদ্যোগের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ইকুয়ালিটি অ্যান্ড সোশ্যাল ইনক্লুশন এন্ড কাস্টমার সার্ভিস বিষয়ক লিড মেম্বার কাউন্সিলর বদরুল চৌধুরী, কাউন্সিলর কিবরিয়া চৌধুরী, কাউন্সিলর ইকবাল হোসেন সহ কাউন্সিলের উর্ধতন কর্মকর্তা ও কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

এই কিয়স্কগুলো কমিউনিটি এলাকায় স্থাপন করা হয়েছে, যাতে বাসিন্দারা সহজেই তাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য পেতে পারেন এবং জীবনযাত্রার পরামর্শ নিয়ে দীর্ঘমেয়াদি রোগের ঝুঁকি কমাতে পারেন।

মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে এই কিয়স্ক গুলো নিম্নলিখিত পরিমাপ করতে পারেঃ

- রক্তচাপ
- বিএমআই (ওজন ও উচ্চতা)
- ধূমপানের অবস্থা
- অ্যালকোহল ডিপেন্ডেন্স স্কোর (AUDIT)
- স্ট্রেস লেভেল
- হৃদস্পন্দন
- শরীরের চর্বির শতাংশ

টাওয়ার হ্যামলেটসের ডেপুটি মেয়র কাউন্সিলর মাইয়ুম তালুকদার বলেন, “আমরা এই সহজ কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগটি চালু করতে পেরে আনন্দিত, যা বাসিন্দাদের কর্মস্থল ও বসবাসের স্থানেই ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরীক্ষার সুবিধা দেবে। স্বাস্থ্য পরীক্ষাকে সহজ ও সুবিধাজনক করে তোলা আরও গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যার ঝুঁকি কমাতে একটি সক্রিয় পদক্ষেপ, যাতে আমাদের কমিউনিটি দীর্ঘ ও সুস্থ জীবনযাপন করতে পারে।”

স্বাস্থ্য, সুস্থতা ও সোশ্যাল কেয়ার বিষয়ক কেবিনেট মেম্বার কাউন্সিলর সাবিনা আখতার বলেন, “নিয়মিত এই কিয়স্ক ব্যবহার করে বাসিন্দারা তাদের সুস্থতা সম্পর্কে জানতে পারবেন, কোনো পরিবর্তন ট্র্যাক করতে পারবেন, ব্যক্তিগত জীবনযাত্রার পরামর্শ পাবেন এবং টাওয়ার হ্যামলেটসে স্থানীয় সহায়তা কোথায় পাওয়া যাবে তা জানতে পারবেন। এই পদক্ষেপগুলো কার্ডিওভাসকুলার রোগ ও

ডায়াবেটিসের মতো দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্য সমস্যার ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করবে।”

কিয়স্কগুলো স্বাস্থ্য পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে স্বাস্থ্য উন্নতির টিপস দেবে, যেমন ডায়েটারি পরামর্শ, ব্যায়ামের টিপস এবং স্থানীয় স্বাস্থ্যসেবা ও সুস্থ জীবনযাপনের সেবার তথ্য। এছাড়াও, ব্যবহারকারীরা তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ফলাফল ইমেইলের

মাধ্যমে পেতে পারবেন, যা জিপি বা অন্য স্বাস্থ্য পেশাদারদের সাথে শেয়ার করা যাবে। ডেটা প্রোটেকশনের কারণে কাগজে কপি দেওয়া হবে না।

এই স্ব-পরিচালিত কিয়স্কগুলো ২০২৬ সালের মে মাস পর্যন্ত নিচের স্থানগুলোতে পাওয়া যাবেঃ

আইডিয়া স্টোর বো - ১ গ্ল্যাডস্টোন প্লেস, রোমান রোড, E3 5ES

আইডিয়া স্টোর ক্রিস্প স্ট্রিট - ১ ভেসে পাথ, ইস্ট ইন্ডিয়া ডক রোড, E14 6BT

আইডিয়া স্টোর ওয়াটনি মার্কেট - ২৬০ কমার্শিয়াল রোড, E1 2FB

মাইল এন্ড লেজার সেন্টার - ১৯০ বুরডেট রোড, E3 4HL

বুকিংয়ের প্রয়োজন নেই - বাসিন্দারা বিনামূল্যে কিয়স্ক ব্যবহার করতে পারবেন। কাউন্সিলের ওয়েবসাইটে লাইব্রেরি ও লেজার সেন্টারের খোলার সময় দেখে নিন।

উল্লেখ্য, এই চারটি কিয়স্ক চালুর আগে আইডিয়া স্টোর হোয়াইটচ্যাপেলে তিন মাসের একটি পাইলট প্রকল্প চালানো হয়েছিল, যেখানে ৫১১টি স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। এর মধ্যে ১১.১% অংশগ্রহণকারীর উচ্চ রক্তচাপ রেকর্ড করা হয়, ৬২.৭% অংশগ্রহণকারী অতিরিক্ত ওজন বা স্থূলতায় ভুগছিলেন, ১৩.৯% অংশগ্রহণকারী ধূমপায়ী ছিলেন। ৯৯টি স্বাস্থ্য পরীক্ষায় উচ্চ রক্তচাপের জন্য জিপির পরামর্শ চাওয়া হয়েছিল এবং ১১৬ জন অংশগ্রহণকারী গত ১২ মাসে কোনো রক্তচাপ পরীক্ষা করাননি।

ডাবল এবং সিংগেল রুম ভাড়া দেওয়া হবে

ভেলেন্স রোডস্থ এলাকায় কাপল এবং সিঙ্গেল রুম ভাড়া দেওয়া হবে। চাইলে দুই জন ভাই অথবা দুই বোন ডাবল রুম ভাড়া নিতে পারবেন (দ্বিতীয় তলায়)। সিঙ্গেল রুম যেকোন একজন ভাই অথবা বোন নিতে পারবেন।

- সব ধরনের আসবাবপত্রসহ বড় রুম, উন্নত কিচেন আধুনিক ডিজাইন
- হোয়াইট চ্যাপেল স্টেশনের থেকে ৫ মিনিট হাটার দুরত্ব
- বিদেশী ছাত্র ছাত্রী কিংবা স্বামী–স্ত্রীদের জন্য অগ্রাধিকর
- সব ধরনের বিল ভাড়া সাথে ইনক্লোডেড

● One double & Single Rooms to be let in Vallance Road near Whitechapel station ● Fully furnished, all bills are included ● Only interested person to contact ● Rent negotiable

Contact : Mr Rahman - 07436 796 415

বাংলা পোস্ট

Bangla Post
Unit - S7, The Whitechapel Centre
85 Myrdle Street, London E1 1HL
Tel: News - 0203 674 7112
Sales - 0203 633 2545
Email: info@banglapost.co.uk
Web: www.banglapost.co.uk

Honorary Chairman
Sheikh Md. Mofizur Rahman
Founder & Managing Director
Taz Choudhury
Marketing Director
Sayantan Das Adhikari

Board of Director
Kamruz Zaman Shuheb

Advisers
Mahee Ferdhaus Jalil
Tafazzal Hussain Chowdhury
Shofi Ahmed
Abdul Jalil

Editor in Chief
Taz Choudhury
Editor
Barrister Tareq Chowdhury
News Editor
Hasan Muhammad Mahadi
Head of Production
Shaleh Ahmed
Sub Editor
Md Joynal Abedin
Marketing Manager
Mahfuzur Choudhury

Sylhet Bureau Chief
Hasanul Hoque Uzzal
Birmingham Correspondent
Atikur Rahman

Sylhet Office
Abdul Aziz Zafran
Dhaka Office
Md Zakir Hossen

মাইলস্টোন স্কুল ট্র্যাজেডি : সরকারের ব্যর্থতা

মাইলস্টোন স্কুল ট্র্যাজেডিতে একটা ব্যাপক বিশৃঙ্খলা দেখা যায় । নেতৃত্ব দিয়ে এই ট্রাজেডি থেকে উত্তরণের তেমন একটা ব্যবস্থা করতে পারে নাই। মনে হয়েছে পুরা দেশ অভিবাবকহীন ।রাজধানীর উত্তরায় মাইলস্টোন স্কুল ভবনে বিমান ভেঙে পড়ার ঘটনায় নিহতের সংখ্যা বাড়ছে। এটি আমাদের জাতীয় জীবনের বড় একটি ট্র্যাজেডির দিন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। একসঙ্গে এত শিশুর (এ পর্যন্ত মৃত ৩২ জনের অধিকাংশই শিশু) মৃত্যু বাংলাদেশ খুব বেশি দেখেনি। এই ক্ষত অমোচনীয়, এই ক্ষতি অপূরণীয়। গতকাল মঙ্গলবার রাষ্ট্রীয়ভাবেও পালিত হয়েছে শোক। কিন্তু বিমান দুর্ঘটনা-পরবর্তী পরিস্থিতি সামাল দেওয়া এবং ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সরকার সমন্বয়হীনতা ও ব্যর্থতার যে নজির স্থাপন করেছে, সেটা এককথায় অগ্রহণযোগ্য।

মাইলস্টোন স্কুল ট্র্যাজেডিতে পুরো দেশ শোকে স্তব্ধ। শুরুতে সম্মিলিত যে উদ্ধার প্রচেষ্টা ও আহতদের রক্ত দিতে মানুষের স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসার দৃষ্টান্ত আমাদের সমাজে বহুদিন প্রেরণা হয়ে থাকবে। কিন্তু বড় কোনো দুর্ঘটনা সামাল দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের জাতীয় সক্ষমতা ও ব্যবস্থাপনা যে কতটা ভঙ্গুর, সেটা আরেকবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল বিমান দুর্ঘটনাটি। ঘটনার গুরুত্ব যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে না পেরে উপদেষ্টাদের কেউ কেউ সিদ্ধান্ত নিতে গড়িমসি করায় পরিস্থিতি আরও নাজুক হয়েছে।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে স্বাস্থ্য উপদেষ্টার দৃশ্যমান কোনো ভূমিকা প্রথম দিন দেখা যায়নি, যা সমালোচনার জন্ম দিয়েছে। চলমান উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা পেছানোর সিদ্ধান্ত নিতে মাঝরাত গড়িয়ে যাওয়ায় শিক্ষা উপদেষ্টা ও শিক্ষাসচিবের বিরুদ্ধে যে ক্ষোভের জন্ম হয়, তা বিক্ষোভ পর্যন্ত গড়ায়। সচিবালয়ে বিক্ষোভের জেরে শিক্ষাসচিবকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। প্রধান উপদেষ্টার ফেসবুক পেজ থেকে অর্থ সহযোগিতার আহ্বান জানিয়ে পোস্ট দিয়ে সেটা সরিয়ে নেওয়া হয়। এটা একটা খারাপ নজির হিসেবে থেকে যাবে।

মাইলস্টোন স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের কাউকে কাউকে মারধর এবং হেনস্তা করার ঘটনাও ঘটেছে, যা চূড়ান্তভাবে নিন্দনীয়। চোখের সামনে সহপাঠী হারানোর বেদনা শিক্ষার্থীদের কতটা ট্রমাগ্রস্ত করতে পারে, সেটা সহজেই বোধগম্য। ফলে মাইলস্টোন স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থীরা ছয় দফা দাবি জানিয়ে বিক্ষোভ করেছেন। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আইন উপদেষ্টা ও শিক্ষা উপদেষ্টার বৈঠকের পর আইন উপদেষ্টা শিক্ষার্থীদের দাবি মেনে নেওয়ার আশ্বাস দেন। কিন্তু এতেও শিক্ষার্থীদের শান্ত করা যায়নি। আমরা মনে করি, সরকারের দিক থেকে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়ের যে ঘাটতি, সেখান থেকেই হতাহতের সংখ্যা নিয়ে জনমনে প্রশ্ন তৈরি হতে পেরেছে।

প্রশিক্ষণ বিমান দুর্ঘটনার বিষয়টি স্বাভাবিক। কিন্তু জনাকীর্ণ এলাকায় বিমান বিধ্বস্ত হয়ে এত প্রাণহানির ঘটনা নাগরিকের জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে আমাদের নীতিনির্ধারকেরা কতটা উদাসীন, সেই বিষয়টিকেই সামনে নিয়ে আসে। দুঃখজনক ব্যাপার হলো রাজনৈতিক দলগুলো হাসপাতালে যেভাবে দল ধরে আহতদের দেখতে গেছে, সেটা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। অগ্নিদগ্ধ রোগীরা এমনিতেই উচ্চ সংক্রমণের ঝুঁকিতে থাকেন। সেখানে দল ধরে তাঁদের দেখতে যাওয়ার এই রাজনৈতিক প্রদর্শনপ্রবণতা অবশ্যই বন্ধ করতে হবে ।রাজনৈতিক নেতাদেরকেও এ ব্যাপারে সচেতন হতে হবে.

পিআর পদ্ধতির পক্ষে আছি, পক্ষে নাই

আ ক ম সাইফুল ইসলাম চৌধুরী

পক্ষে আছি, পক্ষে নাই। বুঝি না, কিছু বুঝিয়ে দিন। সারাদেশে এই রব পিআর নিয়ে। 'পিআর' ইংরেজি সংক্ষেপ, যার মূল শব্দ হচ্ছে প্রপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশন বা সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব। বিষয়টি আসলে কী?

উদাহরণ হিসেবে পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফল নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। ১৯৯১ সালে অনুষ্ঠিত ওই নির্বাচনে ৩০০টি আসনের বিপরীতে ৪২৪ জন স্বতন্ত্র প্রার্থীসহ ৭৫টি রাজনৈতিক দল থেকে মোট দুই হাজার ৭৮৭ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তিনজন স্বতন্ত্র সদস্যসহ ১২টি দলের প্রার্থী নির্বাচনে বিজয়ী হন। দেশে এ যাবৎকালের সর্বাধিক স্বচ্ছ নির্বাচন বলে পরিচিত সেই নির্বাচনে ভোট পড়েছিল ৫৫.৪৫ শতাংশ। নির্বাচনে বিএনপি, আওয়ামী লীগ, জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় পার্টি যথাক্রমে কাস্টিং ভোটের ৩০.৮১, ৩০.০৮, ১২.১৩ ও ১১.৯২ শতাংশ পেলেও আসন পায় যথাক্রমে ১৪০, ৮৮, ১৮ ও ৩৫টি। একই নির্বাচনে জাকের পার্টি ১.২২ ও বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ১.১৯ শতাংশ ভোট পেলেও আসন বিচারে আসন লাভ করে যথাক্রমে ০ ও ৫টি।

পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন হলে ওই নির্বাচনে বিএনপি, আওয়ামী লীগ, জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় পার্টি যথাক্রমে ৯২, ৯০, ৩৬ ও ৩৬টি আসন লাভ করত। আসনভিত্তিক নির্বাচনে জাকের পার্টি একটি আসনের দখল না পেলেও পিআর পদ্ধতিতে চারটি আসন জুটে যেত। জাকের পার্টিসহ আরও আটটি দল, যারা সংসদে আসন পায়নি, তারাও আসন লাভ করত। এ কারণেই সারাদেশে বিস্তার আছে কিন্তু এককভাবে কোনো আসনে ব্যাপক জনসমর্থন নেইু এমন দলগুলো পিআর পদ্ধতির পক্ষে সোচ্চার হয়েছে।

পৃথিবীর ১৩০টিরও বেশি দেশে পিআর পদ্ধতি চালু আছে। তবে যে দেশগুলোর গণতন্ত্রকে আমরা অনুসরণের চেষ্টা করি, যেমন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও ভারত পিআর পদ্ধতির আশ্রয়ে যায়নি। রাজা শাসিত বা রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকারের দেশগুলোর বাইরে সংসদীয় গণতন্ত্রের সরকার পদ্ধতি হিসেবে পরিচিত দেশগুলোর মধ্যে নেপাল ও ইসরায়েল পিআর পদ্ধতি অনুসরণ করে।

পিআর পদ্ধতিতে এককভাবে কোনো দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার সম্ভাবনা কম, ফলে সরকার স্বৈরাচারী হওয়া দূরের কথা, স্থায়িত্বই পায় না। সে কারণেই ২০০৮ সালে নেপালের রাজতন্ত্র উচ্ছেদের পর গত ১৭ বছরে আটজন ব্যক্তি মাত্র ১৩ বার প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। ইসরায়েলের মতো ফিলিস্তিনেও পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন হয়। ফিলিস্তিনে পিআর পদ্ধতি কেন সে বিষয়ে বাস্তব উদাহরণ হিসেবে কল্পনা করা যায় রোহিঙ্গা পরিস্থিতি। ধরা যাক রোহিঙ্গা শরণার্থীরা স্বাধীন রাষ্ট্র করার কথা ভাবল, তবে তারা তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করবে কীভাবে? তাদের যে শরণার্থী দশা, তাতে করে সংসদের সদস্য যত সংখ্যকই হোক, আসনভিত্তিক নির্বাচন করা দুরূহ। সে ক্ষেত্রে রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরের অধিবাসীদের জন্য পিআর পদ্ধতিই হবে শ্রেয়। একই কারণে ফিলিস্তিনে পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন হয়। নেপালের পিআর পদ্ধতির নির্বাচন মিশ্রভাবে হয়ে থাকে। ২৭৫ আসনের ১৬৫টি আসন সংসদীয় আসনভিত্তিক নির্বাচন এবং বাকি ১১০টি প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতের ভিত্তিতে। সেখানেও কিন্তু আছে; ৩ শতাংশের কম প্রাপ্ত ভোট আসন ভাগের জন্য বিবেচনায় আনা হয় না।

পিআর পদ্ধতির ভালো দিক হলো, এ পদ্ধতিতে কোনো দলেরই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। তার ফলে স্বৈরাচারী সরকার আসার কোনো কারণ থাকবে না। আসনভিত্তিক নির্বাচনে ভোটারের একটি এলাকা থাকে, সেই এলাকায় প্রার্থী থাকেন। ভোটার কেবল পার্টি বিবেচনা করে ভোট দেন না, প্রার্থীর গুণমানও বিচার করেন। প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে যেহেতু কোনো প্রার্থী থাকবে না, সে কারণে ভোটারের প্রার্থী বাছাইয়ের কোনো আবেগ কাজ করবে না। আবেগবিহীন নির্বাচনে শুধু পার্টিজানরাই ভোট দিতে আগ্রহী হবেন এবং সে কারণে কখনও কোনো দল এককভাবে ৫০ শতাংশের বেশি ভোট পাবে না, সে গ্যারান্টি দেওয়ার কোনো অর্থ হয় না। আলোচনা হচ্ছে, প্রার্থী মনোনয়নের সময় কোনো কোনো রাজনৈতিক দল প্রচুর টাকার বিনিময়ে মনোনয়ন দিয়ে থাকে। পিআর পদ্ধতিতে যেহেতু মনোনয়ন থাকবে না, তাই মনোনয়ন বাণিজ্যও হবে না।

শুনতে ভালো লাগলেও মনে প্রশ্ন জাগে, পিআর পদ্ধতিতে রাজনৈতিক দল যে ক্রমতালিকা করবে, তাতে কোনো বাণিজ্য হবে নু তা কীভাবে নিশ্চিত করা হবে? প্রচলিত পদ্ধতিতে নূর মোহাম্মদ মণ্ডলের মতো একজন স্থানীয় নেতা শেখ হাসিনাকে পরাজিত করে জাতীয় সংসদের সদস্য হতে পারেন, কিন্তু পিআর পদ্ধতিতে তিনি দলের ৩০০ শীর্ষ নেতার তালিকায় নাম ঢোকাতে পারতেন কিনা, যথেষ্ট সন্দেহ থাকবে। কোনো প্রার্থী মনোনয়ন বাণিজ্য করে মনোনয়ন কিনলে তাতে ভোটারের কোনো উনিশ-বিশ হয় না। মনোনয়ন বাণিজ্যে হেরে যাওয়া ব্যক্তিও নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে বিজয়ী হওয়ার প্রচুর উদাহরণ আছে। অথচ পিআর পদ্ধতিতে কোনো ব্যক্তি রাজনৈতিক দলের অনুগ্রহ ছাড়া সংসদ সদস্য হতে পারবেন না।

সারাদেশে দলের তেমন বিস্তার না থাকলেও কোনো কোনো নির্বাচনী এলাকায় ব্যক্তিবিশেষ নিজস্ব ভাবমূর্তির কারণে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। এমনকি প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও গোয়ালন্দ থেকে একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছিলেন, পরেও তেমন ঘটনা অনেক আছে। এমনকি সর্বশেষ ডামি নির্বাচনেও দু'জন স্বতন্ত্র প্রার্থী ক্ষমতাসীন দুই মন্ত্রীকে হারিয়ে দিয়েছিলেন। অথচ পিআর পদ্ধতির নির্বাচন হলে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের নির্বাচন করার কোনো সুযোগই থাকবে না।

তবে হ্যাঁ, আসনভিত্তিক নির্বাচনে সব আসনে কোনো দলের প্রার্থীরা জামানত হারালেও সারাদেশে প্রাপ্ত ভোটের হারের ভিত্তিতে সংসদে এক বা একাধিক প্রতিনিধি পাঠানোর সুযোগ পাবে। এই সুযোগ নিতে কোনো সমাজে ধিকৃত কোনো পেশার মানুষ একত্র হয়ে একটি দল গঠন করে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও করতে পারে। যেহেতু ভোটারের সামনে কোনো প্রার্থীকে দাঁড় করাতে হবে না, তাই কোনো দ্বিধাও কাজ করবে না। সেই দল যদি দেশের ৪২ হাজার ৫০০ কেন্দ্রের প্রতিটিতে গড়ে ১০টি করেও ভোট পায় তাহলে মোট ভোট হবে ৪ লাখ ২৫ হাজার। বর্তমান ভোটার সংখ্যার ৬০ শতাংশ ভোট কাস্ট হলেও সেই দল ৩০০ আসনের সংসদে একটি আর ৪০০ আসনের সংসদে দুটি আসন পেয়ে যাবে। ভালো দলের প্রতিনিধি আসার যেমন সম্ভাবনা তৈরি হবে, তেমনি তৈরি হবে মন্দ লোকদেরও সংসদে আসার।

সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ থাকুক বা না থাকুক, পিআর পদ্ধতিতে গুটি গুটি আসনপ্রাপ্তরা হয়ে উঠবেন সরকারের স্থায়িত্বসহ বড় বড় সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রধান নিয়ামক। তখন যদি সেই সব সদস্য আজ একে কাল ওকে সমর্থন করেন, সেটা হবে তাদের স্বাধীনতা। শুধু দেশের পুঁজি বিনিয়োগকারীরা নন, বিদেশেরও অনেকে নিজ নিজ স্বার্থে বাজি ধরবেন এসব সদস্যের ওপর। তখন সাধারণ মানুষ হয়তো দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলবে, আহা!

বন্ধুকে কারাগারে গাঁজা দিতে গিয়ে...

হবিগঞ্জ সংবাদদাতা : হবিগঞ্জ জেলা কারাগারে থাকা এক আসামিকে গাঁজা সরবরাহ করতে গিয়ে ফজলু মিয়া (৩৫) নামে এক যুবককে আটক করেছে কারা পুলিশ। শনিবার বিকেলে দিকে এ ঘটনা ঘটে। এরপর থেকেই জেলা কারাগারে দর্শনার্থী প্রবেশে কড়াকড়ি আরোপ করা হয়।

এদিকে আটক ফজলু মিয়াকে ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে ১০ দিনের সাজা ও ১শ টাকা জরিমানা করা হয়। সে শহরের মোহনপুর গ্রামের মকবুল হোসেনের পুত্র। সাজা দেয়ার পরপরই তাকেও কারাগারে প্রেরণ করা হয়।

হবিগঞ্জের জেল সুপার মোঃ মুজিবুর রহমান বলেন- ফজলু মিয়া নামে এক যুবক কারাগারে থাকা তার এক বন্ধুর সাথে দেখা করতে যায়। সাক্ষাতের কোনো এক ফাঁকে ফজলু তার বন্ধুকে গাঁজা সরবরাহ করতে চেয়েছিল। বিষয়টি সিসি ক্যামেরায় দেখতে পেয়ে তাকে আটক করে তল্লাশি চালানো হয়।

এ সময় তার প্যান্টের পকেটের সেলাই করা অংশে লুকানো অবস্থায় ১০ গ্রাম গাঁজা পাওয়া যায়। জেল সুপার বলেন, তাকে ভ্রাম্যমাণ আদালতে সাজা দেয়া হয়েছে। কারাগারের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হবে।

মৌলভীবাজার-১ আসনে খেলাফত মজলিসের প্রার্থী লুকমানের নির্বাচনী প্রচারণা শুরু

বড়লেখা সংবাদদাতা : মৌলভীবাজার-১ (বড়লেখা-জুড়ী) আসনে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী মৌলভী লুকমান আহমদ আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেছেন।

বৃহস্পতিবার (১৭ জুলাই) দুপুরে কুলাউড়া হয়ে নির্বাচনী এলাকায় প্রবেশের পর জুড়ীর মানিকসিংহ এলাকায় তাকে মোটর শোভাযাত্রা সহকারে বরণ করা হয়। এরপর নির্বাচনী এলাকার ১০ স্থানে তিনি পথসভা করেন। এসময় সড়কে নেতাকর্মীর ঢল নামে।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, লুকমান আহমদ কাতার শাখা খেলাফত মজলিসের উপদেষ্টা। সম্প্রতি দলের কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাকে মৌলভীবাজার-১ আসনে সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী মনোনীত করা হয়। প্রার্থী মনোনীত হওয়ার পর তিনি প্রথমবার দেশে ফিরেছেন। বৃহস্পতিবার (১৭ জুলাই) দুপুরে প্রথম নির্বাচনী এলাকায় আগমন উপলক্ষ্যে বড়লেখা ও জুড়ী উপজেলা খেলাফত মজলিসের নেতাকর্মীসহ সাধারণ জনতা মৌলভী লুকমান আহমদকে নির্বাচনী আসনের দক্ষিণ সীমানা জুড়ী উপজেলার

মানিকসিংহ এলাকা থেকে কয়েকশ মোটরসাইকেল দিয়ে শোভাযাত্রা সহকারে বরণ করেন। এসময় তাকে ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করা হয়। বেলা আড়াইটায় তিনি মানিকসিংহ বাজারে প্রথম নির্বাচনী পথসভা করেন। পরে জুড়ী নিউ মার্কেট চত্তর, দক্ষিণভাগ বাজার, কাঠালতলী বাজার, বড়লেখা পৌরশহর, দাসেরবাজার, আজিমগঞ্জ বাজারসহ দশ স্থানে পৃথক পৃথক পথসভায় অংশ নেন।

পথসভায় খেলাফত মজলিসের সংসদ সদস্য প্রার্থী লুকমান আহমদ বলেন, পরিবর্তনের আন্দোলনে দেশবাসী অতীতে যেভাবে পাশে ছিলেন, ঠিক সেভাবেই আগামীতেও জনগণকে তিনি পাশে চান। সাড়ে ১৫ বছর ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা এদেশের মানুষের ভোটের অধিকার হরণ করেছে। গণতন্ত্রকে হত্যা করেছে। আলিম-ওলামাদের হত্যা, গুম ও ফাঁসিতে ঝুলিয়েছে। এখন সময় এসেছে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার, দেশ বিনির্মাণের।

নির্বাচনী প্রচারণায় সংসদ সদস্য প্রার্থী মৌলভী লুকমান আহমদের সাথে খেলাফত মজলিস কাতার শাখার সভাপতি আবদুল হাছিব চৌধুরী, খেলাফত মজলিস বড়লেখা উপজেলা সভাপতি কাজী এনামুল হক, সহ-সভাপতি মাওলানা কাওসার আহমদ, খেলাফত মজলিস জুড়ী উপজেলা সভাপতি মাওলানা আব্দুস সহিদ, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা জামাল আহমদ, মৌলভীবাজার জেলা সহ-সাধারণ সম্পাদক এমএম আতিকুর রহমান, বড়লেখা উপজেলা খেলাফত মজলিসের সাধারণ সম্পাদক ফয়সল আলম স্বপন। এসময় উপস্থিত ছিলেন বড়লেখা পৌর খেলাফত মজলিসের সভাপতি মাওলানা লুৎফুর রহমান, সহ সভাপতি মাওলানা মুতাহিরুল ইসলাম, মাওলানা এখলাসুর রহমান, মাওলানা মাহবুব হোসাইন শিবলী, মাওলানা সালেহ আহমদ, সহ সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আবুল হাসান হাদী, মাওলানা মনসুর আহমদ, প্রশিক্ষণ সম্পাদক এনামুল হক মেম্বার, হাবিবুর রহমান, ইসলামী ছাত্র মজলিস মৌলভীবাজার জেলা সভাপতি রাফি উদ্দিন মাবরুর, মৌলভীবাজার শহর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল নোমান, বড়লেখা উপজেলা সভাপতি জাকারিয়া হোসাইন জাকির, জুড়ী উপজেলা সভাপতি আশরাফুল ইসলাম প্রমুখ।

সুনামগঞ্জে সরি না বলায় ডাক্তারকে উপর্যুপরি ছুরিকাঘাত স্বেচ্ছাসেবক দল নেতার

সুনামগঞ্জ সংবাদদাতা : সুনামগঞ্জে রোগী দেখানোর সিরিয়াল নিয়ে তর্কাতর্কির পর সরি না বলায় কর্তব্যরত চিকিৎসককে উপর্যুপরি ছুরিকাঘাত গুরুতর আহত করার অভিযোগ উঠেছে জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের এক নেতার বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার (২২ জুলাই) বিকাল ৪ টায় শহরের হাছাননগরের আনিসা হেলথকেয়ার এন্ড ডায়গনস্টিক সেন্টারে এই ঘটনা ঘটে। আহত চিকিৎসক গোলাম রব্বানী সোহাগকে উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তার মাথা ও পিঠে একাধিক ছুরিকাঘাত রয়েছে বলে জানিয়েছেন হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক।

অভিযুক্ত রায়হান উদ্দিন সুনামগঞ্জ জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক। তার সহযোগী ছাত্রদল নেতার নাম শাহনেওয়াজ মুবিন।

ক্লিনিক কর্তৃপক্ষ, প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ জানায়, মঙ্গলবার বিকালে নিজের অন্তঃসত্তা স্ত্রীকে আলট্রাসনোগ্রাম করতে আনিসা হেলথকেয়ার এন্ড ডায়গনস্টিক সেন্টারে নিয়ে আসেন স্বেচ্ছাসেক দল নেতা রায়হান উদ্দিন। আসার পর সিরিয়াল ভেঙে স্ত্রীকে আলট্রাসনোগ্রাম করতে চাইলে কর্তব্যরত চিকিৎসক গোলাম রব্বানী সোহাগ সম্মত হননি। এ নিয়ে উভয়ের মধ্যে তর্কাতর্কি হয়। পরে মালিকপক্ষের হস্তক্ষেপে বিষয়টি মিটমাটের পর স্ত্রীকে আলট্রাসনোগ্রাম করিয়ে বাসায় পাঠিয়ে দেন রায়হান।

ক্লিনিকের সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, বিকাল ৪ টা ৩ মিনিটের দিকে ছাত্রদল নেতা মুবিনকে সঙ্গে নিয়ে আলট্রাসনোগ্রাম কক্ষের দিকে আগাচ্ছেন স্বেচ্ছাসেক দল নেতা রায়হান উদ্দিন। এর কিছুক্ষণ পর অপেক্ষারত রোগী ও তাদের স্বজনদের দৌঁড়ে বের হতে দেখা যায়।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ক্লিনিকের প্রত্যক্ষদর্শী এক কর্মচারী বলেন, বিকাল ৪ টার দিকে দুইজন যুবক ডাক্তারের কক্ষে ঢুকার পর চেয়ারে বসেন। পরে শুনেছি তাদের একজনের নাম রায়হান। এ সময় অপর যুবক ডাক্তারকে বলেন, আপনে যদি আমার ভাইরে সরি বলেন, তাহলে ঘটনা শেষ। এ সময় ডাক্তার বলেন, উনার সঙ্গে আমি কোনও অপরাধ করিনি, সরি বলব কেন। ডাক্তার সরি বলবেন না বলার পর পর দুজন চেয়ার থেকে উঠে ডাক্তারকে ধরে উপর্যুপরি ছুরিকাঘাত করতে থাকেন। এক পর্যায়ে ডাক্তারের মাথায় ধরে দেওয়ালের সঙ্গে আঘাতের পর আঘাত করতে থাকেন তারা। তখন রুম ভেতর থেকে লাগানো। ডাক্তার ছাড়া ভেতরে একজন অন্তঃসত্তা রোগী ও এক কর্মচারী ছিলেন। ডাক্তারকে ছুরিকাঘাত করতে দেখে ওই রোগী বিছানা থেকে ওঠে দরজা খুলে বের হয়ে যান। পরে শোরগোল শুনে হাসপাতালের ম্যানেজার, মালিকপক্ষ ও রোগীর স্বজনরা এসে তাদের হাত থেকে ডাক্তারকে উদ্ধার করেন।

ক্লিনিকের অন্যতম মালিক শামসুল আলম জুয়েল বলেন, আমি শোরগোল শুনে আলট্রাসনোগ্রাম কক্ষের দিকে গিয়ে দেখি রায়হান ও তার সঙ্গের এক যুবক ডাক্তারকে উপর্যুপরি ছুরিকাঘাত করছেন। অনেক কষ্টে উনাকে তাদের হাত থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠাই। তারা ডাক্তারকে ছুরিকাঘাতের পাশাপাশি আলট্রাসনোগ্রাম কক্ষের দুটি কম্পিউটারও ভাঙচুর করেছেন।

অভিযোগের ব্যাপারে জানতে জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক রায়হান উদ্দিনের মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলে তার ফোন বন্ধ পাওয়া যায়।

সুনামগঞ্জ জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক মুনাজ্জির হোসেন বলেন, যেটুকু শুনেছি, সেটা খুবই দুঃখজনক ঘটনা। ঘটনাটি তিনি ব্যক্তিগত কারণে করেছেন। আমরা তাৎক্ষণিক বিষয়টি কেন্দ্রকে জানিয়েছি। জেলা বিএনপির অভিভাবকদের জানিয়েছি। এই ব্যাপারে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নিয়ে কেন্দ্রকে অবহিত করা হবে।

সুনামগঞ্জ সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবুল কালাম বলেন, খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি ফোর্স নিয়ে ঘটনাস্থল এবং হাসপাতালে যাই। অভিযুক্তদের ধরতে অভিযান অব্যাহত আছে। অভিযোগ প্রাপ্তি সাপেক্ষে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শহীদ ওয়াসিম ব্রিগেড জুড়ী উপজেলার কমিটি অনুমোদন

জুড়ী সংবাদদাতা : আব্দুর রহমান আল আমিনকে সভাপতি ও আমির হোসেনকে সাধারণ সম্পাদক করে 'শহীদ ওয়াসিম ব্রিগেড' মৌলভীবাজারের জুড়ী উপজেলা শাখার ৪১ সদস্যের দুই বছর মেয়াদী কমিটি অনুমোদন করা হয়েছে।

রবিবার (২০ জুলাই) সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সৈয়দ কামরুজ্জামান জুবেদ ও সাধারণ সম্পাদক মেজবাহ উদ্দিন আকাশ উক্ত কমিটি অনুমোদন করেন।

কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন- সিনিয়র সহ-সভাপতি এহসানুল আম্বিয়া সোহান, সহ-সভাপতি ফাহিমুল ইসলাম ইমন, আরিফ রায়হান, রাফি ইসলাম চৌধুরী ও ফাহিম আহমদ, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাকারিয়া নিশাত, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসাইন শিবলু, সহ-সাধারণ সম্পাদক হুসাইন রশিদ রুজেল, ফারাজ ফরহাদ ও জুয়েল আহমদ, সাংগঠনিক সম্পাদক তাম্বির খান, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মামুন আহমদ, আরমান রাব্বী (নয়ন) ও সাফি ইসলাম চৌধুরী, দপ্তর সম্পাদক তাজেল আহমদ, কোষাধ্যক্ষ আব্দুল জব্বার রাফি, প্রচার সম্পাদক তাহিদুল ইসলাম (রিফাত), সহ-প্রচার সম্পাদক সাকিব আহমদ, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক ইমরান হোসেন, সহ-সমাজ কল্যাণ সম্পাদক তারেক রহমান, ক্রীড়া সম্পাদক হাবিবুল বাশার (ছামী), সদস্য- ইমরান হোসেন, কাওছার আহমদ, রিহাম আহমদ, খালেদ আহমদ, শাকের আহমদ, হোসাইন আহমদ, সাহান আহমদ, রনি আহমদ , ইমাদ আহমেদ, জাবেদ আহমদ, মাহাদ আহমদ, আশরাফুল, নাঈম আহমদ ও মাছুম আহমদ।

‘জয় বাংলা’ বাঙালি জাতির স্লোগান : সিলেটে কৃষক দল নেতা

কুলাউড়া সংবাদদাতা : সিলেটের মৌলভীবাজারের কুলাউড়া উপজেলার জয়চণ্ডী ইউনিয়নে কৃষক দল আয়োজিত বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে বক্তব্য দিতে গিয়ে ‘জয় বাংলা, জিয়াউর রহমানের জয় হোক’বলে বক্তব্য শেষ করেন কৃষক দল নেতা ইমরান মালিক । তার ওই বক্তব্য নিয়ে শুরু হয় ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা। শুধু তাই নয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়লে দেখা দেয় বিরুপ মন্তব্য। সোস্যাল মিডিয়ায় ওই ভিডিও শেয়ার দিয়ে বিভিন্ন জন বিভিন্ন মন্তব্য করছেন।

রবিবার (২০ জুলাই) দুপুরে জয়চণ্ডী ইউনিয়নের হজরত বিবি মাই (রহ.) মাজার প্রাঙ্গণে এ কর্মসূচির আয়োজন করে স্থানীয় কৃষক দল। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৪৪তম শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে কেন্দ্রীয় কৃষক দলের ঘোষিত মাসব্যাপী বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে এটি অনুষ্ঠিত হয়।

১ মিনিট ৭ সেকেন্ডের একটি ভিডিওতে দেখা যায়- ইউনিয়ন কৃষক দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইমরান মালিক বক্তব্যে বলেন,‘আমি জিয়াউর রহমানের আদর্শে গঠিত একজন মানুষ। ছোটবেলা থেকেই তাঁকে ভালোবাসি, বিএনপি দলকে ভালোবাসি। কৃষক দলকে অন্তরে ধারণ করি। আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন যেন আপনাদের সঙ্গে থাকতে পারি। দোয়া করবেন যেন জিয়াউর রহমানের আদর্শে আরও বেশি গাছ রোপণ করতে পারি। ...জয় বাংলা, জিয়াউর রহমানের জয় হোক।’

এই বক্তব্যের পরপরই তিনি মাইক্রোফোন আরেকজনের হাতে তুলে দেন

এ বিষয়ে ইমরান মালিক বলেন, ‘জয় বাংলা কোনো দলের স্লোগান নয়, এটা বাঙালি জাতির স্লোগান। আমি শুধু ‘জয় বাংলা’ বলিনি, সাথে ‘জিয়াউর রহমানের জয় হোক’ বলেছি।’ বক্তব্যের এই অংশ নিয়ে এলাকায় এবং সামাজিক মাধ্যমে আলোচনা চলছে। কেউ একে নেতিবাচকভাবে দেখলেও, কেউ বলছেন এটি ছিল একজন স্থানীয় নেতার আবেগের বহিঃপ্রকাশ।

সিলেটের সাথে বিমানের এ কেমন আচরণ?

সিলেট অফিস : বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের সরাসরি ফ্লাইট নিয়ে মারাত্মক বিপাকে পড়েছেন সিলেটের ওমরাহ যাত্রীরা। সিলেটের জন্য বিমানের ডেডিকেটেড ফ্লাইটগুলোতে সিট পাচ্ছেন না এ অঞ্চলের যাত্রীরা। সিলেটের জন্য ফ্লাইট নির্ধারিত হলেও ঢাকার যাত্রীদের কাছে সিংহভাগ টিকেট বিক্রি করে ফেলছে বিমান। এছাড়া ৪ সেপ্টেম্বরের পর থেকে সপ্তাহে সিলেট-জেদ্দা দুটি ফ্লাইটের পরিবর্তে একটি করেছে বিমান।

আর আগেই বাতিল করা হয়েছে সিলেট-মদিনা ফ্লাইট। ফ্লাইট সংকটের কারনে সিলেটের ব্যবসায়ীরা বার বার ওমরাহ গ্রুপের তারিখ পরিবর্তন করতে হচ্ছে। ফলে প্রস্তুতি নেওয়ার পরও নির্ধারিত তারিখে ওমরাহ পালনে যেতে পারছেন না সিলেটের যাত্রীরা। ঘোষণা ছাড়াই বিমানের ফ্লাইট বাতিল ও ডেডিকেটেড ফ্লাইটে সিলেটের যাত্রীদের জন্য অন্তত ৩০০ আসন বরাদ্দের দাবিতে আন্দোলনে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছেন সিলেটের হাব নেতৃবৃন্দ।

প্রবাসী ও ওমরাহ যাত্রীদের দাবির মুখে সপ্তাহে সিলেট-জেদ্দা দুটি ও সিলেট-মদিনা একটি সরাসরি ফ্লাইট চালু করে বিমান। সিলেটের যাত্রীদের জন্য এ তিনটি ফ্লাইট ডেডিকেটেড ছিল। কিন্তু গত হজ মৌসুমের পর থেকে সিলেটের যাত্রীদের জন্য বিমাতাসুলভ আচরণ শুরু করে বিমান। সিলেটের ডেডিকেটেড ফ্লাইটের সিংহভাগ সিট বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে ঢাকার এজেন্সিগুলোর কাছে। ফলে সিলেটের যাত্রীদের সরাসরি ফ্লাইটে ওমরাহ পালনের সুযোগ কমে যায়।

এছাড়া ইতোমধ্যে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে সিলেট-মদিনা ফ্লাইট। এ নিয়ে হাব সিলেটের নেতৃবৃন্দ বিমানের সিলেট অফিসে স্মারকলিপি দেন। প্রতিকার না পেয়ে গত ১৫ মে ঢাকায় বিমানের বিক্রয় ও বিপণন পরিচালক আশরাফুল আলমের সাথে বৈঠক করেন। বৈঠকে সিলেটের যাত্রীদের দুর্ভোগ লাঘবের আশ্বাস দেওয়া হয়। কিন্তু সমস্যা সমাধান না করে উল্টো সপ্তাহে একটি করে সিলেট-জেদ্দা ফ্লাইট বাতিল করা হয়। গত শনিবার থেকে সপ্তাহের বৃহস্পতিবার সিলেট-জেদ্দা ফ্লাইট অনলাইনে দেখাচ্ছে না বিমান।

সিলেটের ট্রাভেলস ব্যবসায়ীদের সাথে আলাপ করে জানা গেছে, সপ্তাহের প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার বিমানের সিলেট-জেদ্দা ফ্লাইট ছিল। কিন্তু এখন অনলাইনে ৪ সেপ্টেম্বরের পর থেকে বৃহস্পতিবার বিমানের নির্ধারিত ফ্লাইট দেখাচ্ছে না। একইভাবে সিলেট-মদিনা ফ্লাইটও ঘোষণা ছাড়া বন্ধ করে দিয়েছে বিমান।

এ প্রসঙ্গে হাব সিলেটের সেক্রেটারি আবদুল কাদির জানান, সিলেটের জন্য ফ্লাইট ‘ডেডিকেটেড’ হলেও ঢাকার ব্যবসায়ীরা সিংহভাগ সিট বুকিং করে ফেলেন। এতে সিলেটের ওমরাহ যাত্রীরা ভোগান্তিতে পড়েছেন। ট্রাভেল ব্যবসায়ীরাও বাধ্য হয়ে বারবার ওমরাহ গ্রুপের তারিখ পরিবর্তন করতে হচ্ছে।

হাব সিলেটের সভাপতি আবদুল হক জানান, বিমান কর্তৃপক্ষের সাথে বৈঠকে তারা সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছিলেন। ডেডিকেটেড ফ্লাইটের ৯০ ভাগ সিট সিলেটের জন্য বরাদ্দের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখন বৃহস্পতিবারের নির্ধারিত সিলেট-জেদ্দা ফ্লাইট অনলাইনে দেখাচ্ছে না। এমনটি হলে সিলেটের ব্যবসায়ীরা আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবে।

বাংলাদেশ বিমানের সিলেট জেলা ব্যবস্থাপক মো. শাহনেওয়াজ মজুমদার জানান, ফ্লাইট যেহেতু ‘ডেডিকেটেড’ তাই সিলেটের যাত্রীদের জন্য একটি কোটা থাকা যুক্তিযুক্ত। ফ্লাইট বাড়ানোর মাধ্যমেই এই সমস্যার সমাধান সম্ভব। আশা করা যাচ্ছে সমস্যাটির সমাধান হয়ে যাবে।

সিলেটে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে ডেঙ্গু

সিলেট অফিস : সিলেটে বাড়ছে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা। প্রতিদিন ধারাবাহিকভাবে বাড়ছে এই সংক্রমন। ডেঙ্গু রোগী বাড়ার সাথে সাথে সিলেটে জনমনে আতঙ্ক ছাড়াচ্ছে। স্বাস্থ্য বিভাগের সর্বশেষ তথ্য বলছে, ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে সিলেট বিভাগে ডেঙ্গুতে ২ জন শনাক্ত হয়েছেন।

মঙ্গলবার (২২ জুলাই) পর্যন্ত সিলেট বিভাগে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়েছেন মোট ৫৭ জন। এর আগের দিন ২৪ ঘন্টায় নতুন ডেঙ্গু শনাক্ত হয়েছিলেন ১ জন। সব মিলিয়ে চলতি জুলাই মাসে মোট ২৪ জনের ডেঙ্গু শনাক্ত হয়েছে। ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে বর্তমানে সিলেটের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি নিয়ে চিকিৎসাকৃত রোগীর সংখ্যা ৯ জন। তারমধ্যে সিলেট জালালাবাদ রাগীব রাবেয়া মেডিকেল হাসপাতালে ১ জন, সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল হাসপাতাল ২ জন, সিলেট ওয়েসিস হাসপাতালে ১ জন, হবিগঞ্জের লাখাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ৫ জন।

জেলাভিত্তিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী নতুন একজন আক্রান্তসহ সিলেট বিভাগে মোট আক্রান্তরোগীর সংখ্যা ৫৭ জন। এর মধ্যে সিলেটে ১৭ জন, সুনামগঞ্জে ৩ জন, মৌলভীবাজারে ১৫ জন এবং হবিগঞ্জে ২২ জন। তবে এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে কোনো মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়নি।

অন্যদিকে, সিলেটে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও করোনা ভাইরাসের সংক্রমন স্থিতিশীল রয়েছে।

SHAH JALAL MADRASA AND EATIM KHANA TRUST

Sulemanpur, Sunamganj

www.shahjalalmadrasa.com

(UK Charity Reg: 1126912)

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

আসসালামু আলাইকুম, সম্মানীত দানশীল ভাই ও বোনেরা আপনাদের দান সাদাকাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুনামগঞ্জ এর ভাটি এলাকা সুলেমান পুরে বিশাল শাহজালাল (রহ:) মাদ্রাসা ও এতিম খানা। বর্তমানে অসংখ্য দরিদ্র এতিম ছাত্রদের থাকা ও লিখাপড়ার জায়গা সংকুলান না হওয়ায় নতুন একটি ছয়তলা ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। আল্লাহর ওয়াস্তে আপনার অথবা আপনার মা বাবার নামে একটি রুম দান করে এতিম ছেলে মেয়েদের কোরআনে হাফিজ ও আলিম হওয়ার জন্য আপনার সাহায্য কামনা করা হচ্ছে। আপনার দানের জন্য আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে এর ছোয়াব দান করবেন ইনশাআল্লাহ।

The ways in which you can fulfil the needs of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana:

Assalamu Alaikum

Respectable Brothers and Sisters – Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana Trust, is an established UK based charitable organisation which provides and supports poor/ orphan student's education, free living accommodation, food and clothes through your kind donations.

Alhamdulillah, we have started construction of a new 6 story building for the students of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana, Sulemanpur, Sunamganj - we are appealing to all our well-wishers and donors to give Sadaqah Jariyah to complete this building.

May Allah (SWT) reward you in this life and hereafter. Ameen.

The ways in which you can fulfil the needs of Shahjalal Madrasa and Eatim Khana:

- £2500 - Towards a room in the Madrasa in your name or in the name of your parents
- £1000 - Life member
- £500 - Sponsor 1 poor/orphan student
- £250 - One Kear Land
- £150 - Bukhari Sharif, Muslim Sharif, Tafsir set (full title jamat set)
- £100 - 20 Bags of cement
- £90 - 1000 Bricks
- £25 - 5 Zil Quran
- £20 - 1 Bag rice

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

- ২৫০০ পাউন্ড একটি রুম
- ১০০০ পাউন্ড লাইফ মেম্বার
- ৫০০ পাউন্ড হাফিজ স্পন্সর
- ২৫০ পাউন্ড দিয়ে এক কেয়ার জমিন
- ১৫০ পাউন্ড দিয়ে ফুল টাইটেল জামাতের এক সেট কিতাব
- ১০০ পাউন্ড দিয়ে বিশ বস্তা সিমেন্ট
- ৯০ পাউন্ড দিয়ে এক হাজার ইট
- ২৫ পাউন্ড দিয়ে পাঁচ জিলদ কোরআন
- ২০ পাউন্ড দিয়ে এক বস্তা চাউল

You can also become a life sponsor of poor/orphan student by donating £5, £10, £20 or any amount by setting up monthly direct debit

Bank Details : HSBC
Shah Jalal Madrasha and Eatim Khana Trust
Account No: 81419366, Sort Code: 40-11-43

www.justgiving.com/campaign/SMETRUST
Email: smszaman@hotmail.co.uk
Website: www.shahjalalmadrasa.com

Contact: Founder Chairman, Syed Moulana Shamsuzzaman, Mobile: 07944 267 205

You can make donations by PayPal by logging into our website

হাইকোর্টের রুল
নিহতের পরিবারকে ৫ কোটি টাকা দিতে নির্দেশ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : উত্তরায় মাইলস্টোন স্কুলে বিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় কোমলমতি শিক্ষার্থীদের হতাহতের ঘটনায় নিহতদের প্রত্যেককে ৫ কোটি টাকা ও আহতকে ১ কোটি টাকা করে ক্ষতিপূরণ দিতে কেন নির্দেশ দেওয়া হবে না-এ বিষয়ে রুল দেওয়া হয়েছে। এতে দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের আইডি কার্ডে বাবা-মা বা অভিভাবকের ফোন নম্বর সংযুক্ত করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। এছাড়া প্রশিক্ষণ বিমান বিধ্বস্ত হয়ে ছাত্রছাত্রীসহ বহু হতাহতের ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ৭ দিনের মধ্যে সরকারকে এই কমিটি গঠন করতে বলা হয়েছে। একই সঙ্গে কমিটি গঠনের ৪৫ দিনের মধ্যে তদন্ত শেষ করতে বলা হয়েছে। মঙ্গলবার এক রিট আবেদনের প্রাথমিক শুনানি শেষে বিচারপতি ফাহমিদা কাদের ও বিচারপতি সৈয়দ জাহেদ মনসুরের হাইকোর্ট বেঞ্চ রুলসহ এসব নির্দেশ দেন। হাইকোর্টের নির্দেশনা শিক্ষা সচিবকে অবিলম্বে বাস্তবায়ন করতে বলা হয়েছে। একই সঙ্গে শিক্ষার্থীদের আইডি কার্ডে ব্লাড গ্রুপও সংযুক্ত করতে বলা হয়েছে। অপর নির্দেশনায় এই দুর্ঘটনায় আহতদের দেশে-বিদেশে সরকারি ব্যয়ে যথাযথ ও পর্যাপ্ত চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। নির্দেশনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি জানিয়ে কোনো ধরনের ব্যর্থতা ছাড়াই প্রতি মাসে আদালতে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে।

আদেশের পর ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল মুহাম্মদ শফিকুর রহমান বলেন, সাত দিনের মধ্যে কারিগরি অভিজ্ঞতাসম্পন্নদের নিয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করে পরবর্তী ৪৫ দিনের মধ্যে আদালতে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে। কমিটির কাজ হবে ওই দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানের পাশাপাশি ত্রুটিপূর্ণ বিমান চিহ্নিত করা, যাতে করে তদন্তের পর প্রশিক্ষণ বিমানসহ ত্রুটিপূর্ণ বিমান উড্ডয়ন নিষিদ্ধ করা যায়।

সোমবার উত্তরার দিয়াবাড়িতে বিমানবাহিনীর একটি প্রশিক্ষণ উড়োজাহাজ মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিধ্বস্তের ঘটনা ঘটে। ওই ঘটনা নিয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমে আসা প্রতিবেদন যুক্ত করে সুপ্রিমকোর্টের আইনজীবী মো. আনিসুর রহমান রায়হান মঙ্গলবার রিটটি করেন।

এতে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে তদন্ত কমিটি গঠন, ঢাকাসহ ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় ত্রুটিপূর্ণ ও প্রশিক্ষণ বিমান উড্ডয়নে নিষেধাজ্ঞা, আহত ও নিহত ব্যক্তিদের পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং আহত ব্যক্তিদের উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা নিশ্চিতের নির্দেশনা চাওয়া হয়। রিটে প্রতিরক্ষা সচিব, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব, ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সচিব এবং ফায়ার সার্ভিসের মহাপরিচালকসহ ৭ জনকে বিবাদী করা হয়েছে।

আদালতে রিটের পক্ষে জ্যেষ্ঠ আইনজীবী জয়নুল আবেদীন, আইনজীবী কায়সার কামাল, গাজী কামরুল ইসলাম ও মোহাম্মদ সিদ্দিক উল্যাহ মিয়া প্রমুখ শুনানিতে অংশ নেন। রাষ্ট্রপক্ষে ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল মুহাম্মদ শফিকুর রহমান ও তানিম খান এবং সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল ইকরামুল কবির শুনানিতে ছিলেন।

রিট আবেদনকারী আইনজীবী মো. আনিসুর রহমান রায়হান বলেন, ৭ দিনের মধ্যে কমিটি গঠন করে পরবর্তী ৪৫ দিনের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে। কমিটির তদন্তের পর রাজধানী ঢাকাসহ ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় ত্রুটিপূর্ণ বিমান ও প্রশিক্ষণ বিমান উড্ডয়ন কেন নিষিদ্ধ করা হবে না, সে বিষয়ে রুল হয়েছে।

অ্যাডভোকেট ছিদ্দিক উল্লাহ মিয়া যুগান্তরকে বলেন, উচ্চ আদালত বেশ কিছু নির্দেশনা দিয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছে, দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের আইডি কার্ডে বাবা-মা বা অভিভাবকের ফোন নম্বর সংযুক্ত করতে হবে। শিক্ষা সচিবকে অবিলম্বে এই নির্দেশনা বাস্তবায়ন করতে বলা হয়েছে। একই সঙ্গে শিক্ষার্থীদের আইডি কার্ডে ব্লাড গ্রুপও সংযুক্ত করতে হবে।

ট্রাম্প প্রশাসনের পালটা ৩৫% শুল্ক আরোপ
যুক্তরাষ্ট্রে চূড়ান্ত অবস্থান পত্র পাঠিয়েছে ঢাকা

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : ট্রাম্প প্রশাসনের বাড়তি ৩৫ শতাংশ শুল্ক কমানোর জন্য ‘বাংলাদেশের চূড়ান্ত অবস্থানপত্র’ মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধি দপ্তরে (ইউএসটিআর) পাঠিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনা এবং শুল্ক-অশুল্ক বাধা দূরীকরণসহ নানা ইস্যুতে একমত হওয়া বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়। একই সঙ্গে তৃতীয় দফার আলোচনার জন্য ইউএসটিআরের কাছে ২৬-২৭ জুলাই আবারও সময় চেয়েছে বাংলাদেশ। অবস্থানপত্র এবং সময় চাওয়ার প্রস্তাব দুটি ই-মেইলে পাঠানো হয়। সংশ্লিষ্ট সূত্র বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

এর আগে আলোচনার বিষয়ে সময় চাওয়া হলেও যুক্তরাষ্ট্র তা দেয়নি। সোমবার বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে আসা এ সংক্রান্ত চিঠিতে বলা হয়, ইউএসটিআর বর্তমানে খুব ব্যস্ত সময় পার করছে। ফলে সংস্থাটির পক্ষে সময় দেওয়া কঠিন। এজন্য তারা সময় চূড়ান্ত করে আসার জন্য ঢাকাকে অনুরোধ করেছে।

এদিকে বাংলাদেশের অবস্থানপত্র চূড়ান্ত করতে সোমবার বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন সচিবালয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠক আহ্বান করেন। এতে প্রধান উপদেষ্টার রোহিঙ্গাবিষয়ক হাই রিপ্রেজেনটেটিভ ও জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ড. খলিলুর রহমান এবং বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমানসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

জানতে চাইলে বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমান মঙ্গলবার বলেন, বাংলাদেশের অবস্থানপত্রের সঙ্গে আমরা তৃতীয় দফা আলোচনার সময় চেয়ে ইউএসটিআরের কাছে প্রস্তাব দিয়েছি। আগামী সপ্তাহে সময় চাওয়া হয়েছে, আলোচনার জন্য এটি একটি অনুকূল সময়। এখন বিষয়টি ইউএসটিআরের ওপর নির্ভর করছে।

বাড়তি শুল্ক কমানোর বিষয়ে ইউএসটিআরের সঙ্গে ৯-১১ জুলাই

ওয়াশিংটন ডিসিতে বাণিজ্য উপদেষ্টার নেতৃত্বে দ্বিতীয় দফা বৈঠক শেষ হয়। ইউএসটিআরের সঙ্গে প্রথমে প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিকবিষয়ক উপদেষ্টা লুৎফে সিদ্দিকী এবং পরে নিরাপত্তা উপদেষ্টা ড. খলিলুর রহমান দ্বিপক্ষীয় আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। শেষ ধাপে ৩ জুলাই যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনায় যুক্ত হন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন। এর মধ্যে ৮ জুলাই যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প একটি চিঠি পাঠিয়ে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে জানিয়ে দেন বাংলাদেশের ওপর আরোপ করা পালটা শুল্কের হার ৩৭ শতাংশ হবে না, এটা হবে ৩৫ শতাংশ। তবে ইউএসটিআরের সঙ্গে শুল্ক কমাতে দুই দফায় আনুষ্ঠানিক আলোচনা করেও সাফল্য পায়নি বাংলাদেশের উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদল।

এদিকে বৈঠক শেষে দেশে ফিরে ১৪ জুলাই অর্থনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠক করেন বাণিজ্য উপদেষ্টা। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নন-ডিসক্লোজার অ্যাগ্রিমেন্ট (এনডিএ) থাকার কারণে তিনি খোলামেলা আলোচনা করতে পারেননি। ফলে উপস্থিত অর্থনীতিবিদ ও ব্যবসায়ী নেতারা ভালো কোনো পরামর্শও দিতে পারেননি।

উল্লেখ করা যেতে পারে, জুনের মাঝামাঝি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশ হঠাৎ নন-ডিসক্লোজার অ্যাগ্রিমেন্ট বা অপ্রকাশিত চুক্তি করে। এ কারণে দেশটির সঙ্গে আলোচনার কোনো বিষয় সরকার প্রকাশ করতে পারছে না।

ওই বৈঠকে অংশ নেওয়া ট্যারিফ কমিশনের সাবেক সদস্য মোস্তফা আবিদ খান জানান, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আমাদের ডাকলেও ইউএসটিআরের সঙ্গে কি আলোচনা হয়েছে সেটি পরিষ্কারভাবে বলা হয়নি। যে কারণে আমরাও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতে পারিনি।

এদিকে সব ধরনের প্রস্তুতি শেষে তৃতীয় দফা আলোচনার জন্য প্রথমে ইউএসটিআরের কাছে চিঠি দিয়ে সময় চেয়েছিল বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। সেটির জবাবে ইউএসটিআর জানিয়েছে, এ সময়ে সংস্থাটির কর্মকর্তারা এত ব্যস্ত যে তাদের পক্ষে সময় বের করা কঠিন। ফলে বাংলাদেশ যেন তাদের কাছ থেকে সময় নিয়েই যুক্তরাষ্ট্রে আসে, এটি ইউএসটিআরের চাওয়া। ফলে তৃতীয় দফা আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা এখন ক্ষীণ। এমনকি ট্রাম্প প্রশাসনের পালটা শুল্কহার কিভাবে কমানো হবে, তা নিয়েও গভীর সংকট দেখা দিয়েছে। কারণ পূর্বঘোষণা অনুযায়ী পহেলা আগস্ট থেকে বাড়তি ৩৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের কথা রয়েছে। এ হিসাবে আর মাত্র হাতে সময় আছে ৮ দিন।

অপরদিকে এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যারা লবিস্ট হিসাবে কাজ করছেন তাদের অনেকে ইতোমধ্যে যুক্ত হয়ে গেছেন অন্যান্য দেশের সঙ্গে। ফলে বাংলাদেশের জন্য লবিস্ট পাওয়াও এখন কঠিন হয়ে পড়েছে।

পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বলেন, ‘আগামী কয়েকটি দিন খুব ইতিবাচক কিছু পাওয়া কঠিন। তারপরও লবিস্ট নিয়োগ করতে চাই। কারণ হচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দরকষাকষিটা চালু রাখতে চাই আমরা।’

যুক্তরাষ্ট্র ২ এপ্রিল ৩৭ শতাংশ বাড়তি শুল্ক আরোপ করে বাংলাদেশের ওপর। পরে ৩ মাসের জন্য এই শুল্ক আরোপ স্থগিত করে। এই স্থগিতাবস্থায় সবার জন্য বেজলাইন হিসাবে ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হয়। এরপর আবার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে ৭ জুলাই সবমিলে ৩৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেওয়া হয়, যা পহেলা আগস্ট থেকে কার্যকর হবে। তবে পালটা শুল্কের হার কমানোর বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সহানুভূতি পেতে বাংলাদেশ মার্কিন পণ্য আমদানি বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেয়। যুক্তরাষ্ট্র থেকে বছরে ৭ লাখ টন গম আমদানির জন্য রোববার সমঝোতা স্মারকে (এমওইউ) স্বাক্ষর করা হয়েছে। আবার যেসব পণ্য আমদানি করা হয় যুক্তরাষ্ট্র থেকে, সেগুলোর ওপর শুল্ক প্রায় শতভাগ প্রত্যাহারের পক্ষেও সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্র থেকে সয়াবিন, তেলবীজ, ডাল, চিনি ও বার্লি আমদানির পরিকল্পনা করছে বাংলাদেশ। অন্যান্য আমদানির মধ্যে থাকছে বোয়িংয়ের উড়োজাহাজ, এলএনজি, সামরিক সরঞ্জাম।

লুটেরার মানসিকতা নিয়ে রাজনীতিতে আসবেন না : শফিকুর রহমান

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, ভিক্ষুক ও লুটেরার মানসিকতা নিয়ে রাজনীতির মাঠে আসবেন না। চোরের মানসিকতা নিয়ে রাজনীতি করার দরকার নেই। জনকল্যাণের মানসিকতা নিয়ে রাজপথের রাজনীতিতে আসুন।

তিনি বলেন, মানুষকে ভালোবাসার, সম্মান করার, মানুষের সম্পদ, ইজ্জত ও জীবনের পাহারাদারি করার জন্যই যদি রাজনীতি করতে চান তা হলে রাজনীতির ময়দানে আসবেন। যারা এটা পারবেন না, তাদের রাজনীতি না করাই জনগণের জন্য মঙ্গল।

মঙ্গলবার বিকালে রংপুর সদরের মমিনপুরে জামায়াতের প্রবীণ রোকন শাহ আলমের কবর জিয়ারত করতে এসে অনুষ্ঠিত এক সভায় নেতাদের উদ্দেশে ডা. শফিকুর রহমান এ মন্তব্য করেন।

এই জামায়াত নেতা আরও বলেন, যারা মানুষের পকেট থেকে টাকা চুরি করে, লুণ্ঠন করে, দেশে-বিদেশে সম্পদের পাহাড় যারা গড়ে তুলবেন; তাদের আমি অনুরোধ করব, এর চেয়ে ভিক্ষা অনেক ভালো, সেটা করুন। এভাবে মানুষের পকেট কাটবেন না, চাঁদাবাজি করবেন না। চাঁদাবাজি জঘন্য অপরাধ।

দেশ যেভাবে চলছে, তাতে জনগণ সন্তুষ্ট নয় দাবি করে জামায়াতে ইসলামীর আমির বলেন, দেশটা যেভাবে চলে এসেছে, এর ওপর বাংলাদেশের আপামর জনগণ সন্তুষ্ট নয়। ক্ষুব্ধ, অসন্তুষ্ট। এই ক্ষোভের আগুন মেটানো আল্লাহর পক্ষেই সম্ভব; কিন্তু জমিনে আমাদের চেষ্টা করতে হবে। সেই চেষ্টার গুরুত্বপূর্ণ একটি ছিল ১৯ জুলাইয়ের জাতীয় সমাবেশ।

তিনি বলেন, স্বাধীনতার ৫৪ বছর, পালাক্রমে আমরা অনেককে দেশ শাসন করতে দেখেছি। তারা তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছে; কিন্তু তাদের চেষ্টার সাক্ষী এ দেশের ১৮ কোটি মানুষ। তারা ভালো করলেও সেটার সাক্ষী, মন্দ করলেও সেটার সাক্ষী।

শফিকুর রহমান বলেন, এমন একটা বাংলাদেশ চাই, যে দেশে আমরা নিজেরা চাঁদাবাজি করব না এবং কাউকে চাঁদাবাজি করতে দেব না। যে বাংলাদেশে কেউ ঘুস নেবে না, ঘুসের জন্য যে হাত বাড়াবে, তার হাত অবশ করে দেওয়া হবে। এই বাংলাদেশটাই চাই।

তিনি আরও বলেন, জাতি ও বিশ্ববাসীকে সাক্ষী রেখে আমি বলতে চাই, জামায়াত ইসলামী থেকে আগামী দিনে মহান মাবুদের ইচ্ছায়, আপনাদের ভালোবাসা ও সমর্থনে যারা সংসদ সদস্য নির্বাচিত হবেন, যদি সরকার গঠনের সুযোগ পাই, আল্লাহ ভালো জানেন, তাহলে যারা মন্ত্রী হবেন, আগামী দিনে আমাদের সংগঠনের কেউ সরকারি কোনো প্লট নেবে না, বিনা ট্যাক্সের গাড়িতে চড়বে না।

এক দেশে দুই আইন চলবে না জানিয়ে শফিকুর রহমান বলেন, আগে ঘর সামলাই, তারপর বাহিরেও সামলাব ইনশাআল্লাহ। এক দেশে দুই আইন চলবে না। আমরা যখন নেব না, কাউকে নিতেও দেব না। গর্জন করব সংসদের ভেতরে, রাজপথে, গর্জন করব আপনাদের সঙ্গে নিজে।

এর আগে পাবনা থেকে হেলিকপ্টারযোগে মমিনপুর উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে নামেন জামায়াতে ইসলামীর আমির। সেখানে ঢাকায় জাতীয় সমাবেশে মৃত্যুবরণ করা রংপুরের জামায়াত নেতা শাহ আলমের কবর জিয়ারত করেন।

নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্র সংগঠন সহিংসতা উসকে দিচ্ছে: তারেক রহমান

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্র রাজনৈতিক সংগঠনের কিছু সদস্যদের নিয়ে জনতা ও পুলিশের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি এবং সহিংসতা উসকে দিচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। মঙ্গলবার রাতে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্টে এক পোস্টে তিনি এ মন্তব্য করেন।

তারেক রহমান বলেন, জাতির এই শোকের সময়ে আমি সব গণতন্ত্রপন্থি সহযোদ্ধাদের প্রতি শান্ত ও সংহত থাকার আহ্বান জানাচ্ছি। বিভেদমূলক সংঘাত বা মব উচ্ছৃঙ্খলতা বন্ধ করার লক্ষ্যে সহনশীলতা ও আত্মসংযমের ওপর ভিত্তি করে আমাদের একটি সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্র রাজনৈতিক সংগঠনের কিছু সদস্যদের নিয়ে জনতা ও পুলিশের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টির এবং সহিংসতা উসকে দেওয়ার উদ্বেগজনক খবর পাওয়া যাচ্ছে। এই সব গোষ্ঠীকে অনুরোধ করব- বাংলাদেশের ইতিহাসের এমন একটি শোকাবহ মুহূর্তকে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগানোর চেষ্টা থেকে বিরত থাকুন।

এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, এর পরিবর্তে জাতি হিসেবে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার এবং সহানুভূতি ও একতা প্রদর্শনের দিকে আমাদের মনোযোগ দেওয়া উচিত। আমাদের শক্তি ব্যয় হোক- নিখোঁজ প্রিয়জনদের খুঁজে বের করা, নিহতদের সঠিকভাবে হিসাব করা, আহতদের সর্বোত্তম চিকিৎসা নিশ্চিত করা এবং বিমান দুর্ঘটনার মূল কারণ নির্ধারণে কর্তৃপক্ষকে সুষ্ঠু তদন্তের সুযোগ করে দেয়ার কাজে।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেন, প্রাণহানির শিকার নিরীহ ব্যক্তিবর্গ এবং তাদের শোক-সন্তপ্ত পরিবারগুলোর পাশে আমাদের হৃদয়ের সব অনুভূতি। বাংলাদেশকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে এবং প্রতিটি সংকটকে সংহতি নিয়ে মোকাবিলা করতে হবে।

মায়ের অপমানের প্রতিশোধ নিতে ১০ বছর পর খুন

পোস্ট ডেস্ক : ১০ বছর আগে মাকে অপমান ও মারধরের প্রতিশোধ নিতে প্রকাশ্য দিবালোকে ৩২ বছর বয়সী এক ব্যক্তিকে নৃশংসভাবে খুন করেছেন এক যুবক। মায়ের অপমান মানতে না পেরে এক দশক ধরে ওই ব্যক্তির সন্ধান করছিলেন তিনি। পরে গত ২২ মে ভারতের উত্তর প্রদেশের লক্ষ্ণৌর কল্যাণপুর এলাকায় তাকে হত্যা করেন ওই যুবক। এ ঘটনায় পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে সোমবার উত্তরপ্রদেশ পুলিশ জানিয়েছে।

দেশটির সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়ার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মনোজ কুমার নামের ওই ব্যক্তিকে কল্যাণপুরের মানমিত ডেইরির কাছের এক এলাকায় লোহার রড ও লাঠি দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করা হয়।

এই ঘটনার প্রধান অভিযুক্ত অনুপ ওরফে সোনু কাশ্যপ (২১) পেশায় ডেলিভারি বয়ের কাজ করেন। মায়ের অপমানের প্রতিশোধ নিতে গত দশ বছর ধরে ক্ষোভের আগুনে পুড়ছিলেন তিনি। ঘনিষ্ঠ কয়েকজন সহযোগীকে নিয়ে মনোজ কুমারকে নৃশংসভাবে হত্যা করেন তিনি। প্রধান অভিযুক্ত ছাড়াও সানি কাশ্যপ (২০), সালমান (৩০), রঞ্জিত কুমার (২১) ও রহমত আলী (২৫) নামের চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

উত্তরপ্রদেশ পুলিশ বলেছে, ২০১৫ সালে সোনু কাশ্যপের বয়স ছিল ১১ বছর। ওই সময় তার মাকে মনোজ প্রকাশ্যে চড় মারেন এবং শারীরিকভাবে নির্যাতন করেন। ওই ঘটনার পর তার মা স্মৃতি শক্তি হারিয়ে ফেলেন এবং মৃগী রোগে আক্রান্ত হন। মায়ের এই অপমান সোনু কখনও ভুলতে পারেননি।

সম্প্রতি মুনশিপুলিয়া ক্রসিং এলাকায় মনোজকে নারিকেলের পানি বিক্রি করতে দেখেন সোনু। প্রতিশোধের নেশায় মত্ত হয়ে সোনু তার বন্ধুদের কাছে মায়ের অপমানের কথা প্রকাশ করেন। সোনু তার বন্ধুদের বলেন, 'মনোজ আমার মাকে মেরেছিল। আমি তাকে মেরে ফেলতে চাই।'

পুলিশের কাছে দেওয়া স্বীকারোক্তিতে সোনু বলেন, গত ২২ মে মনোজের কাজ শেষে ফেরার পথে বন্ধুদের নিয়ে ওৎ পেতে ছিলেন তিনি। সোনুই প্রথমে লোহার রড দিয়ে মনোজকে আঘাত করেন। পর বাকিরা মনোজকে বেধড়ক মারধর করেন। এর এক পর্যায়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন মনোজ।

মনোজ মারা গেছেন ভেবে বন্ধুদেরসহ পালিয়ে যান সোনু। এই ঘটনার সময় রহমত ও সচীন নামে সোনুর আরও দুই সহযোগী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। পরে তারাও পালিয়ে যান।

লক্ষ্ণৌর পূর্ব বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার শশাঙ্ক সিং বলেন, এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় সোমবার (২০ জুলাই) অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করেছে ইন্দিরানগর থানা পুলিশ।

কমলা রঙের টি-শার্টে মিললো হত্যার রহস্য

এই হত্যাকাণ্ডের প্রায় দুই মাস পর পুলিশ বিশেষ একটি সূত্র ধরে মামলার রহস্য উদঘাটন করে। এর নেপথ্যে ছিল একটি কমলা রঙের টি-শার্ট; যেখানে কার্টুন চরিত্র সিম্পসনের ছবি ও মাথার অংশে কাটা দাগ ছিল। এই একই টি-শার্ট পরিহিত যুবককে ঘটনাস্থলের সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়। পরে এক তরুণের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া পোস্টে সেই টি-শার্ট দেখা যায়।

মামলার রহস্য উদঘাটনে লক্ষ্ণৌ পুলিশের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম পর্যবেক্ষণকারীদের একটি বিশেষ দল ওই তরুণের অবস্থান শনাক্ত করে। পরে ডেলিভারি বয়ের ছদ্মবেশে ওই তরুণের বাড়িতে পৌঁছে তাকে আটক করে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদে মনোজকে হত্যার কথা স্বীকার করেন সোনু। এর মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসে আলোচিত এই হত্যাকাণ্ডের রহস্য।

ভারতে বাংলাভাষী মুসলিমদের আটক করে নির্যাতনের অভিযোগ

পোস্ট ডেস্ক : ভারতের রাজধানী দিল্লি লাগোয়া হরিয়ানার শহর গুরুগ্রামে পশ্চিমবঙ্গের অন্তত ছয় বাসিন্দাকে বাংলাদেশি সন্দেহে আটক করে শারীরিক নির্যাতন চালাচ্ছে পুলিশড় এমনই অভিযোগ করেছে তাদের পরিবার। তারা সবাই পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলার বাসিন্দা এবং তাদের ধর্মীয় পরিচয় তারা মুসলমান। তারা সবাই পরিযায়ী শ্রমিক এবং সাত-আট বছর ধরে গুরুগ্রামে থাকতেন বলে বিবিসিকে জানিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের পরিযায়ী শ্রমিকদের একটি সংগঠন। সংগঠনটির কাছে গুরুগ্রাম পুলিশ ওই ছয়জন আটক হওয়ার কথা স্বীকার করেছে।

তবে বিবিসিকে এ ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য দেয়নি গুরুগ্রাম পুলিশ। এই ছয়জন আটক হওয়ার ব্যাপারে মালদা জেলার যুগ্ম শ্রম কমিশনারের কাছে লিখিত অভিযোগও জমা পড়েছে।

হরিয়ানার এই ঘটনা এমনই দিনে সামনে এসেছে, যেদিন কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেছেন, দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বাংলাভাষীদের ওপরে নির্যাতন হচ্ছে, গ্রেপ্তার করা হচ্ছে।

দিল্লি, উত্তর প্রদেশে, গুজরাট, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র ও ওড়িশা রাজ্যে কয়েক মাস ধরে 'অবৈধ বাংলাদেশি' সন্দেহে বহু বাংলাভাষীকে আটক করা হচ্ছে, যারা আসলে পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা।

আবার ভারতের বেশ কয়েকজনকে বাংলাদেশে 'পুশ' করে দেওয়া হয়েছে এবং তারপর পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার পর ভারতে ফিরিয়ে আনা হয়েছেড় এমন একাধিক ঘটনাও সামনে এসেছে।

তবে এমন বহু মানুষকেও আটক করে বাংলাদেশে ঠেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, যারা প্রকৃতই বাংলাদেশ থেকে গিয়ে অবৈধভাবে ভারতে বসবাস করছিলেন।

পরিচয় যাচাইয়ের নামে 'আটক'

পশ্চিমবঙ্গের যে বাসিন্দাদের গুরুগ্রামে আটক করা হয়েছে, তারা মালদা জেলার চাঁচল এক নম্বর ব্লকের বাসিন্দা বলে দাবি করেছে তাদের পরিবার। গত শুক্রবার রাতে সাদা পোশাকের পুলিশ তাদের ঘরে পরিচয়পত্র যাচাই করতে যায় বলে জানাচ্ছেন আটকক্তদের এক আত্মীয় মামনি খাতুন।

তার কথায়, 'যাদের আটক করেছে, তার মধ্যে আমার দুই মামা আর দুই দাদা আছে। সেদিন রাতে তখন কারো খাওয়া হয়ে গিয়েছিল, কেউ খেতে বসেছিল। সাদা পোশাকের পুলিশ এসে আমাদের আধার কার্ড দেখতে

চায়। এরপর তারা বলে, থানায় যেতে হবে, আঙুলের ছাপ নেবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ছেড়ে দেবেড়এই আশ্বাস দিয়ে গাড়িতে চাপিয়ে নিয়ে চলে যায়।

সোমবার শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়নি। প্রাথমিকভাবে গুরুগ্রামের সেক্টর ১০-এ থানার পুলিশ তাদের আটক করেছিল এবং পরের দিন তাদের বাদশাহপুর থানায় নিয়ে যাওয়া হয় বলে বিবিসিকে জানিয়েছেন মামনি খাতুন। তিনি বলেন, 'আমরা রবিবার রাত সাড়ে ১০টা পর্যন্ত ওই থানায় ছিলাম, কিন্তু আমাদের সঙ্গে দেখা করতে দেয়নি। একবার ওদের নিয়ে গেল মেডিক্যাল পরীক্ষা করা হবে বলে। কোথায় যে নিয়ে গেছে, তা বলেনি। রাত পর্যন্ত তাদের তো ওই থানায় ফেরত আনেনি।'

পরিযায়ী শ্রমিক ঐক্য মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক আসিফ ফারুক বলেন, 'পুলিশ আমার কাছে স্বীকার করেছে, ওই ছয়জনকে তারা আটক করেছে। আমি রবিবার বাদশাহপুরের সহকারী পুলিশ কমিশনারকে ফোন করেছিলাম। তিনি অবশ্য এটাও বলেছেন, তাদের গ্রেপ্তার করা হয়নি।'

বিবিসি বাদশাহপুর থানার ওসি, সহকারী কমিশনার ও তারও উর্ধ্বতন কর্মকর্তা উপকমিশনারকে একাধিকবার ফোন করার চেষ্টা করেছেন। তবে বিস্তারিত কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি তাদের কাছ থেকে।

শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ

আটককৃতদের আত্মীয় মামনি খাতুন পরিযায়ী শ্রমিক ঐক্য মঞ্চের আসিফ ফারুকড্ডুজনই জানিয়েছেন, তাদের ওপরে শারীরিক নির্যাতন হচ্ছে। খাতুন বলেন, 'আমার আত্মীয়দের একজনের কাছে ফোন আছে। চার্জ শেষ হয়ে বন্ধ হওয়ার আগে দু-একবার কথা বলতে পেরেছি। তাদের মারধর করা হয়েছে, আর দিনে একবার মাত্র খেতে দিয়েছে।'

এ ছাড়া থানার নানা কাজ করানো হচ্ছে বলেও অভিযোগ এসেছে। আসিফ ফারুকের কথায়, 'পুলিশ সদস্যদের পোশাক কাচা, থানা পরিষ্কার করা ইত্যাদি করানো হচ্ছে। এক তো আটক করে রাখা হয়েছে বেআইনিভাবে, তার ওপর আটক হওয়া ব্যক্তিদের দিয়ে এসব কাজ করানো তো আইনের চূড়ান্ত লঙ্ঘন। আমরা পুরো বিষয়টি মালদায় শ্রম দপ্তরের যুগ্ম কমিশনারকে চিঠি লিখে জানিয়েছি। এ ঘটনায় রাজ্য সরকার যাতে দ্রুত হস্তক্ষেপ করে এবং আটককৃতদের ছাড়িয়ে আনার ব্যবস্থা করে, সেই অনুরোধ জানিয়েছি। আমাদের সন্দেহ হচ্ছে, এদেরকেও না বাংলাদেশে পুশ-আউট করে দেয়। সেটা যাতে আটকানো যায়, সে জন্যই সরকারি স্তরে চিঠি দিয়ে জানিয়ে রাখলাম।'

এদিকে হরিয়ানার গুরুগ্রামে যাদের আটক করা হয়েছে, তাদের বাড়ি যে জেলায়, সেই মালদারই অন্য ছয়জন বাসিন্দাকে সম্প্রতি পাঞ্জাবে আটক করেছে সে রাজ্যের পুলিশ। তাদের বিরুদ্ধে অন্যান্য অভিযোগের মধ্যে রয়েছে গো-হত্যার অভিযোগও। পরিযায়ী শ্রমিক ঐক্য মঞ্চ বলছে, এই ছয়জনের বিরুদ্ধে ২ জুলাই একটি এফআইআর করা হয়েছিল। এরা সবাই একটি পোলট্রি ফার্মে কাজ করতেন। তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন ঐক্য মঞ্চের নেতা আসিফ ফারুক।

আটককৃতরা এখন কাপুরথালা জেলে রয়েছেন বলেও জানান ফারুক। তার কথায়, 'তারা খুবই গরিব, শ্রমিকের কাজ করতে গিয়েছিল পাঞ্জাবে। মামলা লড়ারও ক্ষমতা নেই এদের।'

পশ্চিমবঙ্গ পরিযায়ী কল্যাণ পর্ষদের চেয়ারম্যান ও তৃণমূল কংগ্রেসের সংসদ সদস্য সামিরুল ইসলাম বিবিসিকে জানিয়েছেন, পাঞ্জাবে গ্রেপ্তার হওয়া ছয়জনের জন্য তারা আইনি সহায়তা দিচ্ছেন।

মমতার অভিযোগ

পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেসের এক সমাবেশে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার আবারও অভিযোগ করেছেন, বিভিন্ন রাজ্যে বাংলায় কথা বললেই 'বাংলাদেশি' বলে সন্দেহ করে হেনস্তা করা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের অনেক বাসিন্দাকে নানা রাজ্যে আটক করা হচ্ছে এবং বেশ কয়েকজনকে ইতিমধ্যে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন।

এ ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার ও বিভিন্ন বিজেপিশাসিত রাজ্যকে নিশানা করেন তিনি। তার প্রশ্ন, 'বাংলা ভাষার ওপর সন্ত্রাস চলছে কেন?'

তিনি আরো বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে যদি বাংলা বলার জন্য বাইরে গ্রেপ্তার করা হয়, এই লড়াই কিন্তু দিল্লিতে হবে। আমি কিন্তু ছাড়ার লোক নেই। মনে আছে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের কথা? দরকারে আবার ভাষা আন্দোলন শুরু হবে।'

মমতা ঘোষণা করেন, '২৭ জুলাই নানুর দিবস থেকে প্রতি শনি ও রবিবার বাংলা ভাষার ওপর আক্রমণের প্রতিবাদে মিটিং-মিছিল করুন। প্রতিবাদে নামুন। এবার শুরু হলো ভাষা-রক্ষার শপথ।'

একই সঙ্গে এই ইস্যু নিয়ে যে পরের বছরের বিধানসভা নির্বাচন পর্যন্ত তার

পাকিস্তানে সাংবাদিক সুরক্ষা বিল পাস

পোস্ট ডেস্ক : পাকিস্তানের সিনেট সাংবাদিক ও গণমাধ্যমকর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে একটি সংশোধনী বিল অনুমোদন করেছে। এই বিলে সাংবাদিকদের ওপর হামলা বা জোরপূর্বক তথ্য উন্মোচনের চেষ্টা করলে কঠোর শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। সিনেটর সেলিম মান্দভিওয়ালা এই বিল উত্থাপন করেছেন। এই বিল অনুযায়ী, মত প্রকাশের স্বাধীনতা বলতে তথ্য সম্প্রচার ও প্রকাশের অধিকারকে বোঝানো হয়েছে।

নতুন আইনে বলা হয়েছে, যদি কোনো সাংবাদিকের ওপর সহিংসতা চালানো হয় বা তাকে তার তথ্যসূত্র প্রকাশে বাধ্য করা হয়, তাহলে দোষী ব্যক্তিকে জেল ও আর্থিক জরিমানার সম্মুখীন হতে হবে। দায়ত্বি পালনের সময় সাংবাদিকদের ওপর হামলার শাস্তি সর্বোচ্চ ৭ বছর কারাদণ্ড এবং ৩ লাখ রুপি জরিমানা, তথ্যসূত্র প্রকাশে জোর করলে সর্বোচ্চ ৩ বছর কারাদণ্ড এবং ১ লাখ রুপি জরিমানা।

এই আইনের আওতায় সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে একটি সাংবাদিক সুরক্ষা কমিশন গঠনের বিধান রাখা হয়েছে। এর নেতৃত্ব দেবেন একজন হাইকোর্টের বিচারক বা ১৫ বছরের মানবাধিকার ও গণমাধ্যম সংশ্লিষ্ট আইনি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি।

এই কমিশনের সদস্য ও চেয়ারপারসন নিয়োগ করবে কেন্দ্রীয় সরকার। কমিশনের মেয়াদ ৩ বছর। কমিশনের দায়িত্ব সাংবাদিক, তাদের স্বামী বা স্ত্রী, নির্ভরশীল সদস্য, সহকর্মী, আত্মীয়-স্বজন, সম্পত্তি, প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট আন্দোলনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

কমিশনের ক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতা

কমিশনের নির্দেশে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে মামলা রেকর্ড করতে হবে।

তদন্তকারীদের ফৌজদারি মামলার মতোই ক্ষমতা থাকবে। প্রয়োজনে পুলিশের মাধ্যমে অভিযোগকারীর পরিচয় গোপন রাখা যাবে।

কমিশনের অধীনে বিশেষ সেশন আদালত স্থাপিত হবে ইসলামাবাদ ও প্রাদেশিক হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিদের সঙ্গে পরামর্শ করে। তবে গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর বিরুদ্ধে কমিশন কোনো তদন্ত করতে পারবে না এসব অভিযোগ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হবে। কমিশনের সব সদস্য ও কর্মী সরকারি হস্তক্ষেপ থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করবেন।

একই সঙ্গে সিনেটর মাসরুর আহসান একটি পৃথক বিল উত্থাপন করেছেন। যেখানে সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারকারীদের জন্য ন্যূনতম বয়স ১৬ বছর নির্ধারণের প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

১৬ বছরের নিচে যারা, তাদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। এই নিয়ম লঙ্ঘন করলে ৫০ হাজার রুপি থেকে শুরু করে ৫ কোটি রুপি পর্যন্ত জরিমানা করা যেতে পারে। কোনো প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি যদি কোনো নাবালককে অ্যাকাউন্ট খুলতে সহায়তা করেন, তাহলে ৬ মাসের কারাদণ্ড এবং একই পরিমাণ অর্থদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে।

ডায়ানার পদাঙ্ক অনুসরণ করলেন প্রিন্স

অ্যাঙ্গোলার মাইনফিল্ডে হেঁটেছিলেন তিনি। এবার মায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করলেন প্রিন্স হ্যারি। অ্যাঙ্গোলারই মাইনফিল্ডে হেঁটে আবারও বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরলেন যুদ্ধ-পরবর্তী ভয়াবহতার কথা।

১৯৯৭ সালে ঠিক এভাবেই অ্যাঙ্গোলার মাইনফিল্ডে হাঁটতে দেখা গিয়েছিল প্রিন্সেস ডায়ানাকে। সেদিন তাঁর সেই সাহসী পদক্ষেপের ছবি ছড়িয়ে পড়েছিল বিশ্বজুড়ে। ডায়ানার সেই পদক্ষেপে মানুষ বুঝতে পেরেছিল, যুদ্ধ শেষ হলেও সাধারণ মানুষের ওপর তার প্রভাব রয়ে যায় যুগ যুগ। ডায়ানার সেই প্রচারণার ২৭ বছর পর ঠিক একইভাবে হ্যালো ট্রাস্টের সঙ্গে মাইন অপসারণ কার্যক্রমে যুক্ত হয়েছেন প্রিন্স হ্যারি। হ্যারি বলেন, 'শিশুদের যেন আর কখনও ভয়ে ভয়ে খেলতে না হয় কিংবা স্কুলে যেতে আতঙ্কিত না হতে হয়। প্রতিটি মানুষের নিরাপদ জীবনের অধিকার রয়েছে।'

অ্যাঙ্গোলার মাটিতে এখনও প্রায় এক হাজার মাইনফিল্ড অবশিষ্ট রয়েছে। ২০০৮ সাল থেকে এসব মাইন বিস্ফোরণে ৬০ হাজারের বেশি মানুষ নিহত বা আহত হয়েছেন। হ্যালো ট্রাস্ট এখন পর্যন্ত এক লাখ ২০ হাজার মাইন সরিয়েছে।

প্রিন্সেস ডায়ানার ১৯৯৭ সালের সেই বিখ্যাত মাইনফিল্ড এখন সম্পূর্ণ মাইনমুক্ত। সেখানে গড়ে উঠেছে নতুন বসতি। রয়েছে শিশুদের জন্য একটি স্কুল, যার নাম 'প্রিন্সেস ডায়ানা স্কুল'। প্রিন্স হ্যারির এই সফর শুধু মায়ের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নয়, বরং যুদ্ধবিধ্বস্ত মানুষের পাশে থাকার এক অনন্য বার্তা। তিনি বলেছেন, 'শেষ মাইনটি না সরানো পর্যন্ত আমাদের কাজ শেষ হবে না।'

ঢাকায় স্কুলে যুদ্ধ বিমান বিধ্বস্ত

পরও বিমানটি কেমনে এই স্কুলটি চিনিল এবং এখানে বিধ্বস্ত হলো। এ নিয়ে দিন যত গড়াচ্ছে দেশ ব্যাপী মানুষের মনে নানা প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছে। তবে সরকারের পক্ষ থেকে এ ঘটনায় তদন্ত চালানোর কথা বলা হয়েছে।

এদিকে বুধবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হাসপাতাল ও ক্লিনিক শাখার পরিচালক ডা. আবু হোসেন মো. মঈনুল হোসেন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বিমান দুর্ঘটনার সর্বশেষ এ তথ্য জানানো হয়েছে। এতে ২৯ জনের মৃত্যুর তথ্য দিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। এ ছাড়া চিকিৎসাধীন আছে ৬৯ জন। তারা রাজধানীর বেশ কয়েকটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তালিকা অনুযায়ী, নিহত ২৯ জনের মধ্যে জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ১১ এবং ঢাকা সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) ১৫ জন। এ ছাড়া ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, ইউনাইটেড হাসপাতাল ও লুবানা জেনারেল হাসপাতাল অ্যান্ড কার্ডিয়াক সেন্টারে একজন (পরিচয় জানা যায়নি) করে মারা গেছে।

সিএমএইচ হাসপাতালটিতে মৃত অন্য ৬ জনের পরিচয় শনাক্ত হয়নি। তাদের পরিচয় নিশ্চিতে নিখোঁজ পরিবারগুলোর স্বজনদের ডিএনএ নমুনা দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। উত্তরায় বিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় দগ্ধদের এই মুহূর্তে বিদেশ নেয়ার কোনো পরিকল্পনা নেই। সোমবার দুপুরে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর প্রশিক্ষণ যুদ্ধবিমান এফটি-৭ বিজিআই রাজধানীর উত্তরার মাইলস্টোন স্কুল এন্ড কলেজের স্কুল ভবনে বিধ্বস্ত হয়। এতে ওই দিন বিমানের পাইলটসহ অন্তত ২২ জন নিহত হয়েছেন। নিহতদের কয়েকজন ছাড়া সবাই স্কুলের ক্ষুদে শিক্ষার্থী। গুরুতর আহতদের জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়। এছাড়া উত্তরাসহ রাজধানীর বিভিন্ন হাসপাতালেও অনেকে চিকিৎসা নিচ্ছেন। যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে বিমানটি দুর্ঘটনায় পড়ে বলে জানিয়েছে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর আইএসপিআর। দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে বিমান বাহিনীর পক্ষ থেকে উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। দুর্ঘটনায় হতাহতের ঘটনায় মঙ্গলবার রাষ্ট্রীয় শোক পালন করা হয়। আহতদের চিকিৎসায় সব ধরনের ব্যবস্থা নেয়ার কথা জানিয়েছে সরকার। ঘটনার পরপরই ঘটনাস্থল ও হাসপাতালে ছুটে যান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টারা। তবে মঙ্গলবার প্রতিষ্ঠানটি পরিদর্শন করতে গিয়ে আইন উপদেষ্টাসহ ২ জন উপদেষ্টাকে অবরুদ্ধ করে রাখেন ছাত্রজনতা। ৯ ঘন্টা পরে তারা প্রশাসনের সহযোগিতায় নিরাপদে বের হয়ে যান।

সেনাবাহিনী প্রধান, পুলিশ, বিজিবি, র‍্যাবসহ বিভিন্ন বাহিনী প্রধানরাও ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। তারা উদ্ধার ও আহতদের চিকিৎসা তৎপরতা তদারকি করছেন। স্থানীয় জনসাধারণ ও স্কুলের শিক্ষক, শিক্ষার্থীরাও উদ্ধার কাজে সহায়তা করেন। হতাহতের ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন প্রেসিডেন্ট মো. সাহাবুদ্দিন, প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া, দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান, জামায়াতের আমীর ডা. শফিকুর রহমান হতাহতের ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। শোক প্রকাশ করা হয়েছে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকেও। আহতদের দেখতে ও চিকিৎসার খোঁজ নিতে বিভিন্ন দলের নেতারা তাৎক্ষণিক হাসপাতালে ছুটে যান। আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর-আইএসপিআর জানিয়েছে, বিমান বাহিনীর 'এফ-৭ বিজিআই'ফাইটার জেটটি সোমবার দুপুর ১টা ৬ মিনিটে উড্ডয়নের ১২ মিনিটের মাথায় বিধ্বস্ত হয়। মাইলস্টোন স্কুলের উত্তরা ক্যাম্পাসের হায়দার আলী ভবন নামের দুইতলা একাডেমিক যে ভবনে বিমান বিধ্বস্ত হয় সেখানে ইংরেজি মাধ্যমের ক্লাস থ্রি থেকে এইটের শিক্ষার্থীদের কোচিং হতো। এছাড়া প্রাথমিকের শিক্ষার্থীদের ক্লাসও নেয়া হতো এ ভবনে। বেলা একটার পর ক্লাস ছুটি হলেও শিক্ষার্থীদের একটি অংশ কোচিংয়ে থেকে যায়। এছাড়া অভিভাবকদেরও অনেকে ভবনের সামনে অবস্থান করছিলেন। বিধ্বস্ত হওয়ার পরপরই উড়োজাহাজটিতে আগুন ধরে যায়। অনেক দূর থেকেও সেখানে ধোঁয়া উঠতে দেখা যায়। জ্বলন্ত উড়োজাহাজটির আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় ফায়ার সার্ভিসের নয়টি ইউনিট। উড়োহাহাজের আগুন ক্লাসরুমে ছড়িয়ে পড়লে সেখানে আটকা পড়েন শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও কর্মচারীরা। দুর্ঘটনার পরপরই স্কুলের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও আশপাশের লোকজন উদ্ধারে ছুটে যান। পরে যুক্ত হয় ফায়ার সার্ভিস ও অন্যান্য বাহিনী। দুর্ঘটনাস্থল থেকে আহত ও দগ্ধদের রিকশা, ঠেলাগাড়িসহ বিভিন্ন বাহনে করে সরিয়ে নিতে দেখা যায়। প্রাথমিকভাবে ঢাকা সিএমএইচ, উত্তরার ক্রিসেন্ট হাসপাতাল, উত্তরা আধুনিক হাসপাতাল, কুর্মিটোলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, কুয়েত মৈত্রী হাসপাতাল, লুবনা জেনারেল হাসপাতাল এন্ড কার্ডিয়াক সেন্টারে নেয়া হয় আহতদের। সেখান থেকে দগ্ধদের অধিকাংশকে পাঠানো হয় জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে।

(আইএসপিআর) জানায়, রাজধানীর ৮টি হাসপাতালে ১৭১ জন চিকিৎসা নিচ্ছে। রাতে জাতীয় বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে এক সংবাদ সম্মেলনে প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী অধ্যাপক ডা. সায়েদুর রহমান জানান, হাসপাতালে আহত ৮৮ জন ভর্তি আছে। এর মধ্যে বার্ন ইনস্টিটিউটে ৪৪ জন আছেন। তাদের ২৫ জনের অবস্থা গুরুতর।

বেলা দুইটার পর দেখা যায়, বিমান দুর্ঘটনার পর উত্তরা উত্তর মেট্রো স্টেশন থেকে সারিবদ্ধ হয়ে একের পর এম্বুলেন্স প্রবেশ করছে রাজধানীর উত্তরায় মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে। ফায়ার সার্ভিস, সেনাবাহিনী, বিজিবি, পুলিশ, আনসার, এপিবিএন সদস্যরা সকলে মিলে উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করছে। এক একটি এম্বুলেন্সে স্কুলের ভেতর থেকে আহতদেরকে উদ্ধার করে নিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ মেডিকেল, সিএমএইএচ, জাতীয় বার্নসহ বিভিন্ন হাসপাতালে। বিমান বিধ্বস্তের খবর পেয়ে অনেক অভিভাবক স্কুলের সামনে ভিড় করছেন তাদের সন্তানের খোঁজ নিতে। অনেকে ভেতরে ঢুকতে না পেরে স্কুলের গেটের সামনে কান্নায় ভেঙে পড়েন। আরিফুল ইসলাম নামে এক অভিভাবক বলেন, আমার মেয়ে সুফিয়া কামাল হলের ৭ তলার ৯ নম্বর রুমে ছিল। ওর এখন কী অবস্থা, কোথায় আছে আমরা কিছুই জানি না। বাংলা ভার্সনের তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী নিধির খোঁজে আসা তার বড় ভাই বলেন, যেখানে বিমানটা বিধ্বস্ত হয়েছে সেই ভবনেই আমার বোন ক্লাস করছিল। ও বাংলা ভার্সনের ৩য় শ্রেণিতে পরে। ওর রোল ১১১২। নিধি এখনো বাসায় যায়নি। আমরা সবগুলো হাসপাতাল খুঁজে দেখছি কোথাও নেই।

মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের ভেতরে প্রবেশ করে দেখা যায়, গেট দিয়ে ঢুকে ভেতরের বাম পাশে বড় মাঠ। মাঠের সামনেই ইংরেজি ভার্সন ও নাইন থেকে ইন্টার মিডিয়েটের শিক্ষার্থীদের জন্য একের পর এক ভবন। সেখানে গত সোমবার অনেক শিক্ষার্থীরই পরীক্ষা চলছিল। আর মাঠের সামনে হাতের ডান পাশে 'হায়দার আলী হল' নামে পুরনো দুই তলা ভবন। যেখানে প্লে গ্রুপ থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বাংলা ভার্সনের শিশুদের ক্লাস নেয়া হয়। ক্লাসের পর সেখানেই হয় কোচিং। বিকট শব্দে বিধ্বস্ত হয়ে ওই বিমানটি ঠিক ওই হায়দার আলী হলের সিঁড়ির নিচে ঢুকে যায়। বিমানের আগুনে মুহূর্তেই ভবনে আগুন লেগে যায়। মো. হুমায়ন কবির নামে মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের একজন শিক্ষক বলেন, আমি তখন ক্লাস টেনের রুমে ছিলাম। ওদের একটা পরীক্ষা চলছিল। এর মধ্যেই আমাদের ওই বিল্ডিংয়ের ওপরে বিশাল এক বিস্ফোরণের শব্দ হলো। ওই বিস্ফোরণের বিষয়টি জানতে বাইরে এসে দেখি একটি বিমান বাংলা ভার্সনের প্রাথমিকের ভবনের সিঁড়ির নিচে ঢুকে গেছে। তাতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। বাচ্চারা ছোটাছুটি করছে। ওই সময় ক্লাসরুমে থাকা ও ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী স্কুলটির পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র দেব মিত্র বলে, প্লে গ্রুপ থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত আমাদের সকলের ওই হায়দার আলী ভবনে ক্লাস হয়। অন্যদিনের মতো কালকেও আমরা ক্লাসরুমে ছিলাম। সাড়ে ১২টায় অনেকের ছুটি হয়ে গেলে কেউ কেউ ক্লাসরুমের সামনের দোলনায় ঝুলছিল, বল নিয়ে খেলা করছিল। আর আমরা যারা বৃত্তির কোচিং করবো তারা ক্লাসরুমে বসে টিফিন খাচ্ছিলাম। এরমধ্যে হঠাৎ বিশাল একটা শব্দ হলো। তাকিয়ে দেখলাম- এটা বিমান যেন সামনের ভবনের ছাদের আঘাত খেয়ে আমাদের দিকে ছুটে আসছে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখি আগুন আর আগুন। আমি তখন খাবার ও বইয়ের ব্যাগ ফেলে দৌড়ে মাঠের দিকে চলে যাই। তখন শিক্ষকরা পাশের ভাঙা গেট দিয়ে আমাদের বেরিয়ে যেতে বলেন। আমিও তখন তাদের সঙ্গে বাইরে চলে আসি। পরে রাস্তার একজনের ফোন দিয়ে আমার বাবার নম্বরে ফোন করে জানাই। আকবর নামে স্কুলটির একজন সিকিউরিটি গার্ড বলেন, আমরা স্কুলের ভেতরেই ছিলাম। কিছু বাচ্চার ছুটি হয়েছে, যাদের অভিভাবক নিতে এসেছে তাদের বের করছিলাম। এর মধ্যেই এই ঘটনা। তিনি বলেন, বিমানটি বিধ্বস্ত হওয়ার আগে এত জোরে শব্দ হয়েছে যে, আশপাশের মানুষ পর্যন্ত চলে এসেছে। তিনি বলেন, এই স্কুলের ওপর দিয়ে বিমানের রুট। হযরত শাহজালাল বিমান বন্দরে ওঠা-নামা করা সকল বিমানই এই স্কুলের ওপর দিয়ে যায়। তাই বিমান নিয়ে আমরা তেমন কোনো কিছু ভাবি না। কিন্তু বিমান যে এইভাবে স্কুলের ওপর পড়বে তা কখনোই চিন্তা করিনি। হাদি আলমাস নামে স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, আমরা দেখলাম বিমানটি স্কুলের নতুন বিল্ডিয়ের সঙ্গে মনে হলো ধাক্কা খেলো। এরপরই আগুন ধরে আছড়ে পড়ে। তিনি বলেন, এখানে সব ছোট ছোট বাচ্চা। কতো বাচ্চা ছটফট করে চোখের সামনে চলে গেল কিছুই করতে পারলাম না। দিনভর উদ্ধার কাজ চালানোর পর সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে ফায়ার সার্ভিস ও বিমান বাহিনীর কর্মীরা ক্ষতিগ্রস্ত বিমানের ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার করে ট্রাকে করে নিয়ে যান। বিমানের আগুনে হায়দার আলী ভবনের বেশির ভাগই পুড়ে গেছে। নিচতলা-দুইতলার একাধিক শ্রেণি কক্ষের কিছু অবশিষ্ট নেই। ভবনে প্রবেশের সিঁড়ির নিচে মাটির ভেতর ঢুকে যায় বিমানের মাথা। মাইলস্টোনের মাঠে বসে উদ্ধার তৎপরতা পর্যবেক্ষণ করছিলেন শিক্ষা উপদেষ্টা চৌধুরী রফিকুল আবরার। সবশেষ ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে সন্ধ্যায় তিনি বলেন, আমরা এটুকু নিশ্চিত করতে পারি যে- যারা আহত হয়েছেন, তাদের সুচিকিৎসার জন্য আমরা ভীষণ রকমভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ। এ ব্যাপারে কোনো ধরনের গাফিলতি এখানে হবে না। আমরা এটাও মনে করি যে এই দুর্ঘটনার একটা ভালো রকমের তদন্ত হওয়া দরকার, সেটাও করা হবে। শিক্ষা উপদেষ্টা বলেন, আমরা অত্যন্ত শোকাহত যে এই ঘটনা ঘটেছে, অনেকগুলো তরুণ প্রাণ ঝরে গেছে। এই ধরনের একটা ভয়ানক দুর্ঘটনায় আমরা শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলোর প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। যারা আহত হয়েছেন, তারা যেন দ্রুত সুস্থ হন, তার জন্য আমরা পরম করুণাময়ের কাছে প্রার্থনা করছি।

দুর্ঘটনায় পড়া এফ-৭ বিজিআই মূলত চীনের তৈরি চেংদু জে-৭ সিরিজের একটি মাল্টি-রোল জেট ফাইটার। সোভিয়েত আমলের মিগ ২১ এর উন্নত এই চীনা সংস্করণ তৈরি করেছে চেংদু এয়ারক্র্যাফট করপোরেশন। চেংদু জে-৭ সিরিজের সবচেয়ে আধুনিক সংস্করণ এফ-৭ বিজিআই। এক ইঞ্জিনের এ বিমানের সর্বোচ্চ গতি মাক ২.২ (শব্দের গতির ২.২ গুণ)। আকাশ থেকে আকাশে নিক্ষেপযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র, লেজার গাইডেড বোমা ও জিপিএস গাইডেড বোমা, বাড়তি জ্বালানি ট্যাংকসহ দেড় হাজার কেজি ওজন বইতে পারে এসব জঙ্গি বিমান। এ বিমানের ককপিটে একজন বৈমানিক বসতে পারেন। কেএলজে-৬ এফ রাডার ব্যবহার করা হয় এফ-৭ বিজিআই বিমানে। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর মোট ৩৬টি এফ-৭ যুদ্ধবিমান রয়েছে। এরমধ্যে বেশির ভাগই এফ-৭ বিজিআই। ২০১১ সালে বাংলাদেশ চীনের কাছ থেকে ১৬টি জেট ফাইটার কেনার চুক্তি করে এবং ২০১৩ সালে সেগুলো বিমান বাহিনীর বহরে যুক্ত হয়। ওই বছরই চেংদু এয়ারক্র্যাফট করপোরেশন এই মডেলের উড়োজাহাজের উৎপাদন বন্ধ করে দেয়। এর আগে ২০১৮ সালের নভেম্বরে টাঙ্গাইলের মধুপুরে মহড়ার সময় বিমান বাহিনীর একটি এফ-৭ বিজি প্রশিক্ষণ বিমান বিধ্বস্ত হয়। ২০২১ সালের নভেম্বরে চট্টগ্রামের জহুরুল হক ঘাঁটি থেকে উড্ডয়নের পর বঙ্গোপসাগরে বিধ্বস্ত হয় একটি এফ-৭ এমবি। ওই দুই ঘটনায় দু'জন বৈমানিক নিহত হন।

পরাজিত শক্তির নানা ষড়যন্ত্রের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে : ড. মুহাম্মদ ইউনূস

প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকলেও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দলগুলোর ঐক্যকে আরও দৃশ্যমান করা দরকার। তা না হলে তারা এটাকে সুযোগ মনে করছে।'

বৈঠকে অংশ নেওয়া সব দল ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ও গণঐক্য অটুট রাখার বিষয়ে সমর্থন জানান। তারা আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে প্রধান উপদেষ্টাকে আরও কঠোর হওয়ার আহ্বান জানান। নেতারা সংস্কার, বিচার ও নির্বাচন প্রক্রিয়ায় পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে নির্বাচনকে সামনে রেখে ও ফ্যাসিবাদ প্রতিহত করতে আরও নিয়মিতভাবে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সর্বদলীয় সভা আয়োজনের অনুরোধ জানান।

বৈঠকে রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সৈয়দ হাসিবউদ্দিন হোসেন, গণসংহতি আন্দোলনের জোনায়েদ সাকি, এবি পার্টির মজিবুর রহমান, নাগরিক ঐক্যের শহীদুল্লাহ কায়সার, গণঅধিকার পরিষদের নুরুল হক নুর, লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এলডিপি) রেদোয়ান আহমেদ, খেলাফত মজলিসের আহমদ আবদুল কাদের, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাইফুল হক, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডির তানিয়া রব, ১২ দলীয় জোটের শাহাদাত হোসেন সেলিম, বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দলের (বাসদ) বজলুর রশীদ ফিরোজ, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) রুহিন হোসেন প্রিন্স ও গণফোরামের মিজানুর রহমান অংশ নেন।

সচিবালয়ে ভাঙচুর-হত্যাচেষ্টার অভিযোগে ১২০০ জনের বিরুদ্ধে

মঙ্গলবার বিক্ষোভ হয়েছে সচিবালয় এলাকায়। বিক্ষোভ চলাকালে আন্দোলনকারীদের একটি অংশ গেট ঠেলে সচিবালয়ে প্রবেশ করলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে। সচিবালয় থেকে বের করে আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিচার্জ, টিয়ারশেল ও সাউন্ড গ্রেনেড ছুড়ে পুলিশ। চলে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা। সংঘর্ষের ঘটনায় অর্ধ শতাধিক আহত হয়েছেন।

এদিকে সচিবালয়ে ভাঙচুর ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনায় ১ হাজার ২০০ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে পুলিশ।

ডিএমপির সচিবালয় নিরাপত্তা বিভাগের এসআই গোলাম মুক্তি মাহমুদ মঙ্গলবার রাতে এ মামলা করেন। বুধবার এজাহার গ্রহণ করে ঢাকার মহানগর হাকিম মো. সাইফুজ্জামান আগামী ২৮ অগাস্টের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দিয়েছেন। মামলায় 'দাঙ্গা সৃষ্টি করে সচিবালয়ে প্রবেশ, ভাঙচুর ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে হত্যার উদ্দেশ্যে লাঠিসোঁটা ও ইটপাটকেল নিক্ষেপের' অভিযোগ করা হয়েছে। বিভিন্ন কলেজের অজ্ঞাত শিক্ষার্থী ও 'স্বার্থান্বেষী দুষ্কৃতকারীদের' আসামি করা হয়েছে সেখানে।

শাহবাগ থানা আদালতের প্রসিকিউশন বিভাগের এসআই জিন্নাত আলী এ তথ্য দিয়েছেন।

মামলার বিবরণে বলা হয়, মঙ্গলবার ঢাকার বিভিন্ন কলেজের শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে অজ্ঞাতনামা ১ হাজার থেকে ১ হাজার ২০০ শিক্ষার্থী ও 'স্বার্থান্বেষী দুষ্কৃতিকারীরা' মাইলস্টোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মর্মান্তিক দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে এইচএসসি পরীক্ষা দেরিতে স্থগিতসহ বিভিন্ন দাবি নিয়ে 'মার্চ টু শিক্ষা মন্ত্রণালয়' কর্মসূচি পালন করে। প্রথমে শিক্ষার্থীরা শিক্ষাবোর্ড ও শিক্ষাভবনের উদ্দেশে মার্চ করলেও পরে শিক্ষাভবন থেকে বের হয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্দেশে সচিবালয়ের সামনে অবস্থান নেন।

অভিযোগে বলা হয়, আন্দোলন চলাকালে নিরাপত্তার স্বার্থে সচিবালয়ের সকল গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়। তাদের সচিবালয়ে প্রবেশ না করার জন্য বিভিন্নভাবে অনুরোধ করা হয়। পরে তারা বেআইনি জনতাবদ্ধ হয়ে পুলিশের বেরিকেড ভেঙে সচিবালয়ের মেইন গেইটের সামনে এসে দাঙ্গা সৃষ্টি করে। গেইট ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে। তখন তাদের বাধা দিলে কর্তব্যরত পুলিশ, সেনাবাহিনী ও আনসার বাহিনীসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে হত্যার উদ্দেশ্যে লাঠিসোঁটা, ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। এতে অনেকে গুরুতর আহত হন। এ ছাড়া সরকারি গাড়ি ভাঙচুর করে ক্ষতি সাধন, বিভিন্ন ধরনের ভয়ভীতি ও হুমকি প্রদান করে।

শিক্ষা উপদেষ্টা সি আর আবরারের পদত্যাগের দাবিতে মঙ্গলবার শিক্ষার্থীরা সচিবালয়ের ফটক ভেঙে ভেতরে ঢুকে পড়ার পর আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে সংঘাতে পুরো এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়।

পুলিশ লাঠিপেটা করে, টিয়ারশেল ও সাউন্ড গ্রেনেড ছুড়ে বিক্ষোভকারীদের সচিবালয়ের ভেতর থেকে বের করতে পারলেও আশপাশের এলাকায় কয়েক ঘণ্টা ধরে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া এবং সংঘর্ষ চলে।

এই সংঘর্ষের মধ্যে আহত ৬৬ শিক্ষার্থী ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে যায়।

উত্তরার দিয়াবাড়িতে মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে সোমবার জঙ্গি বিমান বিধ্বস্ত হয়ে হতাহতের ঘটনায় মঙ্গলবারের এইচএসসি পরীক্ষা স্থগিতের দাবি ওঠে। মন্ত্রণালয়ের দীর্ঘসূত্রতায় পরীক্ষা স্থগিতের সেই ঘোষণা আসে সোমবার রাত ৩টার দিকে। অনেক শিক্ষার্থীর কাছে সেই খবর না পৌছানোয় কেন্দ্রে গিয়ে ফিরে আসতে হয় তাদের।

বিচারপতি মানিকের ৯০০ কোটি টাকার

কমিটি রাজউক বরাবর চিঠি প্রেরণ করে।

অভিযোগ রয়েছে, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে প্রভাব খাটিয়ে জাল নথি তৈরি করে পাঁচ একর জমি পৈত্রিক সম্পত্তি হিসেবে দেখান বিচারপতি মানিক। পরে সেখানে নিজস্ব ডেভেলপার দিয়ে সাতটি বহুতল ভবন নির্মাণ করেন। যার মূল্য প্রায় ৯০০ কোটি টাকা।

এ ছাড়া তার বিরুদ্ধে সরকারি বাড়িতে থেকে ভাড়া না দেওয়া এবং অর্থ পাচার করে লন্ডনে বাড়ি কেনারও অভিযোগ রয়েছে। চিঠিতে পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে জমি বরাদ্দসহ যাবতীয় সম্পদের নথি চাওয়া হয়।

নতুন পদ্ধতিতে গঠন হবে নির্বাচন

যার নেতৃত্বে থাকবেন জাতীয় সংসদের স্পিকার। কমিটির সদস্য হিসেবে থাকবেন ডেপুটি স্পিকার (বিরোধী দল থেকে নির্বাচিত), প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীদলীয় নেতা এবং প্রধান বিচারপতির প্রতিনিধি হিসেবে আপিল বিভাগের একজন বিচারপতি। কমিটি বিদায়ী কমিশনের মেয়াদ শেষ হওয়ার ৯০ দিন আগে প্রার্থী অনুসন্ধান শুরু করবে। যোগ্যতা-অযোগ্যতা, প্রার্থী আহ্বান এবং অনুসন্ধান পদ্ধতি নির্ধারিত হবে সংসদে প্রণীত আইনের মাধ্যমে।

কমিটি অনুসন্ধানে প্রাপ্ত প্রার্থীদের জীবনবৃত্তান্ত স্বচ্ছভাবে যাচাই-বাছাই করে সর্বসম্মতিক্রমে একজনকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং প্রতিটি কমিশনার পদের জন্য একজন করে নাম রাষ্ট্রপতির কাছে সুপারিশ করবে। রাষ্ট্রপতি তাদের নিয়োগ দেবেন পাঁচ বছরের জন্য। স্পিকারের অধীনে সংসদ সচিবালয় এই কমিটিকে প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রদান করবে। বিদ্যমান ১১৮ অনুচ্ছেদের ২, ৪, ৫(ক) এবং ৬ উপ-অনুচ্ছেদ অপরিবর্তিত থাকবে। তবে ৫ উপ-অনুচ্ছেদে একটি নতুন অংশ যোগ করার বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে, যেখানে জাতীয় সংসদের জবাবদিহিতার আওতায় কমিশনের জন্য একটি আইন ও আচরণবিধি প্রণয়নের বিধান যুক্ত হবে।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ বলেন, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের পূর্বের অবস্থান থেকে গুরুত্বপূর্ণ ছাড় দিয়ে আজ যে ঐকমত্যে পৌঁছেছে, তা একটি স্বাধীন ও কার্যকর নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠার পথকে সুগম করবে। আমরা কমিশনের পক্ষ থেকে এই দায়িত্বশীল অবস্থানের জন্য সব রাজনৈতিক দলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

তিনি আরও বলেন, জুলাই মাসের মধ্যেই জাতীয় সনদ চূড়ান্ত করা সম্ভব হবে। আমরা আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখব এবং আশা করছি শিগগিরই আমরা জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে একটি পূর্ণাঙ্গ জাতীয় সনদে উপনীত হতে পারব।

সরকারবিরোধী বিক্ষোভে উত্তাল

আইনে পরিণত হয়েছে। এর মাধ্যমে দেশটির জাতীয় দুর্নীতিবিরোধী ব্যুরো (এনএবিইউ) এবং বিশেষায়িত দুর্নীতি দমন অফিসের ওপর অধিক কর্তৃত্ব পাবেন প্রসিকিউটররা। দেশের উচ্চ পর্যায়ের দুর্নীতি নিয়ে কাজ করে এ দুটি প্রতিষ্ঠান। এই আইনের মাধ্যমে নিজেদের স্বত্বাধিকারী হারানোর পাশাপাশি এসব প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করেন সমালোচকরা।

এই আশঙ্কা থেকেই মঙ্গলবার দেশটির বিভিন্ন শহরে ব্যাপক বিক্ষোভ হয়েছে। রাজধানী কিয়েভ থেকে শুরু করে এলভিভ, ডিনিপ্রো এবং ওডেসাতে এই বিল বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ করেন সাধারণ জনতা। সেখানে তারা বিভিন্ন প্লাকার্ড নিয়ে জড়ো হন। তাতে লেখা ছিল- 'এ আইন বাতিল করো, আমরা ইউরোপকে বেছে নিয়েছে, স্বৈরাচার নয়'।

অনেকেই এই আইনটিকে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা, স্বচ্ছতা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্যপদ লাভের ক্ষেত্রে ইউক্রেনের দশকব্যাপী প্রচেষ্টার প্রতি বড় বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে দেখছেন। এই বিল পাস হওয়ার কিছু দিন আগেই রাশিয়ার হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছেন এনএবিইউ এর একজন কর্মকর্তা।

বিলটিতে সই করার পক্ষে জেলেনস্কি যুক্তি দিয়ে বলেছেন, দুর্নীতিবিরোধী এসব প্রতিষ্ঠানে অনুপ্রবেশকারী রয়েছে। যার ফলে কোটি কোটি ডলারের মামলাগুলো স্থবির হয়ে আছে। বছরের পর বছর ধরে কেন এভাবে এসব দুর্নীতির মামলাগুলো ঝুলে আছে তা বোধগম্য নয় বলে উল্লেখ করেন জেলেনস্কি।

তবুও এই আইন দেশটির জন্য ভয়াবহ হতে পারে বলে মনে করেন আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক সংস্থাগুলো। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল ইউক্রেন সতর্ক করে বলেছে, আইনটি গুরুত্বপূর্ণ সুরক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে দিতে পারে। অন্যদিকে এই আইন নিয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নও প্রশ্ন তুলেছে। বলেছে, এটি গুরুতর পতন।

গভীর সংকটে দেশের রপ্তানী খাত

গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ কে আজাদ বলেছেন, ৪০ বছরের ব্যবসায়িক জীবনে রপ্তানি খাতে এমন সংকট কখনো দেখিনি। আমরা এই খাতকে সম্মানজনক অবস্থানে নিয়ে এসেছি। কিন্তু এখন হতাশ ও ক্ষুব্ধ। রোববার 'যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুল্ক: কোন পথে বাংলাদেশ'-শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে তিনি এমন মন্তব্য করেন। প্রথম আলো রাজধানীর এক হোটেলে এই গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে।

সম্প্রতি এক ব্র্যান্ড অংশীদারের সঙ্গে বৈঠকের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে এ কে আজাদ বলেন, আমার এক বড় ব্র্যান্ড হেড অফিসে ডেকে জানায়, তারা নিজ দেশের সরকারের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের অবস্থান বোঝার চেষ্টা করেছে। তাদের ভাষ্য ছিল, তোমাদের অবস্থান দুর্বল, ভালো ফল আশা করা যাচ্ছে না। এটা শুনে তিনি হতাশ হয়ে পড়েন। এ নিয়ে এ কে আজাদ একাধিক উপদেষ্টাকে ফোন করেন। তিনি বলেন, সবাই বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেন। পরদিন বাণিজ্য উপদেষ্টা তাকে ফোন করে বলেন, তিনি নাকি হইচই ফেলে দিয়েছেন, সবাই বাণিজ্য উপদেষ্টাকে ফোন করছেন।

এ কে আজাদ আরও বলেন, উপদেষ্টা জানান, ৯৫ শতাংশ সমস্যা তারা সমাধান করেছেন। বাকি ৫ শতাংশ নিয়ে তিনি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে কাজ করছেন। আলোচনায় অংশ নিয়ে ব্যবসায়ীরা কী করবেন। তার যুক্তি যদি ২ থেকে ৩ হাজার কোটি টাকার রাজস্ব কমও আসে, কিন্তু ৫ বিলিয়ন বা ৫০০ কোটি ডলারের অতিরিক্ত রপ্তানি হলে দেশের লাভই বেশি হবে। এই উদ্যোগে তিনি সফল হবেন বলে মনে করেন। এই পরিস্থিতিতে এ কে আজাদ ক্রেতাদের অবস্থান তুলে ধরে বলেন, আমার এক ক্রেতা ই-মেইলে জানান, ১ তারিখ থেকে বাংলাদেশের ওপর যে শুল্ক বসবে, তা সরানো না গেলে শুল্কের ৩৫ শতাংশ আমাকে বহন করতে হবে। এখন প্রশ্ন হলো, আমি সেই শুল্ক কীভাবে বহন করবো।

ইন্দোনেশিয়ার অভিজ্ঞতা তুলে ধরে এ কে আজাদ বলেন, আমার ইন্দোনেশিয়ায় এক যৌথ উদ্যোগ আছে। সেখানে সরকার ও ব্যবসায়ীরা একসঙ্গে কাজ করছেন। লবিস্ট নিয়োগ করেছেন, প্রতিটি স্তরে আলোচনা করেছেন। অথচ বাংলাদেশে আমরা এমন সুযোগ পাইনি। এ কে আজাদ বলেন, সবার ধারণা, আমাদের মাথার ওপর একজন আছেন। তিনি এটা ফুঁ দিয়ে দেবেন আর সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। যার জন্য আমাদের কোনোরকম মূল্যায়ন করা হচ্ছে না, কোনো লবিস্ট নিয়োগের চিন্তা করা হচ্ছে না।

অনুষ্ঠানে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিংয়ের (সানেম) নির্বাহী পরিচালক সেলিম রায়হান বলেন, বাংলাদেশের দর-কষাকষির অভিজ্ঞতা নেই। পাল্টা শুল্ক অন্য দেশের তুলনায় আমাদের দর-কষাকষি হতাশ করেছে। তিনি বলেন, মালয়েশিয়া নন-ডিসক্লোজার অ্যাগ্রিমেন্ট (এনডিএ) থাকা সত্ত্বেও তারা জটিল ইস্যুগুলো নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশীজনের সঙ্গে বৈঠক করছে। সেলিম রায়হান বলেন, ডব্লিউটিও কার্যত অকার্যকর। যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে পাল্টা শুল্ক আরোপ করেছে তাতে বোঝা যায়, তারা খুব একটা ডব্লিউটিও'র নিয়ম মেনে চলছে না। শুধু যুক্তরাষ্ট্রই নয়, অন্য শক্তিশালী দেশ, যেমন ভারত, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া ও ব্রাজিল নিজেদের স্বার্থে দ্বিপক্ষীয় আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা কেউই বাস্তবে ডব্লিউটিওকে সেভাবে গুরুত্ব দিচ্ছে না। আপাতত বাংলাদেশের উচিত ডব্লিউটিও নির্ভরতা না বাড়িয়ে বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনায় এগোনো।

বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজের (বিসিআই) সভাপতি আনোয়ার উল আলম চৌধুরী পারভেজ বলেন, শুল্ক নিয়ে আলোচনা ও দর-কষাকষির ক্ষেত্রে সরকার যদি মনে করে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দর-কষাকষির মাধ্যমে তারা ভারত, ভিয়েতনাম বা কম্বোডিয়ার চেয়ে ভালো সুবিধা আনতে পারবে; ব্যবসায়ীদের সম্পৃক্ত করার দরকার নেই, এজন্য আমলাতন্ত্রই যথেষ্ট; দর-কষাকষির জন্য যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য প্রতিনিধি (ইউএসটিআর) একমাত্র জায়গা। তাহলে বলবো, আমরা সমস্যা নিজেরাই ডেকে নিয়ে আসছি। সরকারের মনোভাবের পরিবর্তন প্রয়োজন উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমরা আসলে কী চাই, তা পরিষ্কার করে জানানো। রপ্তানি খাতটি শুধু বৈদেশিক মুদ্রা আয়েরই মাধ্যম নয়, একইসঙ্গে বৈদেশিক বিনিয়োগ ও বিপুল কর্মসংস্থানও জড়িত। এগুলো মাথায় রাখতে হবে।

এ্যাপেক্স ফুটওয়্যারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর বলেন, ইউরোপের বাজারে প্রবৃদ্ধি কমে গেছে, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে কমেনি। মাঝে মাঝে আমি খুব ব্যথিত হই, যখন আমাদের বলা হয় নতুন বাজার খুঁজে বের করুন। কিন্তু আমরা কীভাবে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ভোক্তাপণ্যের বাজার ছেড়ে রাতারাতি নতুন বাজার পাবো- এটা সম্ভব নয়। চীন প্রসঙ্গে নাসিম মঞ্জুর বলেন, চীন থেকে কিছু উৎপাদন সরে আসছে। যুক্তরাষ্ট্র চীনের পণ্যে যতই শুল্ক হ্রাস-বৃদ্ধি করুক না কেন, চীনে এ ধরনের শ্রমঘন শিল্প থাকবে না। কারণ, চীন-ই তা চায় না। এই শিল্প স্থানান্তরের সুবিধা বাংলাদেশের পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল, এখনো আছে; কিন্তু বাংলাদেশে গত তিন থেকে ছয় মাসে তেমন কোনো পরিবেশ দেখা যায়নি।

তিনি বলেন, অনেক ক্রেতা ক্রয়াদেশ দেয়ার পর স্থগিত করেছে। তারা এখন ধীরে সুস্থে কাজ দিতে চায়। এমনকি তারা এ-ও জিজ্ঞেস করছে, যদি ট্রাম্পের নতুন পাল্টা শুল্ক আরোপিত হয়, তোমরা (বাংলাদেশি রপ্তানিকারক) তার কতো ভাগের দায় নিতে পারবে। কিন্তু বিষয়টি হলো, বাংলাদেশের রপ্তানিকারকরা খুবই কম মুনাফায় কাজ করেন। এই বাস্তবতায় ৩৫ বা ৩২ শতাংশ শুল্কের ভাগ বহন করার মতো সক্ষমতা আমাদের নেই।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হওয়া বাংলাদেশি পণ্যের ওপর যে ৩৫ শতাংশ 'পাল্টা' শুল্ক আরোপ করেছে, সেই শুল্কের হার কিছুটা কমবে বলে আশা করছেন অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ।

তিনি বলেন, 'আলোচনা করতে আগামী ১ আগস্টের আগেই বাণিজ্য উপদেষ্টা প্রতিনিধিদল নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে যাবেন।'

বুধবার (২৩ জুলাই) সচিবালয়ে সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি এবং অর্থনৈতিক বিষয়সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন।

অর্থ উপদেষ্টা বলেন, 'আমরা আশা করছি শুল্কটা কিছুটা কমে আসবে। কারণ আমাদের মূল্যস্ফীতি তো কমছ৬.৫ বা ৭ বিলিয়ন ডলারের মধ্যে।'

বৈঠকের সিদ্ধান্ত বিষয়ে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, 'দেড় লাখ টন সার আমদানির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ইউরিয়া ও টিএসপিসহ বিভিন্ন রকম সার রয়েছে। এলএনজি আমদানির অনুমোদন দিয়েছি।

সাপ্তাহিক বাংলা পোস্টের চেয়ারম্যান শেখ মোঃ মফিজুর রহমানের জন্য দোয়া কামনা

পরিবার তার জন্য সহানুভূতি জানিয়েছেন বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক বাংলা পোস্টের অনারারী চেয়ারম্যান,বিশিষ্ট সমাজসেবী ও অবসরপ্রাপ্ত সাবেক হাউজিং অফিসার শেখ মোঃ মফিজুর রহমানের হার্টে বাই পাস সার্জারী হবে আগামী ৩১শে জুলাই লণ্ডনের সেন্ট বাথ হাসপাতালে . তাঁর সফল বাই পাস সার্জারীর জন্য দোয়া চান ।সাপ্তাহিক বাংলা পোস্টের অনারারি চেয়ারম্যান শেখ মফিজুর রহমানের অসুস্থতায় বাংলা পোস্ট পরিবার তার জন্য সহানুভূতি জানিয়েছেন এবং সুস্থতার জন্য দুআ কামনা করেছেন।

বিশ্বজুড়ে বাড়ছে চিকুনগুনিয়া

(২২ জুলাই) সংস্থাটি সতর্কবার্তায় বলেছে, যথাযথ ব্যবস্থা না নিলে ভাইরাসটি আবারও ২০০৪-২০০৫ সালের মতো বৈশ্বিক মহামারিতে রূপ নিতে পারে।

সাংবাদিকদের ব্রিফ করতে গিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার চিকিৎসা কর্মকর্তা দিয়ানা রোহাস আলভারেজ বলেন, বিশ্বের ১১৯টি দেশের প্রায় ৫৬০ কোটি মানুষ বর্তমানে চিকুনগুনিয়া ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। তীব্র জ্বর, প্রচণ্ড জয়েন্ট ব্যথা এবং দীর্ঘমেয়াদি শারীরিক অক্ষমতা সৃষ্টি করতে সক্ষম এই ভাইরাসটির কোনো নির্দিষ্ট চিকিৎসা নেই।

দিয়ানা আরও বলেন, ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হতে দেখছি আমরা। চিকুনগুনিয়ার আগের মহামারি শুরু হয়েছিল দ্বীপাঞ্চলগুলোতে। ২০০৪-২০০৫ সালের সেই প্রাদুর্ভাবে সারা বিশ্বে প্রায় ৫ লাখ মানুষ আক্রান্ত হন। চিকুনগুনিয়ার নতুন প্রকোপ শুরু হয়েছে মূলত ২০২৫ সালের শুরুর দিক থেকে। ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপ লা রিইউনিয়ন, মায়োত ও মরিশাসে বড় ধরনের প্রকোপ দেখা দিয়েছে। এর মধ্যে কেবল লা রিউনিওন দ্বীপেই এক-তৃতীয়াংশ জনগোষ্ঠী সংক্রমিত হয়ে পড়েছে।

এর পাশাপাশি, ভাইরাসটি ইতোমধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে মাদাগাস্কার, সোমালিয়া ও কেনিয়ায়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতেও মহামারি পর্যায়ের সংক্রমণ দেখা যাচ্ছে, যার মধ্যে ভারত অন্যতম।

বিশেষ উদ্বেগের বিষয় হলোঃইউরোপে চিকুনগুনিয়া ভাইরাস বহন করে আসা রোগীর সংখ্যা বাড়ার পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়েও সংক্রমণ ছড়ানোর ঘটনা ধরা পড়ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে, ১ মে থেকে কেবল ফ্রান্সেই প্রায় ৮০০ জন 'ইমপোর্টেড' বা বিদেশফেরত চিকুনগুনিয়া রোগীর সন্ধান পাওয়া গেছে। এছাড়া ফ্রান্সের দক্ষিণাঞ্চলের একাধিক এলাকায় ১২টি 'লোকাল ট্রান্সমিশন' বা স্থানীয় সংক্রমণের ঘটনা শনাক্ত হয়েছে।

চিকুনগুনিয়া ভাইরাসটির নির্দিষ্ট কোনো চিকিৎসা নেই। এটি মূলত টাইগার মশা নামে পরিচিত এডিস প্রজাতির মশার মাধ্যমে ছড়ায়। এই মশা ডেঙ্গু ও জিকা ভাইরাসও বহন করে থাকে। দিনের বেলা কামড়ানো এই মশা দ্রুত ও ব্যাপকভাবে ভাইরাস ছড়ায়।

তত্ত্বাবধায়কের গঠন পদ্ধতিতে রাজি

হবেন প্রধান উপদেষ্টা।

তবে এতে রাজি নয় এনসিপিসহ অধিকাংশ দল। তারা কমিশনের প্রস্তাবমতো সরকার, বিরোধী দল এবং তৃতীয় বৃহত্তম দলের দেওয়া নাম থেকে পছন্দক্রম অনুযায়ী ভোটে প্রধান উপদেষ্টা নির্বাচন চায়।

গত মঙ্গলবার রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে ঐকমত্য কমিশনের সংলাপে দলগুলো এ অবস্থান জানায়। কমিশনের প্রস্তাব ছিল, দলীয় প্রধান এবং সংসদ নেতা হতে পারবেন না প্রধানমন্ত্রী। বিএনপিসহ পাঁচ দল এতে রাজি না হলেও, অধিকাংশ দল একমত হওয়ায় কমিশন এই বিষয়ে 'নোট অব ডিসেন্ট' দেওয়ার সুযোগ রেখে ঐকমত্য ঘোষণা করেছে। কমিশন বলছে, যেসব দল এই প্রস্তাবে রাজি নয়, তারা নির্বাচনী ইশতেহারে বিষয়টি উল্লেখ করবে। নির্বাচনে জয়ী হলে প্রধানমন্ত্রীর সংসদ নেতা এবং দলীয় প্রধান হওয়ার সুযোগ রেখে সংবিধান সংশোধন করতে পারবে।

সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর নিয়োগে প্রধানমন্ত্রীর একচ্ছত্র ক্ষমতা কমাতে প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীদলীয় নেতা, স্পিকার, বিরোধীদলীয় ডেপুটি স্পিকার, তৃতীয় বৃহত্তম দলের প্রতিনিধি, রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি এবং প্রধান বিচারপতির মনোনীত আপিল বিভাগের একজন বিচারপতিসহ ৭ সদস্যের কমিটি গঠনের নতুন প্রস্তাব করেছে কমিশন। তবে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) নিয়োগের প্রক্রিয়া এর বাইরে রাখা হয়েছে। এর আগে জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিলের (এনসিসি) মাধ্যমে এসব পদে নিয়োগের প্রস্তাব রাখা হয়েছিল। বিএনপির বিরোধিতায় এই প্রস্তাব থেকে সরে আসে কমিশন।

তত্ত্বাবধায়ক নিয়ে অচলাবস্থা

সংলাপের পর কমিশনের সহসভাপতি আলী রীয়াজ বলেছেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গঠন পদ্ধতি নিয়ে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। জামায়াত, এনসিপিসহ সংলাপে অংশ নেওয়া তিন-চতুর্থাংশ দল ও জোট একমত হয়েছে প্রধানমন্ত্রী ও দলীয় প্রধান একই ব্যক্তি হওয়া উচিত নয়। কিছু দল ভিন্নমত দিয়েছে। তাদের 'নোট অব ডিসেন্ট' দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে তাদের অবস্থান পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানানো হয়েছে।

গত মঙ্গলবারের সংলাপে বিএনপি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বাছাইয়ে প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীদলীয় নেতা, স্পিকার এবং বিরোধীদলীয় ডেপুটি স্পিকারকে নিয়ে কমিটি গঠনের প্রস্তাব করে। জামায়াত এই কমিটিতে তৃতীয় বৃহত্তম দলকে অন্তর্ভুক্তের প্রস্তাব করলে বিএনপি তা মেনে নেয়। বিএনপি প্রস্তাব করেছে, প্রধান উপদেষ্টা পদের জন্য সরকারি এবং বিরোধী দল পাঁচজনের করে নাম প্রস্তাব করবে। তৃতীয় বৃহত্তম দল দুটি নাম প্রস্তাব করবে। জামায়াত প্রস্তাব করেছে, সরকারি ও বিরোধী দল তিনজন করে নাম দেবে।

কমিশনের প্রস্তাব, প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীদলীয় নেতা, স্পিকার, বিরোধী দলের ডেপুটি স্পিকার এবং সংসদের তৃতীয় বৃহত্তম দলের প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত বাছাই কমিটি দলগুলোর প্রস্তাবিত নাম থেকে প্রধান উপদেষ্টা পদে একজন বাছাই করবে। এরপরের দুই ধাপেও বাছাই সম্ভব না হলে কমিটির সদস্যরা র‍্যাঙ্ক চয়েজ ভোটে নির্বাচিত করবেন। বিএনপি ও জামায়াত ভোটে রাজি হয়নি। বিএনপি ও জামায়াত চায়, কমিটির মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ সম্ভব না হলে সাবেক প্রধান বিচারপতিদের মধ্য থেকে নিয়োগ করা হবে। এনসিপিসহ অন্যরা এতে রাজি নয়।

আলী রীয়াজ বলেছেন, বিএনপি, জামায়াতসহ কয়েকটি দল র‍্যাঙ্ক চয়েজে একমত না হওয়ায় অচলাবস্থা রয়েছে।

দলগুলো যা বলল

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেন, বিএনপি প্রস্তাব করেছে সর্বসম্মতিক্রমে কমিটি প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ দেবে।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতায় তা সম্ভব কিনা? নাকি বিএনপি সরকারের হাতে প্রধান উপদেষ্টার নিয়োগ রাখতে চায়এসব প্রশ্নে সালাহউদ্দিন বলেছেন, একানব্বই এবং ছিয়ানব্বইয়ে সর্বসম্মতিক্রমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার এসেছিল।

জামায়াতের নায়েবে আমির ডা. সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাঠামো নিয়ে প্রাথমিকভাবে কিছু বিষয়ে ঐকমত্য এসেছে। জামায়াত ভোট চায় না, যাতে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে না পারে। ভোট হলে হর্স ট্রেডিং হতে পারে। ঐকমত্য না হলে বিচার বিভাগ থেকে প্রধান উপদেষ্টা হবেন।

সন্তান হারানো মাতা-পিতার প্রতি নবীর সান্ত্বনা

কাসেম শরীফ

বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর প্রশিক্ষণ বিমান উত্তরার মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের একটি ভবনে বিধ্বস্ত হয়ে বহু হতাহতের ঘটনায় গোটা বাংলাদেশে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। স্বজনদের আহাজারিতে আকাশ-বাতাস ভারি হয়ে ওঠেছে। নিহতদের বেশির ভাগ কোমলমতি নিষ্পাপ শিশু হওয়ায় হৃদয় থেকে হৃদয়ে রক্তক্ষরণ সংক্রমিত হয়েছে। নিহতদের স্বজনদের সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা আমাদের নেই।

তবু মহানবী (সা.)-এর মুখনিঃসৃত বাণী থেকে সান্ত্বনা খোঁজার চেষ্টা করছি:

মৃত শিশুসন্তান মা-বাবার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দাঁড়িয়ে থাকবে : মৃত্যুবরণকারী শিশুসন্তান মা-বাবার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দাঁড়িয়ে থাকবে। কুররা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) যখন বসতেন, তখন সাহাবিদের অনেকে তাঁর কাছে এসে বসতেন। তাঁদের মধ্যে একজন সাহাবির ছোট একটি শিশুপুত্র ছিল। তিনি তাঁর ছেলেকে পেছন দিক থেকে নিজের সামনে এনে বসাতেন।

একদিন সে ছেলেটি মৃত্যুবরণ করল। ফলে সে সাহাবি খুব বিষণ্ন হয়ে পড়লেন। ছেলের শোকে তিনি নবীজি (সা.)-এর মজলিসে উপস্থিত হতেন না। কয়েক দিন তাঁকে না দেখে রাসুলুল্লাহ (সা.) জিজ্ঞাসা করলেন, 'অমুক ব্যক্তিকে দেখছি না কেন?' সাহাবিরা বলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! আপনি তার যে ছোট ছেলেকে দেখেছিলেন সে মৃত্যুবরণ করেছে। পরে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে রাসুলুল্লাহ (সা.) জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমার সে ছেলেটির কী হয়েছে?' তিনি বলেন, ছেলেটির মৃত্যু হয়েছে। তখন নবীজি (সা.) তাকে সান্ত্বনা দিয়ে ধৈর্য ধারণ করতে বলেন। তারপর বলেন, 'হে অমুক! তোমার কাছে কোনটা বেশি পছন্দনীয়, তার দ্বারা তোমার পার্থিব জীবন সুখময় করা, নাকি কাল কিয়ামতে জান্নাতের যে দরজা দিয়ে তুমি প্রবেশ করতে চাইবে তাকে সেখানেই পাওয়া, যেখানে সে পৌঁছে তোমার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দেবে?' তিনি বলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! বরং সে আমার জান্নাতের দরজায় গিয়ে আমার জন্য দরজা খুলে দেবে; এটাই আমার কাছে অধিক পছন্দনীয়।' তখন রাসুল (সা.) বলেন, 'তাহলে তোমার জন্য তাই হবে।' (নাসায়ি, হাদিস : ২০৯০)

অপ্রাপ্তবয়স্ক মৃত সন্তানের মা-বাবা জান্নাতে যাবে : সন্তান হারানো মা-বাবার জন্য এর চেয়ে বড় সান্ত্বনা আর কী হতে পারে? তাঁদের জন্য জান্নাতের প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

আনাস ইবনে মালিক (রা.) বলেন, আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেছেন, যেকোনো মুসলিম ব্যক্তির এমন তিনটি (সন্তান) মারা যাবে, যারা প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি, আল্লাহ তাদের প্রতি বিশেষ রহমতে তাদের মা-বাবাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। (বুখারি, হাদিস : ১৩৮১)

ছোট বয়সে মৃত্যুবরণকারী শিশু জান্নাতের প্রজাপতির মতো : আবু হাসসান (রহ.) বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা.)-কে বললাম, আমার দুটি সন্তান মারা গেছে। আপনি কি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর থেকে এমন একটি হাদিস বর্ণনা করবেন, যাতে আমরা অন্তরে সান্ত্বনা পেতে পারি? তখন আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, হ্যাঁ, আমি নবীজি (সা.)-কে বলতে শুনেছি, ছোট বয়সে মৃত্যুবরণকারী সন্তানরা জান্নাতের প্রজাপতির মতো। তাদের কেউ যখন পিতা কিংবা মাতা-পিতা উভয়ের সঙ্গে মিলিত হবে, তখন তার পরিধানের কাপড় কিংবা হাত ধরবে, যেভাবে এখন আমি তোমার কাপড়ের আঁচল ধরেছি। এরপর সেই কাপড় কিংবা হাত আর ছাড়বে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা তাকে তার মা-বাবাসহ জান্নাতে প্রবেশ না করাবেন। (মুসলিম, হাদিস : ৬৩৭০)

আগুনে দগ্ধ ব্যক্তি শহীদ : উত্তরার মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের ভবনে বিমান বিধ্বস্ত হয়ে যারা মারা গেছে, তাদের অনেকে আগুনে দগ্ধ হয়েছে। এমন মৃত্যুকে ইসলামে শহীদি মৃত্যু হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) আগুনে পুড়ে মরা ব্যক্তিকে শহীদ বলে আখ্যা দিয়েছেন। আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে জাবের তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর পিতা জাবের (রা.)-কে তাঁর রোগশয্যায় দেখতে গেলেন। তাঁর কাছে গিয়ে দেখলেন নারীরা কেঁদে কেঁদে বলছে, আমরা মনে করেছিলাম, তুমি আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়ে মৃত্যুবরণ করবে। তখন মহানবী (সা.) বলেন, আল্লাহর রাস্তায় শহীদ না হলে তোমরা কাউকে শহীদ মনে করো না? এমন হলে তো তোমাদের শহীদের সংখ্যা অতি অল্পই হবে। আল্লাহর রাস্তায় নিহত ব্যক্তি শহীদ, পেটের পীড়ায় মৃতও শহীদ, আগুনে পুড়ে মৃত ব্যক্তিও শহীদ, পানিতে ডুবে মৃত ব্যক্তিও শহীদ, কোনো কিছুর নিচে চাপা পড়ে মৃত ব্যক্তিও শহীদ, নিউমোনিয়াজাতীয় কঠিন পীড়ায় মৃত ব্যক্তিও শহীদ, যে নারী গর্ভাবস্থায় মৃত্যুবরণ করে সেও শহীদ...। (আবু দাউদ, হাদিস : ৩১১১)

মা-বাবার জন্য জান্নাতে ঘর নির্মাণের ঘোষণা : শিশুসন্তান হারানো মা-বাবার জন্য তৎক্ষণাৎ জান্নাতে ঘর নির্মাণের ঘোষণা এসেছে হাদিস শরিফে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, কোনো বান্দার কোনো সন্তান মারা গেলে তখন আল্লাহ তাআলা তাঁর ফেরেশতাদের প্রশ্ন করেন, তোমরা আমার বান্দার সন্তানকে কি ছিনিয়ে আনলে? তারা বলে, হ্যাঁ। আবার আল্লাহ তাআলা প্রশ্ন করেন, তোমরা তার হৃদয়ের টুকরাকে ছিনিয়ে আনলে? তারা বলে, হ্যাঁ। আবার তিনি প্রশ্ন করেন, তখন আমার বান্দা কী বলেছে? তারা বলে, সে আপনার প্রতি প্রশংসা করেছে এবং ইন্না লিল্লাহ...পাঠ করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, জান্নাতের মধ্যে আমার এই বান্দার জন্য একটি ঘর তৈরি করো এবং তার নাম রাখো বাইতুল হামদ বা প্রশংসালয়। (তিরমিজি, হাদিস : ১০২১)

ইবরাহিম (আ.)-এর তত্ত্বাবধানে প্রতিপালন : দুনিয়া থেকে চলে যাওয়া শিশুসন্তানরা জান্নাতের পাহাড়ে অবস্থান করে। তাদের লালন-পালন করেন ইবরাহিম (আ.) ও সারা (আ.)। কিয়ামতের দিন তাদেরকে তাদের মা-বাবার কাছে ফেরত দেওয়া হবে। (সহিহুল জামে, হাদিস : ১০২৩)

আল্লাহর সাহায্য লাভের সহজ উপায়

হাফেজ আবিদ হাসান

আল্লাহ তায়ালার সাহায্য ছাড়া মানুষ অসহায়। প্রতিটি মুহূর্তে আমরা তাঁর সাহায্যের মুখাপেক্ষী। তাই তো নামাজের প্রতিটি রাকাতে বলি,

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

'আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য চাই।' (সুরা ফাতিহা, আয়াত : ৪)

এই সাহায্য লাভের একটি সহজ ও বাস্তব উপায় হলো "অন্যকে সাহায্য করা"।

হাদিসে এসেছে:

وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

'বান্দা যখন তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকে, আল্লাহও তার সাহায্যে থাকেন ' (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২৬৯৯)

মানুষকে সাহায্য মানে কেবল দান নয়; কাজের সহযোগিতা, পরামর্শ, কিংবা উপযুক্ত পথ দেখিয়ে দেওয়াও এর অন্তর্ভুক্ত।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

تُعِينُ صَانِعًا أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ

'কারিগরকে সাহায্য করো, অথবা কোনো অক্ষমের হয়ে কাজ করো।' (বুখারি, হাদিস ২৫১৮; মুসলিম, হাদিস: ৮৪)

বিখ্যাত সাহাবি সালমান ফারসি (রা.)-এর ঘটনা তার উজ্জ্বল প্রমাণ। তিনি দাসত্ব থেকে মুক্তি পেতে ৩০০ খেজুর গাছ ও ৪০ উকিয়া স্বর্ণের শর্তে চুক্তিবদ্ধ হন।

রাসুলুল্লাহ (সা.) সাহাবিদের সাহায্যে আহ্বান জানান, আর সাহাবায়ে কেরাম নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী চারা দেন। নবীজি (সা.) নিজ হাতে সেগুলো রোপণ করেন। (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস: ২৩৭৩৭)

আমাদের পূর্বসূরি অনেক আলেমগণের এমন অনেক ঘটনা রয়েছে। দেওবন্দের প্রধান মুফতি ছিলেন মুফতী আযীযুর রহমান রাহ.।

তিনি এশরাক নামাযের পরে প্রতিবেশী বিধবা মহিলাদের ঘরের সামনে গিয়ে জিজ্ঞেস করতেন, কার কী বাজার লাগবে? তালিকা নিয়ে সবার বাজার করে দিতেন। কখনো কারও কিছু আনতে ভুল হলে আবার যেতেন। (দ্র. আকাবিরে দেওবন্দ কিয়া থে, পৃষ্ঠা ১০১)

মানুষকে সহযোগিতা করতে গিয়ে সাহাবায়ে কেরাম ও আমাদের আকাবির-আসলাফ নাম যশ খ্যাতির কথা ভাবেননি। নিজের সুনাম প্রচার করার জন্য এসব করেননি। সুখ্যাতি পাওয়ার আশায় করেননি।

কারণ সাহায্যের এ চর্চা শুধু ব্যক্তি নয়, সমাজ ও জাতিকেও আলোকিত করে। আর এ কাজের সর্বোচ্চ পুরস্কার হচ্ছে আল্লাহর সাহায্য।

মহানবী (সা.) বলেছেন-

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

'যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোনো মুসলমানের কষ্ট লাঘব করে, আল্লাহ কিয়ামতের দিনে তার কষ্ট দূর করবেন।' (মুসলিম, হাদিস: ২৬৯৯)

আসুন! নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী আমরা অন্যের সাহায্যে এগিয়ে আসি। হয়তো একটি ছোট্ট সাহায্যই দুনিয়া ও আখেরাতে আমাদের ভাগ্য বদলে দিতে পারে। আমীন।

হজ থেকে ফিরলে হাজিদের শুভেচ্ছা জানানো সুন্নত

পোস্ট ডেস্ক : হজ ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের মধ্যে অন্যতম। হজ পালনকারীরা আল্লাহর মেহমান। হজে মাবরুরের প্রতিদান হলো একমাত্র জান্নাত। হজ পালনকারী গুনাহ থেকে মুক্ত হয়ে যান।

হাজিদের অভ্যর্থনা জানানো মুস্তাহাব বা উত্তম আমল।

এ বিষয়ে ইমাম বুখারি (রহ.) সহিহ বুখারিতে 'হজ থেকে আগমনকারী হাজিদের স্বাগত জানানো' নামে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন। (অধ্যায়-২৬, অনুচ্ছেদ-১৩) সেখানে তিনি বর্ণনা করেছেন, সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করিম (সা.) মক্কায় এলে আবদুল মুত্তালিব গোত্রীয় কয়েকজন তরুণ তাঁকে স্বাগত জানায়। তিনি একজনকে তাঁর সাওয়ারির সামনে ও অন্যজনকে পেছনে তুলে নেন।

(সহিহ বুখারি, হাদিস : ১৭৯৮, ৫৯৬৮, ৫৯৬৬)

হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানি (রহ.) ও ইমাম শিহাবুদ্দীন আল-কাসতালানি (রহ.) বলেন, এ হাদিস থেকে প্রমাণিত হয় যে হজ থেকে প্রত্যাবর্তনকারী হাজিদের অভ্যর্থনা জানানো জায়েজ ও উত্তম। (ফতহুল বারি, ৩/৬১৯; ইরশাদুস সারি, ৩/২৭৮)।

আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা.) বলেন, নবী করিম (সা.) যখন সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করতেন তখন আমাদের দ্বারা তাকে স্বাগতম জানানো হতো। একবার আমাকে ও হাসান অথবা হুসাইনের দ্বারা স্বাগতম জানানো হলো।

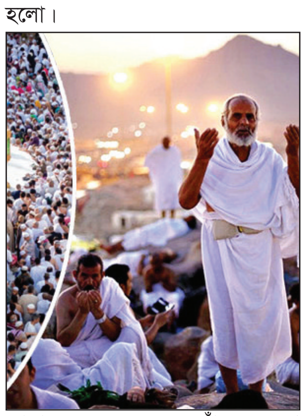

আমাদের একজনকে তাঁর সম্মুখে বসালেন, আর অন্যজনকে তাঁর পশ্চাতে। এভাবে আমরা মদিনায় প্রবেশ করলাম। (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২৪২৮)

হাজিদের সঙ্গে মুসাফাহা করা

হাজিদের সঙ্গে মুসাফাহা, কোলাকুলি করা ও তাঁদের দিয়ে দোয়া করানো মুস্তাহাব। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যখন তুমি কোনো হাজির সাক্ষাৎ পাবে তাকে সালাম দেবে, মুসাফাহা করবে আর তাকে অনুরোধ জানাবে, তিনি যেন তোমার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান তার ঘরে প্রবেশের আগেই। কারণ তিনি (হাজি) ক্ষমাপ্রাপ্ত ব্যক্তি।

' (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ৫৩৭১)

আত্মীয়-স্বজন ও গরিবদের খাওয়ানো

হজ থেকে ফিরে শুকরিয়াস্বরূপ আত্মীয়-স্বজন ও গরিব-মিসকিনদের খাবারের দাওয়াত দেওয়া উত্তম। ইসলামের পরিভাষায় সে খাবারকে 'নকিয়াহ' বলা হয়। রাসুল (সা.) যখন মদিনায় ফিরতেন তখন তিনি একটি উট অথবা একটি গরু জবেহ করতেন।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৩০৮৯)

উক্ত হাদিসের ব্যাখ্যায় ইবনে বাত্তাল (রহ.) বলেন, 'সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের পর মানুষকে খাওয়ানো মুস্তাহাব এবং এটি পূর্ববর্তীদের আমল।' (ফাতহুল বারি, ৬/১৯৪)

তবে অহংকার, লোক দেখানো ও বিশেষ উদ্দেশ্য সামনে রেখে এমন দাওয়াতের ব্যবস্থা করা এবং অপচয় করাকে ইসলাম অনুমোদন করে না।

সপ্তাহের নামাযের সময় সূচী

তারিখ	ফজর	সূর্যদয়	যোহর	আছর	মাগরিব	ইশা
২৫.০৭.২৫ শুক্রবার	3:22	4:54	01:45	6:39	9:25	10:45
২৬.০৭.২৫ শনিবার	3:24	4:55	01:30	6:38	9:24	10:45
২৭.০৭.২৫ রবিবার	3:25	4:56	01:30	6:38	9:23	10:45
২৮.০৭.২৫ সোমবার	3:27	4:57	01:30	6:37	9:22	10:45
২৯.০৭.২৫ মঙ্গলবার	3:28	4:58	01:30	6:37	9:21	10:45
৩০.০৭.২৫ বুধবার	3:30	5:00	01:30	6:36	9:20	10:45
৩১.০৭.২৫ বৃহস্পতিবার	3:32	5:01	01:30	6:36	9:19	10:45

নামায শুরুর এই সময়সূচি লন্ডনের জন্য প্রযোজ্য।

‘মেসি মার্বেল পাথরে তৈরি, জোরালো ধাক্কাতেও এক ইঞ্চি সরাতে পারিনি’

পোস্ট ডেস্ক : স্ট্রাইকার আর গোলরক্ষকদের মধ্যে সম্পর্কটা দা-কুমড়ার। একজন গোল দিতে মরিয়া, আরেকজন সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিহত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই লড়াইয়ে কখনো জেতেন স্ট্রাইকার আবার কখনো গোলরক্ষক। তবে কিছু স্ট্রাইকার আছেন যারা অধিকাংশ সময়ই গোলরক্ষকদের ভুগিয়েছেন।

সেই তালিকায় নিশ্চিতভাবেই শুরুর দিকে থাকবেন লিওনেল মেসি। যার সামনে বেশিরভাগ গোলরক্ষককে অসহায়ের মতো গোলবারের নিচে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। স্পেন ও ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সাবেক গোলরক্ষক দাভিদ দি হেয়াও সেই দলেরই লোক। মেসির কাছে যিনি বহুবার পরাস্ত হয়েছেন।

তবে ক্যারিয়ারের শুরুতে মেসিকে নিজের শক্তি দেখানোর ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন দি হেয়া। গাভসের সামর্থ্যের সঙ্গে শারীরিক শক্তির। সেখানেও ব্যর্থ হয়েছেন ফিওরেন্টিনার গোলরক্ষক। ব্যর্থ হওয়ার বিষয়টি নিজেই স্বীকার করেছেন ৩৪ বছর বয়সী গোলরক্ষক।

জানিয়েছেন, জোরালো ধাক্কা দিয়ে এক ইঞ্চিও মেসিকে সরাতে পারেননি তিনি।

সম্প্রতি ইতালির এক সংবাদমাধ্যমকে সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় নিজের শক্তি প্রদর্শনের কথা জানান দি হেয়া। আটবারের ব্যালন ডি'অর জয়ীকে ধাক্কার বিষয়ে তিনি বলেছেন, ‘একবার সত্যি মেসিকে কাঁধ দিয়ে ধাক্কা দিয়েছিলাম। ইচ্ছা ছিল, তাকে তিন মিটার দূরে সরিয়ে দেব। তখন আমি আতলেতিকো মাদ্রিদের হয়ে খেলতাম। তরুণ ছিলাম। ইচ্ছা ছিল, আমার উপস্থিতি তাকে অনুভব করানো এবং শক্তিশালী বার্তা দেওয়া।’

শারীরিকভাবে মেসি মার্বেল পাথরের মতো শক্তিশালী ছিলেন বলে তাকে এক ইঞ্চিও সরাতে পারেননি দি হেয়া। তিনি বলেছেন, ‘বক্সের মধ্যে তাকে ব্লকড করেছিলাম এবং বল ক্লিয়ার করার আগে কাঁধ দিয়ে জোরালো এক ধাক্কা দিয়েছিলাম। আমার শরীর, কাঁধ দিয়ে সত্যি কঠিন এক ধাক্কা দিয়েছিলাম। কিন্তু এক ইঞ্চিও তাকে নড়াতে পারিনি। মনে হচ্ছিল সে পাথরের তৈরি। আমি আবারও বলছি, শক্তিশালী এক ধাক্কা ছিল, তবে তাকে নড়াতে পারিনি।’

মার্টিনেজের জন্য ইউনাইটেডের থেকে আরও অর্থ চাই ভিলার

পোস্ট ডেস্ক : হ্যামস্ট্রিং চোটে পড়ে ইংলিশ প্রিমিয়ার লীগের নতুন মৌসুমের আগেই ছিটকে গেছেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের গোলকিপার আন্দ্রে ওনানা। তাই গোলপোস্টের নিচে দ্রুতই কাউকে চায় রেড ডেভিলরা। এরই মধ্যে এমিলিয়ানো মার্টিনেজকে ধারে পেতে অ্যাস্টন ভিলাকে প্রস্তাব দেয় ইংলিশ জায়ান্টরা। তবে ওল্ড ট্রাফোর্ডের ক্লাবটির সে প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভিলা। আর্জেন্টাইন গোলকিপারের জন্য আরও অর্থ চাচ্ছে ইংলিশ ক্লাবটি।

বৃটিশ জাতীয় দৈনিক ডেইলি মেইলের তথ্যমতে, বিশ্বকাপজয়ী গোলকিপার মার্টিনেজের জন্য চলতি সপ্তাহেই ভিলার সঙ্গে আলোচনায় বসে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। তবে তাদের এই ধারের প্রস্তাব দ্রুতই প্রত্যাখান করে দিয়েছে অ্যাস্টন ভিলা। গত বছরের আগস্টে ২০২৯ পর্যন্ত ইংলিশ ক্লাবটির সঙ্গে নতুন চুক্তি করে ৩২ বছর বয়সী গোলকিপার মার্টিনেজ। তবে মৌসুম শেষ না হতেই ভিলা ছেড়ে যাবার ইঙ্গিত দেন এই আলবিসেলেস্তে গোলকিপার। ডেইলি মেইল বলছে, মার্টিনেজের জন্য ৫৪ মিলিয়ন ডলার ধার্য করেছে ভিলা, যা ইউনাইটেডের প্রস্তাবিত অর্থের চেয়ে সম্ভবত অনেকটাই কম। অন্যদিকে বেলজিয়ান গোলকিপার সেনে ল্যামেন্সের ওপরেও নজর রাখছে রুবেন আমোরিম। বর্তমানে বেলজিয়ান ক্লাব রয়্যাল অ্যান্টওয়ার্পে খেলা এই গোলকিপারের দাম অনুমিতভাবেই মার্টিনেজের চেয়ে কম হবার কথা। বর্তমানে প্রাক-মৌসুম সফরে খেলছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। চলতি মাসেই হ্যামস্ট্রিং চোটে পড়ে প্রাক-মৌসুম সফর তো বটেই, প্রিমিয়ার লীগের নতুন মৌসুমের শুরুর কয়েকটি ম্যাচ থেকেও ছিটকে গেছেন ক্যামেরুনের গোলকিপার ওনানা। এ ছাড়া দুবছর আগে ইন্টার মিলান থেকে আনা ওনানা ইউনাইটেডের ভরসার জায়গা হতে পারেননি। দুটি মৌসুমই কাটিয়েছেন রেড ডেভিল সমর্থকদের সমালোচনার মধ্য দিয়ে। অন্যদিকে দলের ব্যাক আপ গোলকিপার তুরস্কের আলতাই বায়িন্দিরও ইউনাইটেডের ভরসার প্রতীক হতে পারেননি। খেলাধুলা উপকরণের ব্র্যান্ডেড পণ্য এর আগে বিভিন্ন গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, সৌদি প্রো লীগ থেকে আসা অনেক বড় অঙ্কের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন এমিলিয়ানো মার্টিনেজ। জানা যায়, ২০২৬ বিশ্বকাপকে সামনে রেখে এখনই ইউরোপের বাইরে যেতে নারাজ তিনি। অনেক ধরণের গুঞ্জনের মধ্যেই প্রাক-মৌসুম প্রস্তুতিতে উনাই এমেরির সঙ্গে অনুশীলনে যোগ দিয়েছেন মার্টিনেজ। আসন্ন জার্মানি ও যুক্তরাষ্ট্র সফরের জন্য ভিলার প্রাথমিক দলেও রয়েছেন তিনি।

বর্ণবাদের শিকার হয়ে সোশ্যাল মিডিয়া ছাড়লেন ইংলিশ ফুটবলার

পোস্ট ডেস্ক : ইংল্যান্ড নারী ফুটবল দলের ডিফেন্ডার জেস কার্টার জানিয়েছেন, ইউরো ২০২৫ শুরু হওয়ার পর থেকে তিনি অনলাইনে বর্ণবাদমূলক আক্রমণের শিকার হচ্ছেন। এর প্রতিবাদে টুর্নামেন্ট চলাকালীন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে বিরতি নিচ্ছেন তিনি।

২৭ বছর বয়সী কার্টার ইনস্টাগ্রামে দেওয়া এক বিবৃতিতে বলেন, ‘ভক্তরা পারফরম্যান্স নিয়ে মতামত দিতে পারে, কিন্তু কারও জাতিগত পরিচয় কিংবা চেহারা নিয়ে আক্রমণ করা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। নিজেকে রক্ষা করতে এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে।

২৭ বছর বয়সী কার্টার টুর্নামেন্টে ইংল্যান্ডের চারটি ম্যাচেই শুরু থেকে খেলেছেন। তবে বৃহস্পতিবার সুইডেনের বিপক্ষে কোয়ার্টার ফাইনালে প্রথমার্ধে দুটি গোল হজম করে ইংল্যান্ড। সে ম্যাচে তার পারফরম্যান্স নিয়ে কিছুটা সমালোচনা হয়। মঙ্গলবার জেনেভায় সেমিফাইনালে ইতালির মুখোমুখি হবে ইংল্যান্ড।

চলমান ইউরোতে প্রতিটি ম্যাচ শুরুর আগে ইংল্যান্ডের খেলোয়াড়েরা ‘বর্ণবাদের বিরুদ্ধে প্রতীকী প্রতিবাদ হিসেবে’ হাঁটু গেঁড়ে বসত। তবে এই ম্যাচে তারা সেটা করবেন না।

দলের পক্ষ থেকে বলা হয়, ‘বর্ণবাদ মোকাবেলায় নতুন পথ খুঁজে বের করতে হবে। যারা অনলাইনে বিষ ছড়াচ্ছে, তাদের আইনের আওতায় আনা জরুরি।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টারমার এই ঘটনা নিন্দা জানিয়ে বলেন, ‘ফুটবল বা সমাজে বর্ণবাদের কোনো স্থান নেই। আমি জেস কার্টার এবং লায়নেসদের পাশে আছি।’

উয়েফাও এক বিবৃতিতে বলেছে, ‘ফুটবলে বা সমাজে, সরাসরি বা অনলাইনে, বর্ণবাদ ও বৈষম্য কোনোভাবেই সহ্য করা যায় না। আমরা জেসের পাশে আছি।’

পাঁচ বছরের জন্য ইউনাইটেডে এমবুমো

পোস্ট ডেস্ক : ব্রায়ান এমবুমোকে পেতে কিছুদিন আগে অর্থের অঙ্কটা বাড়ায় ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। সোমবার তাতে সায় দিয়েছে আরেক ইংলিশ ক্লাব বেন্টফোর্ড। পাঁচ বছরের চুক্তিতে ক্যামেরুনের এই ফরোয়ার্ড এখন রেড ডেভিলদের খেলোয়াড়। বৃটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির খবর অনুযায়ী, ৬ কোটি পাউন্ডে এই চুক্তি সম্পন্ন করেছে ইংলিশ জায়ান্টরা। মূল অঙ্কের সঙ্গে আনুষাঙ্গিক ৬০ লাখ পাউন্ড খরচ করতে হবে ইউনাইটেডকে।

শেষ কিছুদিনে এমবুমো আর ইউনাইটেডের চুক্তির নানা খবর উঠে আসে সংবাদমাধ্যমগুলোতে। তখনই মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে যায় এই দলদবদলের খবর। বিবিসি জানিয়েছে, মূল সময়সীমা ছয় বছরের সঙ্গে চাইলে আরও এক বছর বাড়িয়েও নিতে পারবে ইউনাইটেড। চুক্তির আনুষ্ঠানিকতা শেষে এমবুমো জানিয়েছেন, শৈশব থেকেই তিনি ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে হৃদয়ে ধারণ করেছেন। তিনি বলেন, ‘যখনই জানতে পারি যে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে যোগ দেয়ার হাতছানি রয়েছে, স্বপ্নের ক্লাবে যোগ দেয়ার সুযোগটি আমাকে নিতেই হতো। এই ক্লাবের জার্সি গায়ে দিয়েই আমি বেড়ে উঠেছি।’ এমবুমো আরও বলেন, ‘আমার সবসময়ের মানসিকতাই হলো আগের দিনের চেয়ে আরও উন্নতি করা। আমি জানি, উচ্চতা স্পর্শ করার তাড়না, রুবেন আমোরিমের (কোচ) থেকে শেখা এবং বিশ্বমানের ফুটবলারদের সঙ্গে খেলার মানসিকতা আমার আছে।’

২৫ বছর বয়সী এমবুমোর বাবা ক্যামেরুনের ও মা ফ্রান্সের নাগরিক। ফ্রান্সে জন্ম নিলেও তিনি খেলেন ক্যামেরুনের জাতীয় দলেই। এর আগে

বয়সভিত্তিক ফুটবলে ফ্রান্সের অনূর্ধ্ব-২১ দলের হয়ে খেলেন তিনি। পরে জাতীয় দল হিসেবে বেছে নেন বাবার দেশকেই। ফ্রান্সের বিভিন্ন একাডেমির হয়ে খেলার পর ১৪ বছর বয়সে স্থানীয় ক্লাব তোয়াহর একাডেমিতে যোগদান করেন এমবুমো। পরে ক্লাবটির মূল দলের হয়ে পেশাদার ফুটবলে পা রাখেন তিনি। ২০১৯-এ সেখান থেকেই দলবদলের রেকর্ড ফি গড়ে ইংলিশ ক্লাব ব্রেন্টফোর্ডে আসেন এমবুমো। প্রথম মৌসুমেই ইংলিশ ক্লাবটির হয়ে দ্যুতি ছড়ান এই রাইট উইঙ্গার, করেন লীগের চতুর্থ সর্বোচ্চ ২০ গোল।

দক্ষিণ এশিয়ার সেরা গোলরক্ষক নান্দাইলের কলা বিক্রেতার মেয়ে মিলি

পোস্ট ডেস্ক : সাফ অনূর্ধ্ব-২০ নারী চ্যাম্পিয়নশিপের শেষ ম্যাচে নেপালকে উড়িয়ে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশ। বসুন্ধরার কিংস অ্যারেনায় গত সোমবার নেপালকে ৪-০ গোলে হারিয়েছে বাংলাদেশ। টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পথে অনবদ্য অবদান রেখেছেন গোলরক্ষক মিলি আক্তার।

দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের স্বীকৃতি হিসেবে মিলি জিতেছেন টুর্নামেন্টসেরা গোলরক্ষকের পুরস্কার।

যুব পর্যায়ে দক্ষিণ এশিয়ার সেরা গোলরক্ষক মিলির বাবা একজন কলা বিক্রেতা। একজন কলা বিক্রেতার মেয়ের এমন সাফল্যে আনন্দে মেতেছে তার নিজ এলাকা নান্দাইলের বারইগ্রাম।

মিলির বাড়ি নান্দাইল উপজেলার চণ্ডীপাশার ইউনিয়নের বারইগ্রামে। মিলির বাবা সামছুল হক একজন কলা বিক্রেতা।

গত সোমবার যখন ম্যাচ চলছিল মিলির খেলা দেখতে টিভির সামনে উপচে পড়া ভিড় দেখা গেছে। মিলি যখনই বল তালুবন্দি করে তখনই তার নাম ধরে বলে চিৎকার করেন বোকাবাক্সের দর্শকেরা।

মিলির বাবা সামছুল যেখানে বসে কলা বিক্রি করেন সেই চৌরাস্তার এলাকায় ভিড় জমেছিল। অন্যদিকে মিলির কেনা এলইডি টিভিতে তার মা, ভাইবোন,

আত্মীয়স্বজন সবাই একত্রে খেলা উপভোগ করেন।

খেলা শেষে মিলি যখন সেরা গোলরক্ষকের পুরস্কার নেন তখন আনন্দে অনেকেই পটকা ফোটায়। মিষ্টিমুখ করে।

মিলি ফুটবল খেলত বলে অনেক কথা সহ্য করতে হয়েছে জানিয়ে বাবা সামছুল বলেন, ‘আমি ছোটবেলায় বল খেলতাম, তয় আমার ছেড়ির মতন অতো ভালা খেলতাম না। এই খেলা লইয়া কতজনে যে কত আজে-বাজে কথা কইছে অহন তারার মুহে ছাই দিছি।

স্থানীয় সাংবাদিক এনামুল হক বাবুল বলেছেন, ‘অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন আমাদের মিলি। ২১শে পদক পাওয়ার পর এখন আরেকটা সফলতাড় এটা নান্দাইলবাসীর জন্য অনেক গর্বের। এটা এলাকার ও নান্দাইলের জন্য বড় পাওনা। একটা ইতিহাস হয়ে থাকবে।’

নতুনের মৌলিকত্ব ও পুরোনোর অভিজ্ঞতা

শায়রুল কবির খান

নতুনের মধ্যে 'মৌলিকত্ব' ও পুরোনোতে 'গুণগত পরিবর্তন' অপরিহার্য, তবেই সমাজে-রাষ্ট্রে তা গ্রহণযোগ্যতা পায়। আর নতুনের মধ্যে মৌলিকত্ব, পুরোনোতে গুণগত পরিবর্তন না থাকলে সাময়িক আলোচনার সূত্রপাত কিংবা উৎসাহ-উদ্দীপনা তৈরি হয় বটে, কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার মোহভঙ্গ হয়।

মৌলিক ও গুণগত পরিবর্তনে সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি প্রতিষ্ঠা করেছে। স্বাধীনতার উষালগ্নেই নাগরিকদের মুক্তিযুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। '৭৫-এর পটপরিবর্তনের পর আওয়ামী লীগের বিপরীতে অবস্থানরত জনশক্তি ও জনআকাঙ্ক্ষা হতাশায় নিমজ্জিত হয়েছিল।

এমন অবস্থায় শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান (বীরউত্তম) রাষ্ট্রের নেতৃত্বে এসে জনআকাঙ্ক্ষাভিত্তিক দুটি সঠিক পদক্ষেপ নিলেন। একটি সংবিধানে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম' আর অন্যটি 'বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ'। একটি স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের চালিকাশক্তি। অন্যটি ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রতি শ্রদ্ধা। তিনি কতটা নিখুঁত আর্কিটেক্ট, ৫৬ হাজার বর্গমাইলের স্বাধীন-সার্বভৌম ভূখণ্ডে নানা ভাষা-গোষ্ঠীর নাগরিকদের বিশ্বদরবারে জাতি রাষ্ট্রের পরিচয় দিলেন, 'বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ' নামক রাজনৈতিক দর্শনের মাধ্যমে।

ইসলাম ধর্মের সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকদের ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র না করে সব ধর্মের নাগরিকের সমমর্যাদা রেখে একটি ক্যানভাসে আঁকলেন। 'বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ'-এর ভিত অনেক মজবুত ও কঠিন। তার বিপরীতে আগে ও পরে কেউ এমন জায়গা নিতে পারেননি, আর ভবিষ্যতেও পারার সম্ভাবনা নেই। এর একটি যৌক্তিক কারণও আছে। স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশে দুটি ইস্যু স্থায়ী জায়গা নিয়েছে। প্রথমটি ১৯৭১ সালের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশ। দ্বিতীয়টি, শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বীরউত্তম-এর হাত ধরে তার নীতির ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের পরিচয় সত্তা, যা 'বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ'।

শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বীরউত্তম সঠিকভাবে বুঝেছিলেন, এ অঞ্চলের নাগরিকদের মনস্তাত্ত্বিক ভাবনার বা রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার জায়গাটা কোথায়। তার ওপর দীর্ঘ নিবিড় চর্চা ও বিচক্ষণতায় সততার সঙ্গে রাষ্ট্রের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন তিনি। তাই স্বল্প সময়ে অর্থাৎ মাত্র ৩৯ বছর বয়সে রাষ্ট্রপতি হয়ে চার বছরের কিছু বেশি সময়ে শিশু একাডেমি থেকে শুরু করে যুব কমপ্লেক্স ও প্রবীণ নিবাস করার মধ্য দিয়ে সর্বজনীন হয়ে উঠেছিলেন।

অর্থনৈতিক মৌলিক মডেল দিয়ে তৈরি পোশাক রপ্তানি শিল্প আর প্রবাসে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করেছিলেন, যার বিপরীতে আজ ৫০ বছরের বেশি সময়ে বাংলাদেশে এখনো কেউ সমতুল্য কিছু করতে পারেননি। কতটা দূরদর্শিতার রণকৌশলী হলে একজন মেজর হয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। প্রথম ব্রিগেড 'জেড ফোর্স'-এর অধিনায়ক তিনি। প্রথম ৫০০ বর্গমাইল এলাকা স্বাধীন ঘোষণা করে বেসরকারি প্রশাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাও তার বড় অবদান। স্বাধীন দেশে ১৯৭২ সালে সর্বপ্রথম শহিদ সৈনিকদের স্মরণে স্মৃতিসৌধ কুমিল্লা সেনানিবাস প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। স্বাধীনতা ও একুশে পদক এবং জাতীয় স্মৃতিসৌধ স্থাপন, এগুলো কি গুণগত, নাকি মৌলিক? এর বিপরীতে নতুন কী কী প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব? শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বীরউত্তম-এর কর্মকাণ্ড স্বল্প পরিসরে লেখা সম্ভব নয়।

এবার যে লক্ষ্য রেখে এ লেখা, তার মধ্যে মনোযোগ দিতে চাই-গত প্রায় ১৭টি বছর এ দেশে প্রধান রাজনৈতিক দল বিএনপিসহ বিরোধী দলের নেতাকর্মী ও সাধারণ নাগরিক চরম নিপীড়ন-নির্যাতন-হামলা, লাখ লাখ মামলা, গুম-গণহত্যার শিকার হয়েছেন। ২০২৪ জুলাই, ৫ আগস্টে ব্যাপক সংখ্যায় নির্যাতিত ছাত্র-জনগণের নেতৃত্বে গণ-অভ্যুত্থান হয়। নতুন প্রজন্ম নিজের নিকট অভিজ্ঞতায় জেনেছে, রাজনীতিকে অপব্যবহার করে কীভাবে আওয়ামী লীগ রাজনীতিকে নিছক ক্ষমতা ও বিত্ত লাভের উপায় ভেবেছিল। তাই নতুনরা ওয়েবসাইট তৈরি করে ইস্যুভিত্তিক ও রাজনৈতিক মতামত নির্বিশেষে প্রধান বিরোধী দলের আন্দোলন-সংগ্রামের কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে একটি ব্যাপক ঐক্যবদ্ধ প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলে। সেই অরাজনৈতিক নানা বর্ণের প্ল্যাটফর্ম থেকে উদ্ভূত আন্দোলনই অনেক মূল্যের বিনিময়ে ধাপে ধাপে বিকশিত হয়ে স্বৈরাচার উৎখাত করে বিশাল এক প্রাথমিক বিজয় অর্জন হয়েছে। এ প্রাথমিক বিজয়ই 'রাষ্ট্রক্ষমতা' অর্থাৎ স্বৈরাচারের বিদায়ের পর কে সেখানে বসবে, সে প্রশ্ন তুলে ধরেছে জাতির সামনে। এ প্রশ্ন কি অতি গুরুত্বপূর্ণ? আন্দোলনের সমন্বয়করা এবার রাজনৈতিক দল 'জাতীয় নাগরিক পার্টি' ঘোষণা করলেন। তথ্য উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম পদত্যাগ করে আহ্বায়ক হয়েছেন। অন্য ছাত্রনেতারা ভিন্ন ভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন।

এখন পর্যন্ত দাবিগুলো তাদের ভাষায় 'ফ্যাসিস্ট হাসিনা'কে তাড়িয়ে 'ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রব্যবস্থা'র বিলোপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ; কিন্তু ফ্যাসিবাদের বিলোপ বা যে কোনো উদারনৈতিক গণতন্ত্রের সঙ্গে সাম্প্রদায়িক নিপীড়ন

তাদের বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান দেশদরদি তারেক রহমান অভিনন্দন জানিয়েছেন। বিএনপি বহুদলীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী এ সময়ে এসে আবারও তাই প্রমাণ করেছে। এত আত্মত্যাগের পর যদি কোনো নতুন সাম্রাজ্যবাদ বা মৌলবাদের আদর্শপুষ্ট ফ্যাসিস্ট রাজনৈতিক শক্তি বা আরও বৈষম্যবাদী কোনো গোষ্ঠী এসে শূন্যস্থানে বসে, তাহলে ছাত্রসমাজ ও জনগণের এ গৌরবময় আন্দোলন ব্যর্থ হবে না? সেটিও নিশ্চয়ই ছাত্র-জনতা চাইবেন না?

তাই রাজনৈতিক প্রশ্নটিকে এখন এ মুহূর্তে ছাত্রদের তৈরি করা রাজনৈতিক দলের নেতাদের অভিজ্ঞতা থেকে কিছুটা বিবেচনায় না নিয়ে উপায় নেই। এখন পর্যন্ত দাবিগুলো তাদের ভাষায় 'ফ্যাসিস্ট হাসিনা'কে তাড়িয়ে 'ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রব্যবস্থা'র বিলোপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ; কিন্তু ফ্যাসিবাদের বিলোপ বা যে কোনো উদারনৈতিক গণতন্ত্রের সঙ্গে সাম্প্রদায়িক নিপীড়ন, মৌলবাদী ধর্মীয় শ্রেষ্ঠত্ববাদ বা রাষ্ট্রধর্ম অথবা ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের নিপীড়ন ইত্যাদি প্রবণতায় রয়েছে মৌলিক বিরোধ।

কিন্তু ইতোমধ্যেই এসব প্রবণতা দেশের ভেতরে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে; এ ব্যাপারে কি তারা সচেতন? যদি এ ব্যাপারে তারা সচেতন হন, তাহলে তাদের দলের উচিত হবে এ বিষয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে দলের নীতি প্রতিষ্ঠা করা। তা করার জন্য নতুনের মধ্যে 'মৌলিকত্ব' দরকার হবে। তাদের রাজনীতিতে কী ধরনের মৌলিকত্ব আছে, নাগরিকরা নিখুঁতভাবে উপলব্ধি করেই তা গ্রহণ করবেন। বেশিরভাগ তরুণই তাই যে যে দলই অতীতে করুন না কেন বা যে দলের প্রতি যে আশায়ই সমবেত হন না কেন, বাস্তবে সমস্যা সমাধানের একটি সুনির্দিষ্ট রূপকল্প কিন্তু তাদের কাছ থাকতে হবে। একটি বৈষম্যহীন সমাজে প্রত্যেকের কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার জন্য সমাজের কী ধরনের মৌলিক রূপান্তরের প্রয়োজন হবে, তা নিয়ে তরুণদের ও প্রতিযোগী দলগুলোর ধারণা স্পষ্ট হতে হবে।

লক্ষণীয় বিষয়, স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম আলোচিত উজ্জীবিত রাজনৈতিক দলের নাম ছিল বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক নীতির ওপর ভিত্তি করে জাসদ। আজ তাদের সংগঠনের পরিস্থিতি কী? আওয়ামী লীগ থেকে বেরিয়ে গিয়ে কত বড় বড় নেতা রাজনৈতিক দল তৈরি করলেন। বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা মহাসচিব বিকল্প রাজনীতির কথা বলে বিকল্পধারা নামে দল করলেন। হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ৯ বছর রাষ্ট্রের নেতৃত্ব দিয়ে স্বৈরাচারের তকমা নিয়ে গণ-অভ্যুত্থানে বিদায় নিলেন। তার দল একই নামে কয়টা ভাগ হয়েছে, বলা মুশকিল।

বাম ভাবধারা ও ইসলামি ভাবধারার রাজনৈতিক দলগুলোর কথা আর নাই বললাম। জাঁকজমকভাবে পাঁচ তারকা হোটেলে জন্ম নেওয়া ইনসাফ পার্টি কোথায়? বিশেষ করে আরও বলার প্রয়োজন, ২০২৪ সালে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার উচ্চাভিলাষী ভাবনায় আমি-ডামি নির্বাচনের নামে রাতারাতি নতুন দল ও নিবন্ধন পাওয়াদের কী পরিণতি হয়েছে! এগুলো নাগরিকদের সামনে স্পষ্ট দিবালোকের মতো উজ্জ্বল হয়ে আছে। এ বিষয়গুলো বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা সম্ভাবনাময় ছাত্রনেতারা আশু উপলব্ধিতে এসে দীর্ঘমেয়াদি বিষয়ে যদি রূপান্তরিত করতে চান, তাহলে আশা করি, মনোযোগ দেবেন।

তাতে তাদের ও দলের এবং দেশের কল্যাণ হবে।

BANGLA POST
www.banglapost.co.uk
Email: news@banglapost.co.uk

Home Office to try AI for assessing age of asylum seekers

Dame Angela Eagle says testing of 'most cost-effective' option of AI Facial Age Estimation will begin this year

Post Desk: The Home Office will begin testing AI-driven Facial Age Estimation technology as a new, cost-effective method for assessing the age of asylum seekers, the Minister for Border Security and Asylum announced today.

Testing will begin later this year, with a view to integrating the technology into the asylum system by 2026, subject to further evaluation. In a written statement to Parliament, the Minister, Dame Angela Eagle, said:we undertook to improve the robustness of the age assessment process, including exploring scientific and technological methods to ensure that adults entering the asylum or immigration system are not wrongly identified as children, or vice versa. I wish to update the House on that work today.

Accurately assessing the age of individuals is an incredibly complex and difficult task, and the Home Office has spent a number of years analysing which scientific and technological methods would best assist the current process, including looking at the role that Artificial Intelligence (AI) technology can play. Since coming into office, this Government has commissioned further tests and analysis to determine the most promising methods to pursue further.

Based on this work, we have concluded that the most cost-effective option to pursue is likely to be Facial Age Estimation, whereby AI technology – trained on millions of images where an individual's age is verifiable– is able to produce an age estimate with a known degree of accuracy for an individual whose age is unknown or disputed.

Statement

In the Immigration White Paper, published on 12 May, we undertook to improve the robustness of the age assessment process, including exploring scientific and technological methods to ensure that adults entering the asylum or immigration system are not wrongly identified as children, or vice versa. I wish to update the House on that work today.

Accurately assessing the age of individuals is an incredibly complex and difficult task, and the Home Office has spent a number of years analysing which scientific and technological methods would best assist the current process, including looking at the role that Artificial

Intelligence (AI) technology can play. Since coming into office, this Government has commissioned further tests and analysis to determine the most promising methods to pursue further.

Based on this work, we have concluded that the most cost-effective option to pursue is likely to be Facial Age Estimation, whereby AI technology – trained on millions of images where an individual's age is verifiable– is able to produce an age estimate with a known degree of accuracy for an individual whose age is unknown or disputed.

In a situation where those involved in the age assessment process are unsure whether an individual is aged over or under 18, or do not accept the age an individual is claiming to be, Facial Age Estimation offers a potentially rapid and simple means to test their judgements against the estimates produced by the technology.

The quality of this technology has improved rapidly, and is continuing to evolve and improve as it becomes more widely adopted by online retailers, social media websites and other companies to conduct online age verification tests.

Early assessments suggest that Facial Age Estimation could produce workable results much quicker than other potential methods of scientific or technological age assessment, such as bone X-rays or MRI scans, but at a fraction of the cost, and with no requirement for a physical medical procedure or accompanying medical supervision.

have therefore commissioned further work to test and trial this technology, with testing due to begin later this year, and I have commenced a procurement process which has involved market engagement with an Invite to Tender to be launched in early August, so that – subject to the results of further testing and assurance – Facial Age Estimation could be fully integrated into the current age assessment system over the course of 2026.

would like to take this opportunity to thank the Age Estimation Science Advisory Committee (AESAC) for the work it has carried out since 2021 to support the development and analysis of options in this area. The Home Office will continue to consult closely with experts in the field as we pursue the Facial Age Estimation method, and will also maintain an open mind as other techniques emerge or evolve that could provide an alternative in the future.

I am also today publishing the report of the Independent Chief Inspector of Borders and Immigration into the Home Office's use of age assessments, along with the Home Office's response to the recommendations the Inspector has made. This inspection was carried out prior to the Home Office reaching its conclusions on scientific and technological methods to support the age assessment process, as set out above, and does not therefore take into account either those conclusions, or the decisions I have announced today.

Minister confirms extension of 56-day 'move-on' trial for new refugees until end of year

The Local Government Chronicle (LGC) reported on Friday that Dame Angela Eagle, the Minister of State for Border Security and Asylum, announced the Home Office is extending the 56-day 'move-on' trial for newly recognised refugees until the end of the year.

Initially scheduled to run for six months, the trial commenced last December and it doubled the normal 28-day time period given to new refugees to transition away from Home Office asylum support and accommodation.

As reported by the LGC, Angela Eagle told the Local Government Association conference last week: "I can tell you today that we're going to extend that pilot to the end of the year so we can collect a bit more information about it."

Eagle added that the current reliance on hotels for asylum accommodation was not sustainable and the Government wanted to use the pilot to explore how it could move away from a wholly private-sector accommodation model.

"It struck me very much that with the current accommodation contracts, we're spending a whole lot of money, but we're not really getting any assets. ... Perhaps we could do something that would be more effective and efficient, and there would be an asset that could be used at the end of it. It's that kind of transformation that I'm interested in talking to all of you about," the Minister was quoted as saying.

The Minister confirmed the extension in the House of Commons yesterday. She was asked if she could provide greater clarity on whether the six-month trial would be extended. Eagle responded: "As it happens, I can. We have extended the move-on trial until the end of the year."

In a debate on asylum support in the House of Lords last month, Labour peer Baroness Lister of Burtersett noted the pilot has been broadly well received.

Champions of the Diaspora: Sylhet Sadar Lift Upazila Cup 2025

By Emdad Rahman : The Bangladesh Upazila Cricket Championship 2025 (UK) reached a thrilling conclusion at the iconic Seven Kings Park, as Sylhet Sadar powered their way to the trophy with a dominant victory over Moulvibazar Sadar in a final that delivered fireworks, flair, and a fitting climax to a sensational tournament.

Now in its latest edition, the Upazila Cup has grown into a prestigious celebration of Bangladeshi cricketing talent in the UK diaspora. Organised under the banner of the Bangladesh Sports Network (BSN), the tournament showcases pride, heritage, and sporting excellence through 16 fierce and friendly regional rivals representing their ancestral Upazilas.

In front of a buzzing crowd under clear summer skies, Sylhet Sadar left no doubt about their title credentials. Led by tactical brilliance and raw firepower, the team stormed to victory in the final, producing a disciplined bowling display and a calculated chase that underlined their status as the

tournament's standout performers.

Their journey to the final was nothing short of dominant, with standout performances in the group stage and knockout rounds. Captain AZM Johnny and ace bowler Mohammes Enamul Haque were key figures, consistently delivering match winning contributions.

Sylhet Sadar's manager Maruf Hasan was visibly proud, saying: "It's been an incredible journey. The unity, the discipline, the hunger - our players left everything on the pitch. This title is for our supporters and for Sylhet. We're coming back next year even stronger!"

Sayfur Rahman, the event co-ordinator of the Bangladesh Upazila Cricket Championship 2025, shared heartfelt reflections after the final: "What an amazing celebration of cricket, culture, and community. This tournament is about identity, unity, and pride. Every player, volunteer, and supporter helped make this a historic year. Congratulations to Sylhet Sadar and thank you to every Upazila team that made this event so special."

This year's edition featured 16 passionate teams, each representing their Upazila with honour and intensity. The full roster of participants included:

• Osmani Nogor
• Derai
• Jagannathpur
• Chhatak
• Moulvibazar Sadar
• Golapganj
• Sylhet Sadar
• Chatkhil
• Khulna Sadar
• Beanibazar
• Fenchugonj
• South Surma
• Hobigonj Sadar
• Nobigonj
• Chattogram Sadar
• Bishwanath

Across 33 competitive matches, fans were treated to incredible stroke play, flying catches, and edge of your seat finishes. It was a carnival of cricket and a vibrant display of sporting skill mixed with cultural pride.

A statement on behalf of the organising committee, reserved a massive thanks to all participating teams, supporters, families, and well wishers: "The spirit of friendship, both on and off the field, was truly moving and credit to the entire community.

"A special salute goes to the umpires for their professionalism and fairness throughout the tournament, and to London Eagles Cricket Club for their unwavering support. Most importantly, a heartfelt thank you to all the volunteers who gave their time, energy, and passion simply for the love of the game. Without them, this celebration of cricket would not have been possible."

While this year was a resounding success, the organising committee remains committed to growth and improvement."We know there's always room to be better," said chairman Jakir Ahmed. "So we ask for your feedback, your ideas, and your continued support. Let's make 2026 even bigger and better."

As the sun set on another unforgettable Upazila Cup, one thing is clear: the flame of Bangladeshi cricket in the UK burns brighter than ever.

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM

UK Charity No. 1126168

NGO Affairs Bureau Bangladesh
Registration No- 3052

MADRASHA &ORPHANAGE

UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

Welfare

Orphanage

Madrasah

Please Help supporting the poor & needy with your:

Lillah Sadaqah Zakat Fitra
Fidya Kaffara Qurbani

PROJECTS

Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750 .00

Shops (permanent income for Orphanage)
Per Shop £2500.00

Class/Living Room for Orphanage
Per Room £3000.00

Support Needed FISHERY Project to Generate Permanent Income for Madrasha & Orphanage
33 Decimal Land £1000, One Cow £400
Minnow (Fishery), Tree plant £100

Ashab-e-Badr Fund
one off payment £700.00 x 313 Donor

CAN DONATE VIA :

Paypal: shahbagjamia@yahoo.com
Online: www.shahbagjamia.com
Telephone: 0798 335 7324
UK Bank Details:
Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608

For further information please contact:
Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com

Year: 22 ◆ Issue: 1063 ◆ Friday 25 July - Thursday 31 July 2025

BANGLA POST

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED BANGLA NEWSPAPER

নতুন পদ্ধতিতে গঠন হবে নির্বাচন কমিশন

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : নতুন পদ্ধতিতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) নিয়োগ ও নির্বাচন কমিশন (ইসি) গঠনের বিষয়ে একমত হয়েছে রাজনৈতিক দলগুলো।

বুধবার (২৩ জুলাই) রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে দ্বিতীয় ধাপের সংলাপের ১৮তম দিনের আলোচনা শেষে এ কথা জানান জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ।

তিনি বলেছেন, নতুন পদ্ধতিতে জাতীয় সংসদের স্পিকারের নেতৃত্বে একটি বাছাই কমিটি থাকবে। এই বাছাই কমিটি প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনারদের নাম চূড়ান্ত করে রাষ্ট্রপতিকে দেবেন। রাষ্ট্রপতি বাছাই কমিটির প্রস্তাবনায় শুধু নিয়োগ দেবেন। বাছাই কমিটি সংবিধানে যুক্ত

করার বিষয়েও সবাই একমত পোষন করেছে।

বুধবারের সংলাপে আলোচ্যসূচি ছিল নির্বাচন কমিশন, সরকারি কর্ম কমিশন, মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, দুর্নীতি দমন কমিশন এবং ন্যায়পাল নিয়োগ সংক্রান্ত বিধান। তবে, নির্বাচন কমিশন ছাড়া বাকি বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হয়নি।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ বলেন, বৈঠকে নির্বাচন কমিশন গঠন সংক্রান্ত আলোচনা সম্পন্ন হয়েছে এবং সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদ সংশোধনের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন গঠনে একটি নির্দিষ্ট কমিটি গঠনের বিষয়ে রাজনৈতিক দল ও জোটগুলোর মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

নতুন এই প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, একটি নির্বাচন কমিশন থাকবে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং আইনে নির্ধারিত সংখ্যক নির্বাচন কমিশনারদের সমন্বয়ে। এদের মনোনয়নের জন্য একটি নির্বাচন কমিটি গঠিত হবে। --১৭ পৃষ্ঠায়

সাপ্তাহিক বাংলা পোষ্টের চেয়ারম্যান শেখ মোঃ মফিজুর রহমানের জন্য দোয়া কামনা

সাপ্তাহিক বাংলা পোস্টের অনারারি চেয়ারম্যান শেখ মফিজুর রহমানের অসুস্থতায় বাংলা পোস্ট --১৭ পৃষ্ঠায়

বিশ্বজুড়ে বাড়ছে চিকুনগুনিয়া

পোস্ট ডেস্ক : এশিয়া, ইউরোপসহ বিভিন্ন মহাদেশে ছড়িয়ে পড়ছে মশাবাহিত ভাইরাস রোগ চিকুনগুনিয়া। এর প্রেক্ষিতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) ভাইরাসটির পুনরুত্থান সম্পর্কে সতর্কতা জারি করে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে।

মঙ্গলবার --১৭ পৃষ্ঠায়

সরকারবিরোধী বিক্ষোভে উত্তাল ইউক্রেন

পোস্ট ডেস্ক : বিতর্কিত একটি বিলে সই করেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। যেখানে স্বাধীন দুর্নীতিবিরোধী সংস্থাগুলোর ওপর ব্যাপক হস্তক্ষেপের সুযোগ পেয়েছে দেশটির প্রসিকিউটররা। এই বিল দেশটির জনগণের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে। মঙ্গলবার দেশটির বিভিন্ন শহরে রাস্তায় নেমে আসেন হাজার হাজার মানুষ। বলা হচ্ছে, ২০২২ সালে রাশিয়ার হামলার পর এই প্রথম সরকারবিরোধী বিক্ষোভের মুখে পড়লেন জেলেনস্কি। এই বিক্ষোভ আরও ছড়িয়ে পড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ খবর দিয়েছে অনলাইন আল জাজিরা।

এতে বলা হয়, জেলেনস্কির স্বাক্ষরের মধ্যে দিয়ে ওই বিলটি --১৭ পৃষ্ঠায়

গভীর সংকটে দেশের রপ্তানী খাত

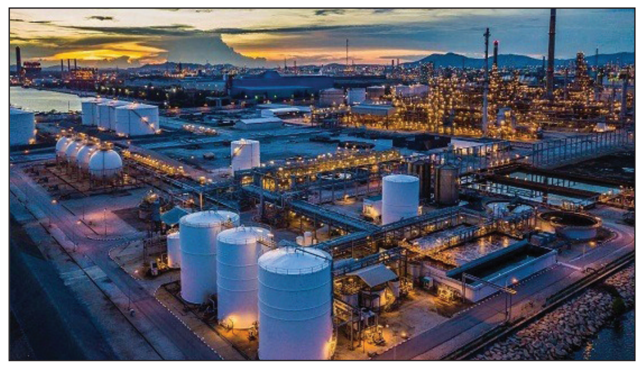

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : দেশের রপ্তানী খাতে দেখা দিয়েছে গভীর সংকট। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের এই সময়ে পরিস্থিতি ভয়ানক আকার ধারণ করেছে। ব্যবসা বাণিজ্য এমন পর্যায়ে পৌঁছাবে অতিতে কেউ এ রকম কল্পনাও করতে পারে নি। বিদেশী ক্রেতারা এখন অন্য দেশের প্রতি ঝুঁকতে শুরু করেছে। সরকারের পক্ষ থেকে এ নিয়ে কোন কার্যকর পদক্ষেপ না নেয়ায় সংকট দিন দিন ঘনিভূত হচ্ছে। ব্যবসায়ীরা এ নিয়ে হতাশা প্রকাশ করে করণীয় নির্ধারণের দাবী তুলেছেন।

দেশের অন্যতম রপ্তানিকারক, ব্যবসায়ী নেতা ও হা-মীম --১৭ পৃষ্ঠায়

তত্ত্বাবধায়কের গঠন পদ্ধতিতে রাজি হয়নি বিএনপি-জামায়াত

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের যে ফর্মুলা ঐকমত্য কমিশন দিয়েছে, তাতে রাজি হয়নি বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী। দুটি দলই চায় প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীদলীয় নেতা, স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার এবং তৃতীয় বৃহত্তম দলের প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত পাঁচ সদস্যের কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে প্রধান উপদেষ্টা বাছাই করবে। তা সম্ভব না হলে আগের নিয়মে সাবেক প্রধান বিচারপতি --১৭ পৃষ্ঠায়

Bangla Post is published by Brit Bangla Services Ltd, Unit S7, The Whitechapel Centre, 85 Myrdle Street, London E1 1HL, Registered at the Post office as a newspaper
Tel: News - 0203 488 7990, Sales - 0203 633 2545 Email : info@banglapost.co.uk, news@banglapost.co.uk Web: www.banglapost.co.uk